卐 মা দুর্গা 卐
স্পেশাল নিরামিষ
HOME DELIVERY AVAILABLE
শ্রীভূমি শহরের মধ্যে পরিষেবা সীমিত
M : 9678672168, 8876520929

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

ঐতিহ্যের অটুট বন্ধনে - শুদ্ধতার পরিমাপে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
বি. এন. মজুমদার জুয়েলার্স

Contact US : +91 70021 07440
প্রতিদিন প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে Special Offer
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ □ সংখ্যা ১৩৭ | শিলচর □ বৃহস্পতিবার □ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ □ ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ □ ২০ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮ হিজরি □ ১২ পাতা □ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

অসম পুলিশে ফের ২০ হাজার নিযুক্তি : মুখ্যমন্ত্রী

অসম পুলিশের বিশেষ দীক্ষান্ত সমারোহে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে অসম পুলিশে নতুন করে আরও ২০ হাজার যুবক-যুবতীকে নিয়োগ করা হবে, শীঘ্রই শুরু হবে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এগোবে রাজ্য সরকার। দেড়গাঁওয়ের লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক বিশেষ দীক্ষান্ত সমারোহে এমনটাই ঘোষণা করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, গত পাঁচ বছরে অসম পুলিশে প্রায় ২১ হাজার যুবক-যুবতীকে নিয়োগ করা হয়েছে। এবার পুলিশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ২০ হাজার কর্মী নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁর এই ঘোষণায় রাজ্যের বিপুল সংখ্যক চাকরিপ্রত্যাশী যুবক-যুবতীর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এদিন লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশের পোশাক পরেন ৩২ জন উপ-পুলিশসুপার এবং ৩৭১ জন কনস্টেবল। প্রশিক্ষণ শেষে নবনিযুক্ত পুলিশকর্মীরা গর্বের সঙ্গে অংশ নেন পাসিং-আউট প্যারেডে। শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার শপথ নিয়ে তাঁরা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিজেদের নিয়োজিত করার পথে এগিয়ে গেলেন।

নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হলে অসম পুলিশে জনবল আরও বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে রাজ্যের কর্মপ্রত্যাশী তরুণ প্রজন্মের সামনে সরকারি চাকরির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগও তৈরি হবে। পুলিশের বিভিন্ন পদে এই ব্যাপক নিয়োগ রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি যুবসমাজের কর্মসংস্থানের

এরপর ছয়ের পাতায়

পাঁচ বছরে ৩,২৫৩ কোটির মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার ২৬,৫০০-র বেশি

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : ২০২১ সাল থেকে অসমে মাদকবিরোধী অভিযানে ৩,২৫৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মাদক-সংক্রান্ত অপরাধে ২৬,৫০০-র বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার দেড়গাঁওয়ে পুলিশসুপারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকের শুরুতে এক বার্তায় গত পাঁচ বছরের মাদকবিরোধী অভিযানের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। একইসঙ্গে জানান, মায়ান্মার থেকে মিজোরাম ও মণিপুর হয়ে মাদক

এরপর ছয়ের পাতায়

মাতৃবন্দনা যোজনায় ২৩ কোটিরও বেশি টাকা সহায়তা রাজ্যে

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : অন্তঃসত্ত্বা নারী ও সদ্য মা হওয়া মহিলাদের আর্থিক সহায়তায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দাবি করল অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার জানান, সরকারের প্রথম ১০০ দিনে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার আওতায় রাজ্যের ৭৮ হাজারেরও বেশি মহিলা ২৩ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী সময়ে মহিলাদের নিজেদের পাশাপাশি নবজাতকের যথাযথ পরিচর্যায় সহায়তা করাই এই আর্থিক সহায়তার মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ করে

এরপর ছয়ের পাতায়

৪২টি ওয়ার্ডের বিজ্ঞপ্তি জারি, মনোনয়ন শেষ ১১ সেপ্টেম্বর

শিলচর পুর নিগমের নির্বাচন ৩ অক্টোবর, ৬-ই ভোটগণনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শিলচর পুর নিগম নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল অসম রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ৪২টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত শিলচর পুরনিগমের নির্বাচন আগামী ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগণনা হবে ৬ অক্টোবর। বুধবার নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারির মধ্য দিয়ে পুরনিগম নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শিলচর পুর নিগম এলাকার সর্বত্র আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ২ সেপ্টেম্বর নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১১ সেপ্টেম্বর। ১৪ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে এবং ওই দিনই বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। কোনও প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে পারবেন। একই দিনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলা প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকাও প্রকাশ করা হবে।

কমিশনের সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ অক্টোবর (শুক্রবার) সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৪২টি ওয়ার্ডে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কোনও কারণে পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হলে ৫ অক্টোবর দিনটি নির্ধারিত রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। ৬ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। গণনা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তা

এরপর ছয়ের পাতায়

পিএফসি উদ্বোধনে মন্ত্রী কৌশিক রায়, দুই সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ ও সুস্মিতা দেব এবং বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা।

দেশে ফিরতে চান হাসিনা, তারেক রহমানকে নিশানা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : প্রায় দেড় বছর ধরে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানালেন, তিনি নিজের দেশে ফিরতে চান এবং ডিসেম্বরের মধ্যেই দেশে ফেরার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যার মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনা এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেছেন। তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ঢাকার পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ জানানো হলেও প্রত্যর্পণ

এরপর ছয়ের পাতায়

উন্নয়নের স্বার্থে খুশি মনে টোল দিন : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : অসমের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্যবাসীকে 'খুশি মনে' টোল দেওয়ার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একইসঙ্গে সোনাপুরে ক্ষেত্রীর মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনার জন্য রাস্তার গর্ত বা টোলগেটকে একমাত্র দায়ী করার প্রবণতা নিয়েও প্রশ্ন করেন তিনি। তাঁর দাবি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির অস্বাভাবিক গতির বিষয়টিও তদন্ত হচ্ছে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িটির গতি ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটারের মধ্যে ছিল।

বুধবার দেড়গাঁওয়ের লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমিতে অসম পুলিশের দীক্ষান্ত সমারোহে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ক্ষেত্রীর দুর্ঘটনা ও রাজ্যে টোল সংগ্রহ নিয়ে মন্তব্য করেন হিমন্ত। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে কোনও একটি বিষয়কে সামনে রেখে একপাক্ষিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। ক্ষেত্রীর দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর পর রাস্তার গর্ত এবং টোলগেট নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব বিষয়ে একপাক্ষিক হওয়া উচিত নয়, একপাক্ষিক প্রশ্নও করা উচিত নয়।'

হিমন্ত জানান, তিনি নিজে

ক্ষেত্রীর দুর্ঘটনায় গাড়ির গতি ১২০ কিলোমিটার ছিল

দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তাঁর কথায়, দুর্ঘটনাস্থলে রাস্তার গর্ত ছিল, তা ঠিক। কিন্তু গাড়িটি কীভাবে ডিভাইডার পেরিয়ে জাতীয় সড়কের বিপরীত দিকে গিয়ে একটি ট্রাকে ধাক্কা মারল, সেটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি ডিভাইডার টপকে বিপরীত দিকের লেনে গিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মেরেছে। গাড়িটি যদি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগেও গর্তে ধাক্কা মারতো, হয়তো ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা কম হতো। যে ডিভাইডার সাধারণ মানুষের পক্ষে পার হওয়া কঠিন, সেটা টপকে গাড়িটি উল্টো দিকের লেনে গিয়ে একটি ট্রাকে ধাক্কা মেরেছে। এতেই স্পষ্ট যে এর গতি ছিল ঘণ্টায় অন্তত ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার।

তবে রাস্তার গর্তের অস্তিত্ব বা সড়কের পরিকাঠামোগত সমস্যাকে অস্বীকার করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণ করতে গেলে রাস্তার অবস্থা, গাড়ির গতি এবং চালকের ভূমিকা, সব দিকই দেখা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে চালকের আচরণ ও সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখতে হবে। নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা হচ্ছে কি না, চালক হেলমেট ব্যবহার করছেন কি না, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো হচ্ছে কি না এবং রাতের দূরপাল্লার বাসে পর্যাপ্ত চালক রাখা হচ্ছে কি না, এই বিষয়গুলিও দুর্ঘটনা রোধের

এরপর ছয়ের পাতায়

গুঁড়ো করে বার্মিজ সুপারি পাচার! শিলচরের ধৃত ২

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : বার্মিজ সুপারি পাচারে এবার অভিনব পন্থা অবলম্বন করলো পাচারকারীরা। আস্তো সুপারি পাচার করতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই পুলিশের চোখে ফাঁকি দিতে সুপারি গুঁড়ো করে শুরু হয়েছে পাচার। গত সোমবার শিলচর রামনগর বাইপাসে এভাবে সুপারির গুঁড়ো পাচারের পথে ধরে ফেলে পুলিশ।

জানা গেছে, একটি টাটা যোদ্ধা গাড়িতে করে পাচার করা হচ্ছিল গুঁড়ো সুপারি। সন্দেহবশত পুলিশ

এরপর ছয়ের পাতায়

২০৫৬ সাল পর্যন্ত পানীয়জলের নিশ্চয়তা, পরিকল্পনা কৌশিকের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : শিলচরে পানীয়জলের সমস্যা সমাধানে বড় ধরনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০৫৬ সাল পর্যন্ত যাতে শিলচরবাসীকে পর্যাপ্ত পানীয়জল সরবরাহ করতে কোনও সমস্যা না হয়, এই লক্ষ্যে ৫০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জল সরবরাহ প্রকল্প তৈরির জন্য আবাসন ও নগরোন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। এই প্রকল্প তৈরি করে নিতে পারলে শিলচরবাসীকে দীর্ঘ বছর পানীয়জলের সমস্যা নিয়ে ভুগতে হবে না। একথা বলেছেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন সহ অন্যান্য বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়।

শিলচর পুর নিগমের নাগরিক

শিলচরে পিএফসি সহ 'কিউআর' ভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতির সূচনা

পরিষেবা পুরবাসীর কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলা সহ নিগমের কাজকর্মে আরও গতি সঞ্চার এবং স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শুরু করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে নিগম ভবনে গড়ে তোলা জনসাধারণের সুবিধা কেন্দ্র (পিএফসি), জিপিএস-ভিত্তিক পুর নিগমের যানবাহন অনুসরণ পদ্ধতি এবং 'কিউআর'-ভিত্তিক বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহ পদ্ধতি। বুধবার পুর নিগম কার্যালয় চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসবের উদ্বোধন করেন।

এরপর ছয়ের পাতায়

তিন সন্তান সহ স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন শিক্ষকের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : 'মাসে মাত্র ১০ হাজার টাকা আয়ে পরিবারের মুখে ঠিকমতো খাবার তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। চরম আর্থিক অনটন ও সেই গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে মেরে ফেলেছি,' পরিবারের চার সদস্যকে কুপিয়ে খুন করার পর এমনটাই বললেন ধেমাজির স্কুলশিক্ষক ফিরোজ আলি।

পুলিশ জানিয়েছে, ধেমাজি জেলার তেলেম এলাকায় বুধবার সাতসকালে নিজের বাড়িতেই এই হত্যাকাণ্ড চালান ফিরোজ। তার হাতে খুন হন স্ত্রী সানোয়ারা বেগম (৩৩), বড় মেয়ে নয়না আখতার (১৩), ছেলে শাকিল আলি (৮) এবং ছোট

এরপর ছয়ের পাতায়

তিন বছর পর সদনে হাজির দুই কুকি-জো বিধায়ক

এনআরসি-র দাবিতে উত্তাল মণিপুর বিধানসভা

সাময়িক প্রসঙ্গ, ইম্ফল, ২ সেপ্টেম্বর : জনগণনা প্রক্রিয়া শুরুর আগে মণিপুরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) বাস্তবায়নের দাবিকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুর বিধানসভার অধিবেশন। দ্বাদশ মণিপুর বিধানসভার অষ্টম অধিবেশনের প্রথম দিনেই এনআরসি নিয়ে বিরোধী সদস্যদের প্রতিবাদ ও হইচইয়ের জেরে অধিবেশনের সকালের অধিবেশন ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্পিকার থ সত্যব্রত বিধানসভা মুলতবি করে দুপুর ২টা পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখেন। তবে হইচইয়ের মধ্যেই এদিন বিধানসভায় ঘটল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। ২০২৩ সালের মে মাসে মণিপুরে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর তিন বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবার ইম্ফলে এসে বিধানসভায় সরাসরি অংশ নিলেন দুই কুকি-জো বিধায়ক সাইতু কেন্দ্রের বিধায়ক হাওখোলেত কিপগেন এবং সাইকুল কেন্দ্রের বিধায়ক কিমনেও হাওকিপ হ্যাংশিং। তাঁদের বিধানসভায় প্রত্যাবর্তনকে মণিপুরের চলমান সংকটের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এদিন বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে হাওখোলেত কিপগেন বলেন, দীর্ঘ বিরতির পর বিধানসভায় ফিরে আসতে পেরে তিনি আনন্দিত। দুই কুকি-জো বিধায়কের ইম্ফলে এসে অধিবেশনে অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনপ্রতিনিধিদের এই প্রত্যাবর্তন একটি ইতিবাচক এবং স্বাগতযোগ্য

এরপর ছয়ের পাতায়

এনআরসি-র দাবিতে ২৪ ঘণ্টার বনধে স্তব্ধ মণিপুর

সাময়িক প্রসঙ্গ, ইম্ফল, ২ সেপ্টেম্বর : জনগণনা শুরুর আগে মণিপুরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নবায়নের দাবিতে নাগরিক সমাজের ডাকা ২৪ ঘণ্টার বনধে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ল ইম্ফল উপত্যকার স্বাভাবিক জনজীবন। ক্যাম্পেইন ফর জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার ডিলিমিটেশন (সিজেএফডি)-র আহ্বানে বুধবারের এই বনধে ইম্ফল উপত্যকার অধিকাংশ দোকানপাট, বাজার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। রাস্তাঘাটও ছিল প্রায় জনশূন্য। সরকারি পরিবহন সহ অধিকাংশ যানবাহন রাস্তায় নামেনি।

এরপর ছয়ের পাতায়

নেপাল বিপর্যয়ে মৃত বেড়ে ১,১২৭, নিখোঁজ প্রায় ৪,৮০০

কাঠমান্ডু, ২ সেপ্টেম্বর : নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অষ্টম দিনেও উদ্ধার ও ত্রাণকাজ অব্যাহত রয়েছে। বুধবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১,১২৭-এ পৌঁছেছে। এখনও প্রায় ৪,৮০০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। দুর্গম এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে নিরাপত্তা বাহিনী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নেপাল পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, চিত্রবন থেকে ৩৪৮টি, পূর্ব নবলপুর থেকে ২১৭টি, পশ্চিম নবলপুর থেকে ১৯০টি এবং নুওয়াকোট থেকে ১৫৫টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গোর্খা, ধাদিডিং, রাসুওয়া ও তানাহু সহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলা থেকেও বহু মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১,১১৩টি মরদেহের ময়নাতদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯৫টি দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নিখোঁজ স্বজনদের শনাক্ত করতে ৯১১টি

এরপর ছয়ের পাতায়

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : কামরূপ জেলার পলাশবাড়ি বিধানসভা এলাকার রানি অঞ্চলে পঞ্চায়েত সমবায় সমিতির অধীনে পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি সিরাজ আলিকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে, বেশ কয়েক

এরপর ছয়ের পাতায়

রামমন্দিরের প্রথম সিইও অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল

অযোধ্যা, ২ সেপ্টেম্বর : রামমন্দিরে প্রণামী চুরি নিয়ে বিতর্কের আবহে মন্দিরের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আরও স্বচ্ছতা আনতে প্রথম পূর্ণকালীন চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) নিয়োগ করল রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্রকে সর্বসম্মতভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অযোধ্যার মণিরামদাস ছাউনিতে ট্রাস্টের বৈঠকে তাঁর নাম অনুমোদিত হয়। দীর্ঘ বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে ৫,৫৮৫টি আবেদন জমা পড়ে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক প্রাথমিক বাছাই, ম্যানুয়াল মূল্যায়ন, ভার্চুয়াল সাক্ষাৎকার ও চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারের পর তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। চূড়ান্ত তালিকায় তিনজন

এরপর ছয়ের পাতায়

মোদি মন্ত্রিসভায় বড় রদবদলের জল্পনা, আসছে একঝাঁক তরুণ মুখ

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : বিজেপির নতুন সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের সম্প্রসারণ ও রদবদলের সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য এই রদবদলে একদিকে কয়েকজন প্রবীণ নেতাকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে, অন্যদিকে তরুণ ও নতুন মুখকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জল্পনা চলছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৭ সালের একাধিক বিধানসভা নির্বাচন এবং বিশেষ করে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই মন্ত্রিসভায় পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা হতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রকের কার্যকলাপ ও মন্ত্রীদের কর্মদক্ষতাও এই রদবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি 'আজ তক রেডিও'-র পডকাস্ট 'রিপোর্টার্স অফ এয়ার'-এ মোদি সরকারের সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য নতুন মুখ, প্রবীণ নেতাদের ভবিষ্যৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পরিবর্তন নিয়ে বিভিন্ন মত উঠে আসে। আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দায়িত্ব বা পদমর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গাড়করিরর মন্ত্রকের দায়িত্বে পরিবর্তন আসতে পারে বলেও জল্পনা রয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকেই ডিপ্রেশনে ছিলেন ৪১ বছরের কৃতী ডাক্তার

শিরায় প্রপোফল ঢেলে চিকিৎসকের আত্মহত্যা!

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : হাসপাতালের আইসিইউতেই রোগীদের নিস্তেজ রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় প্রপোফল। এই প্রপোফলের অতিরিক্ত ডোজ নিয়ে ২০০৯ সালে অকালে প্রয়াত হয়েছিলেন ইতিহাসের সব থেকে জনপ্রিয় পপ গায়ক মাইকেল জ্যাকসন। ঠিক একইভাবে নিজেই নিজের শিরায় প্রপোফল ঢেলে আত্মহত্যা করলেন গুয়াহাটির চিকিৎসক প্রয়াস সিংহল।

নেমকেয়ার হাসপাতালের যে আইসিইউতে ছয় বছর ধরে কাজ করেছেন সেখানে নিজের কক্ষে বুধবার ভোরে সিরিঞ্জের মাধ্যমে নিজের শিরায় অতিরিক্ত মাত্রায় প্রপোফল ঢালেন ৪১ বছরের চিকিৎসক। যাবার আগে তিনি অন্যদের বলেছিলেন তাঁকে বিরক্ত না করতে। চার ঘণ্টা পর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর নিজের কক্ষের বিছানায়। দেখেই বুঝতে পারেন তিনি আর নেই। মৃতদেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থল থেকে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ এবং প্রপোফলের শিশি পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর আধিকারিকরা বলেন, শিরায় অতিরিক্ত মাত্রায় প্রপোফল প্রবেশ করানো হয়েছিল।

বুধবার সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় আইসিইউ তথা জরুরি বিভাগের কাছে নিজের ঘর থেকে প্রয়াসের দেহ উদ্ধার হয়। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ খবর পেয়ে ভাঙাগড় থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছয়। ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও প্রপোফলের শিশি উদ্ধার করা হয়। ভাঙাগড় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সরোজ দোলে জানান, প্রাথমিক তদন্তে চিকিৎসকের শিরায় উচ্চ মাত্রায় প্রপোফল প্রবেশ করানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, 'উচ্চ মাত্রায় ঘুমের ওষুধজাতীয় পদার্থ, সম্ভবত প্রপোফল, তাঁর শিরায় প্রবেশ করানো হয়েছিল। এটিকে আপাতত

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৩৩৫২২, ২৩০৩৩৬

FOR SALE
1400 SQ FEET COMMERICAL SPACE.
(HOSPITAL ROAD POINT)
7099071135

LOST
I have lost my HSLC Pass Certificate, bearing, Roll-B20-480 No-0807, Regn. No.16/UV/0833/243086/18 during travel from Baraigram to Sribhumi Traveling. Please anybody found contact this address.
Tanin Mastufa
D/o Basir Uddin
Vill-Sherpur P.O. Baraigram, Dist-Sribhumi, Pin-788723, Ph: 9387863223

Re-Tender Notice
Sealed quotation in prescribed form affixing non-refundable court fee stamp for Rs.8.25 (Rupees Eight and Twenty five paisa) only are invited from registered Shop owner/Supplier for supply of Grocery items, Veg & Non veg item, LPG Cylinder for KGVB, Tapang under Salchapra Education Block. The detail of materials to be procured including Terms and Conditions for submission of Tender paper will be available from the office of the undersigned on all working days from 03.09.26 to 17.09.26 and will be received on 17.09.26 upto 2.00 P.M and the same will be opened at 3.00 P.M on 17.09.26 at the office of the undersigned in presence of the Tenderer or their authorized representative.
Sd/-
BEEO Cum BMC
SS, Salchapra, Cachar
Memo No- BMC/SSA/Sal/KGBV/3126-A Date: 02/09/2026

NAME CHANGE
I, **Sahin Ahmed Choudhury,** D.O.B-01-05-2004, S/o-Nurul Amin Choudhury and Reziya Begum Choudhury, permanent resident of Sonapur Pt.-I, P.O.-Sonapur, P.S.-Borkhola, Dist.-Cachar, Assam, do hereby solemnly affirm on oath and declare that my actual and correct name is "SAHIN AHMED CHOUDHURY".
That, in my Birth Certificate vide Regn. No. 674, date of issue-21-05-2005, issued by Registrar, Births & Death, Bikrampur BPHC, wherein my name has been wrongly recorded/ written as "SAHIN AHMED" instead of "SAHIN AHMED CHOUDHURY", my father's name has been wrongly recorded/written as "NURUL AMIN" instead of "NURUL AMIN CHOUDHURY" and my mother's name has been wrongly recorded/written as "RAJIYA KHATUN" instead of "REZIYA BEGUM CHOUDHURY" and for the purpose of declaring the above facts and submit the same to the concerned authority, by an affidavit Certificate No.IN-AS60299602739147Y before the Magistrate at Silchar on this the 27th day of August, 2026, declare that "SAHIN AHMED CHOUDHURY" and "SAHIN AHMED" is the name of one and same person i.e. myself, "NURUL AMIN CHOUDHURY" and "NURUL AMIN" is the name of one and same person i.e. my father and "REZIYA BEGUM CHOUDHURY" and "RAJIYA KHATUN" is the name of one and same person i.e. my mother.
Sahin Ahmed Choudhury, Deponent

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

বেহাল রাস্তাঘাট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। বুধবার।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : বেহাল রাস্তাঘাট, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক দাম এবং বেকারত্বের প্রতিবাদে বুধবার পথে নামল করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস। বিভিন্ন জনস্বার্থের দাবি তুলে ইন্দিরা ভবনের সামনে ব্রিজ রোডে ধরনা কর্মসূচি পালন করেন দলীয় নেতা-কর্মীরা।

দুপুর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত আয়োজিত এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি শতাধিক মানুষ অংশ নেন। তাঁদের অভিযোগ, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বেড়ে চলায় সাধারণ মানুষের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। চাল, ডাল, চিনি, লবণ ও ভোজ্যতেল থেকে শুরু করে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ওপর।

ধরনা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ বলেন, প্রতিদিনই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। তাঁর অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ। বেহাল রাস্তাঘাট নিয়েও সরব হন তিনি। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং পূর্ত দফতরে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও এখনও পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। তাপস পুরকায়স্থের আরও অভিযোগ, আগস্ট মাসে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। সামনে দুর্গাপূজা, অথচ জেলার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির বেহাল দশা নিয়ে প্রশাসনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না বলেও দাবি করেন তিনি।

একইসঙ্গে বরাক উপত্যকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রেও সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন, এনএইচআইডিসিএল ও পূর্ত বিভাগের চরম উদাসীনতায় পূর্ত ও জাতীয় সড়ক আজ মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য শিল্প ও কলকারখানা গড়ে না ওঠায় শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে বলে দাবি করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ।

এদিন প্রতিবাদী সভায় জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারাও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করেন। জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, বদরুল হক, সন্দীপ নন্দী, শুভঙ্কর দাস, হাসিনা রহমান, শুভজিৎ চক্রবর্তী, ধ্রুবজ্যোতি দাস, নৃপেন্দ্রচন্দ্র দাস, পঙ্কজ নাগ, অহিরঞ্জন দে এবং শুভঙ্কর দাস-সহ অন্যান্যরা বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে দাবি করেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসেনি। কালো টাকা উদ্ধার, দুর্নীতি দমন, স্মার্ট সিটি নির্মাণ, মহিলা নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

বুধবারের কর্মসূচিতে জেলা কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী, প্রদীপ কুরি, নবেন্দু শর্মাপুরকায়স্থ, মহিদুল ইসলাম, ভিকি কুরি, জয়দীপ দাস, শিখা সোম, টিনা সেন, লক্ষ্মী দত্তগুপ্ত, গুলশান আহমদ, আব্দুল ওয়ারিস, কমর উদ্দিন, অনুরাগ দত্ত, নীরজ বিশ্বাস-সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হজযাত্রীদের মেডিক্যাল স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক
১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নথি জমার নির্দেশ

মিলন উদ্দিন লস্কর

শিলচর, ২ আগস্ট : হজ-২০২৭'র জন্য নির্বাচিত হজযাত্রীদের মেডিক্যাল স্ক্রিনিং ও স্বাস্থ্যগত সক্ষমতার শংসাপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন হজ কমিটি অব ইন্ডিয়ার সার্কুলার নং ১০-এ জানানো হয়েছে, হজযাত্রার আগে প্রত্যেক নির্বাচিত হজযাত্রীকে দুই পর্যায়ে মেডিক্যাল স্ক্রিনিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা নির্বাচনের সময় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা যাত্রার আগে করা হবে।

সার্কুলার অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ের মেডিক্যাল পরীক্ষা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের মাধ্যমে করাতে হবে। নির্ধারিত ফরমে তা সংগ্রহ করে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হজ কমিটি অব ইন্ডিয়ার পোর্টালে আপলোড অথবা রাজ্য হজ কমিটির কাছে জমা দিতে হবে। এর সঙ্গে 'পে ইন স্লিপ' অথবা অনলাইন পেমেন্টের রসিদও জমা দিতে হবে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের মূল কপি ও সব পরীক্ষার রিপোর্ট নিরাপদে রাখতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের মেডিক্যাল পরীক্ষা ও টিকাকরণের সময় এগুলি প্রয়োজন হবে।

নির্ধারিত স্বাস্থ্যগত মানদণ্ড অনুযায়ী কোনও প্রার্থীকে শারীরিকভাবে অযোগ্য পাওয়া গেলে তার হজযাত্রা বাতিল হতে পারে এবং বিধি অনুযায়ী জমা দেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। তবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য গোপন বা মিথ্যা তথ্য দিলে জমা অর্থ বাজেয়াপ্ত-সহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, রক্তে শর্করা, বুকের এক্স-রে, কিডনি ও লিভারের কার্যকারিতা পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সি এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগে আক্রান্ত ৪০ বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে ইসিজি-ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এদিকে, গুরুতর হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, লিভার বা কিডনি রোগ, কিছু গুরুতর স্নায়বিক বা মানসিক সমস্যা, সক্রিয় ক্যান্সার এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হজযাত্রার যোগ্যতার বিষয়ে বিশেষ বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে। যাত্রার সময় ২৮ সপ্তাহের বেশি গর্ভবতী মহিলারাও সৌদি নির্দেশিকা অনুযায়ী হজে যেতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে জেলার এবারের হজযাত্রীরা কাছাড়ের জেলা কমিশনার কার্যালয়ের হজ শাখার সঙ্গে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

খাদ্য ও উপভোক্তা বিভাগের সুপারিনটেনডেন্টকে সংবর্ধনা শিলচর হোলসেল সমবায়ের

সুপারিনটেনডেন্ট গৌতম চক্রবর্তীর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন সমবায়ের চেয়ারম্যান বিনয়ভূষণ শর্মা সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : কাছাড় জেলায় নবনিযুক্ত খাদ্য অসামরিক সরবরাহ ও উপভোক্তা বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট গৌতম চক্রবর্তীকে শিলচর হোলসেল সমবায় স্টোর্সের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বুধবার বিভাগীয় কার্যালয়ে গিয়ে সংবর্ধনা জানান শিলচর হোলসেল সমবায় স্টোর্সের চেয়ারম্যান বিনয়ভূষণ শর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান বাসুদেব শর্মা, সচিব হেমন্ত পুরকায়স্থ, ডিরেক্টর রথীন্দ্রনাথ সাহা ও তরুণকুমার দে।

হোলসেল সমবায় স্টোর্সের পক্ষ থেকে গণবণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা তুলে ধরে হয়। সমস্যা নিরসনে তার সহযোগিতা চান সমবায়ের কর্মকর্তারা। সুপারিনটেনডেন্ট তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সমস্যা দূর করতে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, সুপারিনটেনডেন্ট গৌতম চক্রবর্তী এর আগে শিলচরে সিনিয়র ইনস্পেক্টর হিসেবে কাজ করে গেছেন। তাই কাছাড় জেলার এই বিভাগের কাজ সম্পর্কে তা অভিজ্ঞতা রয়েছে।

গঠিত নাউড়িয়ারপার এলপি স্কুলের পরিচালন সমিতি, সভাপতি জিয়াউল

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২ সেপ্টেম্বর : সরকারি গাইডলাইন মতে আলগাপুর দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৯ নং নাউড়িয়ারপার এলপি স্কুলের নতুন পরিচালন সমিতি গঠিত হয়েছে। বুধবার স্কুলে আয়োজিত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট সমিতির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন জিয়াউল হক বড়ভুইয়া। সাবিনা নেহার লস্কর সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম বড়ভুইয়া। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ, সিআরসিসি হানিফ আহমদ লস্কর-সহ বিশিষ্টজনেরা।

পাথারকান্দি ও শ্রীভূমি পুলিশের সাফল্য
ট্রাকের চালকের আসনের নীচে ৬৬ হাজার ইয়াবা উদ্ধার, আটক দুই

অভিযানকারী পুলিশ দলের সঙ্গে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট ও আটক দুই সন্দেহভাজন পাচারকারী।

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২ সেপ্টেম্বর : মাদকের বিরুদ্ধে শ্রীভূমি পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য। শহর সংলগ্ন টোল গেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাকের চালকের আসনের নীচ থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল পাথারকান্দি ও শ্রীভূমি সদর থানার পুলিশ। অভিযানে মোট ৬৬ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এই ঘটনায় দুই সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মাদক পাচারের বিষয়ে গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর শ্রীভূমি শহর সংলগ্ন টোল গেট এলাকায় নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান শুরু করে পাথারকান্দি ও শ্রীভূমি সদর থানার পুলিশ। অভিযানের সময় পুলিশের নজরে আসে একটি সন্দেহজনক ট্রাক। ট্রাকটির নম্বর এএস ০১ ভিসি ৩১৫৭। সন্দেহের ভিত্তিতে ট্রাকটিকে থামিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। চালকের আসনের নীচে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা একাধিক প্যাকেটের সন্ধান পান পুলিশকর্মীরা। প্যাকেটগুলি উদ্ধার করে খুলে দেখা হলে তার ভিতরে পাওয়া যায় নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট। উদ্ধার হওয়া মাদকের হিসেব করে দেখা যায়, মোট ৩৩টি প্যাকেটে প্রায় ৬৬ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট রয়েছে। এই ঘটনায় ট্রাকের সঙ্গে থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা হলেন সুমন উদ্দিন ও তাজ উদ্দিন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, দু'জনেরই বাড়ি শ্রীভূমি জেলায়। বর্তমানে তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পুলিশের তদন্তের মূল লক্ষ্য এখন কোথা থেকে এসেছিল এই বিপুল পরিমাণ ইয়াবা? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? এবং এর পিছনে আরও কোনও ব্যক্তি বা বড়সড় মাদকচক্র জড়িত রয়েছে কিনা? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে আটক দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, সে বিষয়েও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এখন তদন্তের পর্দা উঠলেই জানা যাবে, এই ১০ কোটি টাকার ইয়াবার আসল উৎস কোথায় এবং এর নেপথ্যে থাকা বড় চক্রের সঙ্গে কারা জড়িত।

ডবকায় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে পালাল বাইক চালক

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ২ সেপ্টেম্বর : ডবকার জয়নগরে ভয়াবহ হিট অ্যান্ড রান-র ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দ্রুতগতির একটি বাইক চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে এলাকার পথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে মোরাঝাড় জ্ঞানজ্যোতি অ্যাকাডেমির চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রেজিফা খান। দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় তার পা ও মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ছাত্রীটি হোজাইস্থিত হাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, দুর্ঘটনার পুরো দৃশ্য কাছাকাছি স্থাপিত সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানা গেছে। ফুটেজের সাহায্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যাওয়া বাইক ও চালককে সনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ইতোমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আহত ছাত্রীটির পরিবারের পক্ষ থেকে মোরাঝাড় থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে। এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি পলাতক বাইক চালককে সনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এ ঘটনায় ছাত্রীটির পরিবারে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে জয়নগর এলাকায় যানবাহনের বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণ এবং পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে স্থানীয় সচেতন মহলে।

কাজি নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন বরাক নন্দিনীর

অনুষ্ঠানে বরাক নন্দিনী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : কাজি নজরুল ইসলামের ৫০তম মৃত্যুদিন বরাক নন্দিনী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের সভাগৃহে উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথমে নেপালে হড়পা বানে নিহত এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর কাজি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে সশ্রদ্ধ চিত্তে কবিকে স্মরণ করা হয়। সভার শুরুতে কবি-তর্পণ করতে গিয়ে সভার সভানেত্রী সুমিত্রা দত্ত আজকের দিনে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিন নজরুলের বেশ কয়েকটি কবিতারও উদ্ধৃতি দেন। অধ্যাপিকা দূর্বা দেব সুরেলা কণ্ঠে অপূর্ব দুইটি নজরুলগীতি পরিবেশন করেন। লুৎফা আরা চৌধুরী নজরুলের বাল্যজীবন, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং কাব্যিক জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন জয়ন্তী দত্ত, শাশ্বতী ভট্টাচার্য, শাশ্বতী চৌধুরী পুরকায়স্থ, শিল্পী ভট্টাচার্য। হাসনা আরা শেলী নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সঙ্গীতা দেব আবারও একটি নজরুলগীতি পরিবেশন করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন শ্যামলী কর ভাওয়াল, পান্না চক্রবর্তী, সুমিতা দেব, সুমিতা ঘোষ দেব, প্রতিভা পুরকায়স্থ। সবার বক্তব্যে নজরুলের জীবনের অনেক না-জানা নতুন নতুন তথ্য উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সম্পর্ক, স্বদেশপ্রেমিক, সাম্যের প্রতীক নজরুল, মানবতাবাদী নজরুলের বিভিন্ন ঘটনা সদস্যরা খুব মনোযোগ সহকারে শোনেন। সভার সমাপ্তিতে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে সদস্যরা সমবেতভাবে 'একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' গানটি পরিবেশন করেন।

পুলিশের জালে সেনকো অলঙ্কারের ডাকাতিতে অভিযুক্ত অবিনাশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, বরপেটা রোড, ২ সেপ্টেম্বর : অবশেষে বরপেটা রোড পুলিশের জালে সেনকো অলঙ্কারের ডাকাতি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অবিনাশ কুমার। উত্তরপ্রদেশের বৈশালী থেকে পুলিশ গ্রেফতর করে অবিনাশকে। ধৃত অবিনাশ কুমারের বাড়ি বিহারের হাজিপুরের ২৬ নং ওয়ার্ডের ইন্দ্রপুরী কলোনিতে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০ ফেব্রুয়ারি বরপেটা রোডের সেনকো অলঙ্কার নামের একটি জুয়েলারি শোরুমে সংঘটিত হয়েছিল এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা। দিনের আলোতে পাঁচজনের একটি ডাকাতের দল মারণাস্ত্র দেখিয়ে বরপেটা রোডের সেনকো অলঙ্কার শোরুমের কর্মচারীদের বন্দি করে লুট করেছিল কয়েক কোটি টাকার সোনা, রূপা এবং হীরার গয়না।

ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর সমগ্র অঞ্চলে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনা সম্পর্কে বরপেটা রোড পুলিশ, বরপেটা জেলা প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা জোরদার তদন্ত শুরু করেন। অবশেষে বরপেটা রোড পুলিশ উত্তরপ্রদেশের বৈশালী থেকে ডাকাতি-কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত অবিনাশ কুমারকে গ্রেফতার করে বরপেটা রোড থানায় নিয়ে আসে এবং বুধবার তাকে বরপেটা জেলা আদালতে হাজির করিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

অবশ্য ইতিপূর্বেও বরপেটা রোডের সেনকো অলঙ্কারের ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে বরপেটা রোড পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। যদিও ঘটনা সম্পর্কে কোনও ধরনের তথ্য প্রকাশ করেনি পুলিশ। পুলিশের এই বিশেষ সফলতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

দিনপঞ্জিকা

বৃহস্পতিবার, ১৬ ভাদ্র, ইং ৩ সেপ্টেম্বর, মুং ২০ রবিঃ আউঃ (ভাং তাং ১২ ভাদ্র)। অ ১৬ ভাদ্, ফসলী ৬ ভাদ্রপদ (ভাদুন), সংবৎ ৭ ভাদ্রপদ বদি। ৫।২১।৩৪ গতে সূর্যোদয়, ৫।৫০।৫৪ গতে সূর্যাস্ত। সপ্তমী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ও অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি। ভ্রাতা-ভগিনীর স্বাস্থ্য ও কর্ম বিষয়ে শুভ। সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ।

বৃষ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

মিথুন : নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। নতুন যানবাহন ক্রয়।

কর্কট : ব্যবসায়িক যোগাযোগ থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন সুযোগ আসতে পারে।

সিংহ : সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ। উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ও অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি। সন্তানের কৃতিত্ব। ভ্রাতা-ভগিনীর স্বাস্থ্য ও কর্ম বিষয়ে শুভ।

কন্যা : আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে অবহেলা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার প্রশংসা হবে।

তুলা : ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকের সাফল্য। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি। সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি।

ধনু : ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। সামাজিক সম্মান বাড়বে।

মকর : কাজের ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো।

কুম্ভ : বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

মীন : কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

পুর নির্বাচন : স্থানীয় বনাম 'বহিরাগত' বিতর্কে সরগরম ৩২ নম্বর ওয়ার্ড

ভকতপুরে বিজেপির টিকিটপ্রত্যাশী পাঁচ সাত গ্রামের একমাত্র দাবিদার সঙ্গীতা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : শিলচর পুর নিগম নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই বিজেপির অন্দরে টিকিটের দৌড় ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। ৪২টি ওয়ার্ডে প্রার্থী বাছাইয়ের তোড়জোড়ের মধ্যেই আলাদা করে নজর কাড়ছে ৩২ নম্বর ওয়ার্ড। কোনও হেভিওয়েট দাবিদার না থাকা সত্ত্বেও এই ওয়ার্ডে টিকিটের লড়াই ঘিরে ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে স্থানীয় বনাম 'বহিরাগত' বিতর্ক। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের একাংশের দাবি, নতুন করে পুর নিগমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এই ওয়ার্ডে প্রার্থী করতে হবে ওয়ার্ডেরই কাউকে। বাইরের কাউকে টিকিট দেওয়া হলে তা মেনে নেওয়া হবে না।

আগামী ৩ অক্টোবর শিলচর পুর নিগমের নির্বাচন। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করেছে শাসক দল বিজেপি। ডিলিমিটেশনের পর অম্বিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বড় অংশের আটটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়েছে ৩২ নম্বর ওয়ার্ড। ভকতপুর, চন্দ্রপুরের একাংশ, সিঙ্গারি, পূর্ব সিঙ্গারি, ভাগাডহর, কবিরগ্রাম, নোয়ারাজ এবং বোয়ালজুর নিয়ে গঠিত এই ওয়ার্ডে ভোটার ৫৭৮৪ জন। এবং সিংহভাগ ভোটারই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের।

এই ওয়ার্ডে বিজেপির টিকিটের দৌড়ে এখন সবচেয়ে বেশি নাম ভকতপুর থেকেই। মহিলা সংরক্ষিত আসন হওয়ায় ভকতপুর থেকে পাঁচজন মহিলা টিকিটের দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছেন। তাঁরা সকলেই বিজেপির স্থানীয় কর্মকর্তাদের স্ত্রী। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিজেপি কর্মকর্তা ও সমর্থকদের মধ্যে উত্তমকুমার সিনহা, ব্রজেন্দ্র সিনহা, বিশ্বজিৎ সিনহা, বিমান সিনহা এবং পেনো সিনহারা তাঁদের স্ত্রীর নামে টিকিটের দাবি জানিয়ে দলের উর্ধ্বতন মহলে দৌড়ঝাঁপ করছেন।

অন্যদিকে, বাকি সাত গ্রামের মধ্যে বিজেপির টিকিটের একমাত্র দাবিদার সঙ্গীতা সিনহা। তিনি বিজেপি কর্মকর্তা প্রত্যুষ সিনহার স্ত্রী। ঘটনা হচ্ছে, প্রত্যুষ আবার এক পুরনো রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। ফলে একই ওয়ার্ডে একদিকে ভকতপুরের পাঁচ দাবিদার, অন্যদিকে সাত গ্রামের একমাত্র দাবিদার হিসেবে সঙ্গীতা। স্বাভাবিকভাবেই টিকিটের অঙ্কে তৈরি হয়েছে আলাদা মাত্রা।

বিশেষ করে একই সম্প্রদায়ের একাধিক দাবিদার সামনে আসায় স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের একাংশের মধ্যে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, টিকিটের লড়াইকে কেন্দ্র করে যদি বিভাজন তৈরি হয়, তার প্রভাব পড়তে পারে ভোটের বাক্সে। তাঁদের বক্তব্য, দল যোগ্যতা বিচার করে ভকতপুরের পাঁচ দাবিদার কিংবা সঙ্গীতা সিনহার মধ্যে যাঁকেই প্রার্থী করুক, তাঁকে মেনে নিয়ে সকলে একসঙ্গে কাজ করবেন। আপত্তি শুধু ওয়ার্ডের বাইরে থেকে কাউকে এনে প্রার্থী করার ক্ষেত্রে।

আর সেই আপত্তির কেন্দ্রেই উঠে আসছে এক সম্ভাব্য প্রার্থীর ঠিকানার প্রশ্ন। স্থানীয়দের দাবি, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বর্তমান ঠিকানা ভকতপুর হলেও তাঁর আদি বাড়ি কাবুগঞ্জে। আসনটি মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তাঁর স্ত্রীকে টিকিটের দাবিদার হিসেবে সামনে আনা হয়েছে। কিন্তু ওই মহিলার আদি বাড়ি ত্রিপুরায়। ফলে স্বামী কাবুগঞ্জের এবং স্ত্রী ত্রিপুরার হওয়ায় তাঁদের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীদেরই একাংশ।

তাঁদের বক্তব্য, পুর নিগমের নতুন সীমানায় অন্তর্ভুক্ত এই আট গ্রামের মানুষের মধ্য থেকেই প্রার্থী বাছাই করা হলে দলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় কাজ করা কর্মীদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে কাউকে এনে প্রার্থী করলে নিচুতলায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

এই টানাপোড়েনের মধ্যে একদিকে স্থানীয় কর্মীদের দাবির রাজনীতি, অন্যদিকে পুরনো রাজনৈতিক পরিবারের পরিচিতি, দুইয়ের সমীকরণও ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিট বাছাইকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত বিজেপি কি ভকতপুরের পাঁচ দাবিদারের মধ্যেই কাউকে বেছে নেবে, নাকি সাত গ্রামের একমাত্র দাবিদার সঙ্গীতা সিনহার দিকে ঝুঁকবে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। তবে একটি বিষয়ে স্থানীয় কর্মীদের বার্তা স্পষ্ট, প্রার্থী যিনিই হোন, সিদ্ধান্ত যেন এলাকার মাটি ও সংগঠনের বাস্তবতার কথা মাথায় রেখেই হয়। কারণ, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে টিকিটের লড়াই ক্রমেই শুধু প্রার্থী হওয়ার লড়াই থাকছে না, হয়ে উঠছে স্থানীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও।

শিলচরে বর্জ্য শোধন প্ল্যান্টের উদ্বোধন কৌশিকের, বায়োগ্যাস উদ্যোগেরও পরিকল্পনা

বর্জ্যশোধন প্ল্যান্ট ঘুরে দেখছেন মন্ত্রী কৌশিক রায় সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : শিলচর মেহেরপুর ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে নির্মিত বর্জ্য শোধন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করা হল বুধবার। উদ্বোধন করেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন সহ অন্যান্য বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়। এদিন উদ্বোধনের পর মন্ত্রী জানান জানান, বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উদ্যোগ গড়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে ২ কোটি টাকা ব্যায়ে বর্জ্য শোধন প্ল্যান্ট তৈরি করেছে পুর নিগম। উদ্বোধনের আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, এখানে বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উদ্যোগ গড়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ২০ কোটি টাকা। অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড বায়োগ্যাস ভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তোলার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে। প্রশাসন এর মধ্যে এই উদ্যোগের জন্য জমিও বরাদ্দ করেছে। তিনি বলেন, আগে আমরা আবর্জনা সংগ্রহ করে তা কোথাও ফেলে দিতাম। বর্তমানে এই ধারার অবসান ঘটছে। আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কিছু তৈরি করে কাজে লাগানো হচ্ছে বিভিন্ন প্রান্তে। এখানেও এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শিলচরের রাস্তার জন্য ১০ হাজার বাতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : গত বছর শিলচরের রাস্তায় লাগানো হয়েছিল ৮০০ বাতি। এবার শিলচর পুর নিগম এলাকার ৪২টি ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট আলোকিত করার জন্য ১০ হাজার বাতি লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। বুধবার পুর নিগমের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন সহ অন্যান্য বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়। তিনি বলেন, সরকার শিলচরবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বদ্ধপরিকর।

শনিবার কৌশিক রায়ের শ্রীভূমি সফর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের খাদ্য গণবণ্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক, আবাসন ও নগর উন্নয়ন বিভাগ তথা শ্রীভূমি জেলার অভিভাবক মন্ত্রী কৌশিক রায় ৫ সেপ্টেম্বর (শনিবার) শ্রীভূমি সফর করবেন। শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় মন্ত্রী শ্রীভূমি শহরের টাউন কালীবাড়ি রোডে সহচরীর নবনির্মিত পেট্রোল পাম্পের উদ্বোধন করবেন। তারপর বেলা ১২টায় শ্রীভূমি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এদিনই মন্ত্রী বেলা ১টায় জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্য, জলসম্পদ, সমবায়, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন। ওইদিন বিকাল ৩টায় মন্ত্রী শিলচরের উদ্দেশে শ্রীভূমি থেকে রওনা হবেন।

ধৃত দুই চোর, উদ্ধার প্রচুর মোবাইল ও স্বর্ণালঙ্কার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে দু'জনকে পাকড়াও করল রাঙ্গিরখাড়ি ফাঁড়ি পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে রাহুল সরকার ও আরিফ উদ্দিন লস্কর নামের দু'জনকে। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৪টি মোবাইল, সোনার ৫ জোড়া কানের দুল, ৫টি আংটি ও ১টি ই-রিকশার চার্জার। পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছেন, রাহুলরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘটা বেশ কিছু চুরির ঘটনায় জড়িত। গ্রেফতারের পর বুধবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দু'দিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুলিশ হেফাজতে।

দুর্ভোগে শতাধিক পরিবার, পানিসাগর নালায় স্লুইচ গেট নির্মাণের দাবি

মিজোরামে ভারি বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে রুকনি, প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা

রাজীব মজুমদার

ভাগা, ২ সেপ্টেম্বর : মিজোরামে টানা ভারি বৃষ্টিপাতের জেরে গত তিনদিন ধরে ফুলেফেঁপে উঠেছে রুকনি নদী। নদীর জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করতেই দক্ষিণ ধলাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। জলমগ্ন হয়েছে একাধিক গ্রাম, রাস্তাঘাট ও কৃষিজমি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। কয়েক শত বিঘা আমন ধানক্ষেত বর্তমানে জলের তলায় থাকায় ব্যাপক ফসলহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রুকনি নদীর জল ঢুকে দক্ষিণ ধলাইয়ের সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সপ্তগ্রাম, আর্যনপুর, লোকনাথপুর ও ইসলামাবাদ, শ্যামাচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসপুর এবং রাজনগর-খুলিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সরসপুর, রাজনগর-সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম গত তিনদিন ধরে প্লাবিত রয়েছে। বহু বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে যাওয়ায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকনাথপুর, আর্জানপুর ও সপ্তগ্রাম এলাকায় শতাধিক বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে, সদ্য কৃষিকাজ শেষ করে ধানক্ষেত নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিলেন কৃষকরা। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ বন্যার জলে ফসল ডুবে যাওয়ায় তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কৃষকদের বক্তব্য, বর্তমানে জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেলে নতুন করে চাষ করার মতো সময়, বীজ ও শ্রম, কোনওটিই সহজে পাওয়া যাবে না। ফলে এই বন্যা তাঁদের কৃষিজীবনে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এই সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই পানিসাগর নালার মুখে একটি স্লুইচগেট নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকার মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, পানিসাগর নালার মুখে স্লুইচগেট নির্মাণ করে রুকনি

এরপর সাতের পাতায়

১৭ বছর পরও গ্র্যাচুইটি থেকে বঞ্চিত ১১ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

গ্র্যাচুয়িটি বঞ্চিত শিক্ষক এম দেব সিংহ।

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ২ সেপ্টেম্বর : আসছে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। এদিন ঘটা করে দেশজুড়ে শিক্ষক দিবস পালন করা হবে। সরকার, প্রশাসন-সহ বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জাঁকজমকভাবে একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হবে। এর থেকে বাদ যাবেন না হাইলাকান্দির শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। এদিন হাইলাকান্দি জেলার অনেকে কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মান জানানো হবে ঠিকই। তবে ২০০৯-এ জেলাজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্র্যাচুইটি কেলেঙ্কারির আজও কোনও কূলকিনারা হয়নি। হাইলাকান্দি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের গ্র্যাচুইটি কেলেঙ্কারির দীর্ঘ ১৭ বছর পার হয়ে গেলেও আজও ভুক্তভোগী শিক্ষকরা তাঁদের প্রাপ্য অর্থ না পেয়ে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিনানিপাত করছেন। ইতোমধ্যে গ্র্যাচুইটির টাকা না পেয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের মৃত্যু হয়ে গেছে। অথচ সারা জীবনের অর্জিত প্রাপ্য টাকা পাননি। এদিকে, টাকার অভাবে বেশ কয়েকজন শিক্ষক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারছেন না। হাইলাকান্দির শিহরণ জাগানো এই

এরপর সাতের পাতায়

কুমারপাড়া কাণ্ড : ৩ লক্ষ টাকার সহায়তা শীঘ্রই, মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা রাজদীপের

ডাঃ রাজদীপ রায়ের হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আবুল হায়াত রাজু

শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : শিলচরের অদূরে অরুণাচল কুমারপাড়ার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা। নির্মাণাধীন বাড়ির জলাধারে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন চারজন দিনমজুর। এই চরম বিপদের দিনে ওই শোকসন্তপ্ত শ্রমজীবী পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত চার শ্রমিকের পরিবারকে সাহায্যার্থে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই দ্রুত ও মানবিক পদক্ষেপের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন শিলচরের বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায়।

বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায় জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশে খুব দ্রুত এই সহায়তার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। আগামী ৩ অথবা ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নিহতদের নিকটাত্মীয় বা পরিবারের সদস্যদের হাতে সরকারের এই সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, স্বজনহারানোর অপূরণীয় ক্ষতি কোনও অর্থ দিয়েই

এরপর সাতের পাতায়

স্বস্তির পথে নিউ হারাঙ্গাজাও! ২ নম্বর লাইনে ট্র্যাক লিঙ্কিং সম্পূর্ণ

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২ সেপ্টেম্বর : অবশেষে মিলল বড়সড় স্বস্তির খবর। নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশন সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথের ২নম্বর লাইন পুনরুদ্ধারের কাজে এল গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত ২নম্বর লাইনের ট্র্যাক লিঙ্কিংয়ের কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ওই লাইনে ফের ট্রেন চলাচলের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হল।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্র্যাক লিঙ্কিং শেষ হলেও এখনই ২ নম্বর লাইনটি ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে না। নতুন করে সংযুক্ত করা ট্র্যাকটি বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ট্র্যাকের স্থায়িত্ব, সংযোগ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয় খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে লাইট ইঞ্জিন চালিয়ে ট্র্যাকের পরিস্থিতি যাচাই করা

এরপর সাতের পাতায়

বিধায়ক কমলাক্ষকে 'যোগ উৎসব' স্মারক দিয়ে সম্মাননা

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন নিরোজিৎ দাস।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যোগ শিক্ষার প্রসার এবং যোগচর্চার মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে কেওয়াইবিসি ফাউন্ডেশন ও ইনস্টিটিউট অব যোগ এডুকেশন, রিসার্চ অ্যান্ড হলিস্টিক সায়েন্সেস। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সংস্থার প্রতিনিধিরা। সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধিরা যোগ শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বিধায়কের কাছে

এরপর সাতের পাতায়

জনগণের বন্ধনেই শক্ত হোক বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক : স্পিকার হাফিজ

আমিনুল হক ভূইয়া

ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর : সরকার পরিবর্তন বা রাজনৈতিক সমীকরণের উর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে দু'দেশের জনগণের পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকভাবে ঘনিষ্ঠ দুই দেশের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের সবচেয়ে স্থায়ী ভিত্তি হতে পারে জনগণের সরাসরি যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্প্রীতি। বুধবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে স্পিকার বলেন, বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক বিভিন্ন সময়ে নানা রাজনৈতিক বাস্তবতা ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, অতীতের বিভিন্ন নির্বাচন নিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার ও অংশগ্রহণের প্রশ্নে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদির সঙ্গে বৈঠকে স্পিকার বলেন, অতীতের বিভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান নতুন গণতান্ত্রিক প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। স্পিকার বলেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কোনও নির্দিষ্ট সরকার বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সীমাবদ্ধ না রেখে জনগণকেন্দ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমতা এবং একে-অপরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মানকে তিনি এই সম্পর্কের মৌলিক শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে ভারত আগ্রহী নয় জানিয়ে বলেন,

এরপর সাতের পাতায়

লাহরিঘাটে দালালকে আটক করে গণপ্রহার, উত্তপ্ত সমজেলা কার্যালয়

সাময়িক প্রসঙ্গ, মরিগাঁও, ২ সেপ্টেম্বর : মরিগাঁও জেলার লাহরিঘাট সমজেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে বুধবার এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জমিজমা সংক্রান্ত প্রতারণার অভিযোগে আব্দুল্লাহ নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করে ক্ষুব্ধ জনতা মারধর করে। ঘটনায় লাহরিঘাট অঞ্চলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত আব্দুল্লাহ সম্প্রতি বদলি হওয়া আগের সমজেলা কমিশনারের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে বিভিন্ন সরকারি কাজের নামে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ করছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে, তসলিমা নাসরিন নামে এক মহিলার জমি-সংক্রান্ত কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কাজ না করায় বুধবার ভুক্তভোগী মহিলা কয়েকজন স্থানীয় নাগরিককে নিয়ে সমজেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে টাকা ফেরত চান। এর পরেই অভিযুক্ত আব্দুল্লাহ পালানোর চেষ্টা করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভুক্তভোগীরা তাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দেন। এতে কার্যালয় প্রাঙ্গণে হুলস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, এই ঘটনার কয়েক

এরপর সাতের পাতায়

বিজেপিতে প্রার্থিত্বের জন্য দীর্ঘ লাইন, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে আবেদন ১৭ জনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : শিলচর পুর নিগমের নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বুধবার। ভোটগ্রহণ করা হবে আগামী ৩ অক্টোবর। এর মধ্যে বিজেপিতে প্রার্থী হওয়ার জন্য দলীয় সদস্যদের দীর্ঘ লাইন লেগে গেছে। দলে মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছে গত সোমবার থেকে। প্রথম দু'দিন মিলিয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন ৭৩ জন। দলীয় এক সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় দিন বুধবার সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ১১০। এর মধ্যে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ১৭ জন আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থী হতে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডেও সংখ্যাটা বেশ বড়, ওই ওয়ার্ড থেকে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন ১৩ জন।

এরপর সাতের পাতায়

বাঁশিরগ্রামে রক্তক্ষয়ী হামলা, গুরুতর জখম যুবক

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ২ সেপ্টেম্বর : আগের আক্রোশের জেরে বদরপুর থানার অন্তর্গত বাঁশিরগ্রাম খলা প্রথম খণ্ডে এক ব্যক্তির উপর নৃশংস হামলার অভিযোগ উঠেছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন বদরুল ইসলাম (৩৪)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বদরপুর থানায় দায়ের করা এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ আগস্ট সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৭টা নাগাদ বদরুল ইসলাম অসুস্থ অবস্থায় নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় পূর্ব আক্রোশের জেরে বড়খল বেন্দারগুল এলাকার মজনু উদ্দিনের ছেলে মজিব উদ্দিন, সিয়াব উদ্দিন, মসন উদ্দিন, ফসন উদ্দিন, হাছান উদ্দিন-সহ প্রায় ৬-৭ জনের একটি দল ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জোরপূর্বক তার বাড়িতে প্রবেশ করে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ঘরে ঢুকেই অভিযুক্তরা বদরুল ইসলামকে মারধর করে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়। হামলায় তিনি গুরুতর জখম হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার চিৎকার শুনে তার স্ত্রী সাহেনা বেগম এগিয়ে এলে তাকেও মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, আশপাশের লোকজন

এরপর সাতের পাতায়

আকাশপথে জঙ্গি হামলা ঠেকাতে ড্রোন ফেডারেশনের সঙ্গে মউ সিআইএসএফের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয় ড্রোন হামলা ও নজরদারির মতো নতুন ধরনের আকাশপথের হুমকি মোকাবিলায় ড্রোন ও অ্যান্টি ড্রোন প্রযুক্তির সক্ষমতা বাড়াতে ড্রোন ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিএফআই)-র সঙ্গে সমঝোতা করল কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ)। গত ২৮ আগস্ট সিআইএসএফের সদর দফতরে দুই পক্ষের মধ্যে এই মউ (সমঝোতাপত্র) স্বাক্ষরিত হয়।

সিআইএসএফের পক্ষে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেন এমপিআরটিসি বেহরোরের ডিআইজি তথা প্রিন্সিপাল সিডি নায়েক এবং ড্রোন ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংগঠনের সভাপতি স্মিত শাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআইএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল প্রবীর রঞ্জন, এডিজি নর্থ সুধীর কুমার এবং এডিজি (হেডকোয়ার্টার) বিজয় প্রকাশ। ড্রোন ফেডারেশনের ডিরেক্টর শিরিন যোশী, অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর শিবাঙ্গী প্রকাশ এবং চিফ অব স্টাফ সামা সেহগলও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোয়

এরপর সাতের পাতায়

জিরিবামে ৮০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার এক

মাদক সহ আটক যুবক।

সাময়িক প্রসঙ্গ, জিরিবাম, ২ সেপ্টেম্বর: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযানের অংশ হিসেবে মণিপুরের জিরিবামে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ ও জিরিবাম পুলিশ। যৌথ অভিযানে জেটি রোডের মাখাবস্তি এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানে মোট ১০টি প্যাকেট থেকে প্রায় ১০.৮৯১ কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। বাজেয়াপ্ত মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায়

এরপর সাতের পাতায়

পুজোর আগেই পাহাড়ে শীতের আমেজ, মেঘ-কুয়াশার লুকোচুরি

বিপ্লব দেব

হাফলং, ২ সেপ্টেম্বর : পুজোর ঢাকে এখনও কাঠি পড়েনি। শরতের আকাশও এখনও পুরোপুরি নির্মেঘ নয়। তার আগেই পাহাড়ে যেন শীতের আগমনী বার্তা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, মেঘ আর কুয়াশার চাদরে গত কয়েক দিন ধরে অন্য রূপে ধরা দিয়েছে ডিমা হাসাওয়ের পাহাড়ি শহর হাফলং। কখনও মেঘে হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া, আবার কখনও মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সবুজ পাহাড়। মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে প্রকৃতির রং। আর সেই মায়াবী আবহেই হাফলংমুখী হচ্ছেন পর্যটকেরা।

শরতের শুরুতেই প্রকৃতির এই বদল শুধু পাহাড়ের সৌন্দর্যই বাড়ায়নি, ডিমা হাসাওয়ের পর্যটনেও যেন আগাম উৎসবের আবহ তৈরি করেছে। এর মধ্যেই জেলার বিভিন্ন জলাশয় ও জলাভূমি এলাকায় পরিযায়ী পাখির আনাগোনারও আশা দেখা দিয়েছে। শীতের মরসুম যত এগোবে, দূর-দূরান্ত থেকে আরও পরিযায়ী পাখি ডিমা হাসাওয়ের জলাভূমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিড় করতে পারে বলে আশা করছেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। ফলে পুজোর মরসুমের পাশাপাশি শীতের পর্যটন নিয়েও ইতোমধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

গত কয়েক দিন ধরেই হাফলংয়ের আকাশের মুখ ভার। কখনও ঘন মেঘে ঢেকে যাচ্ছে পাহাড়, কখনও নামছে ঝিরঝিরে

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমিতে খুশি স্মৃতি সংস্থার শতকণ্ঠে ভূপেন হাজরিকা

ভূপেন হাজরিকার গানেই মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের বার্তা : সতু রায়

সম্মানিত শিল্পী সহ অন্যান্যরা।

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : মানুষে মানুষে হানাহানি, অবিশ্বাস ও বিভেদের এই সময়ে সুধাকণ্ঠ ড. ভূপেন হাজরিকার গান ও মানবতাবাদী দর্শনকে আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি সতু রায়। তাঁর মতে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার বিভেদ ভুলে মানুষকে এক ছাতার তলায় এনে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল ভূপেন হাজরিকার সঙ্গীত সাধনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মঙ্গলবার শ্রীভূমির বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে ড. ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত 'শতকণ্ঠে ভূপেন হাজরিকা' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই বার্তাই তুলে ধরেন।

শ্রীভূমির অগ্রণী সামাজিক ও

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ১৩৭, বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ভাদ্র ১৬, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের শাপমোচন ঘটবে কবে?

ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে তার দ্রুত সমাধান করে নির্মাণকাজ স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের কাজ যাতে আর কোনওভাবেই বারবার থমকে না যায়, সেজন্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক বা ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের শাপমোচন যেন ঘটতেই চাইছে না। বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এই প্রকল্পের কাজ। কখনও প্রকৃতির রোষ কখনও স্থানীয় সমস্যা এই প্রকল্পের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছে। এবার জমির ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের থমকে গেল শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক বা ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নির্মাণকাজ। জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক প্রকল্পের কাজে হারাঙ্গাজাওয়ের কাছে দলাইচুঙ্গা গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ ক্ষতিপূরণের দাবি তুলে তাঁরা এলিভেটেড করিডরের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন। ন্যায্য ক্ষতিপূরণ তাদের দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসন কেন গড়িমসি করছে তা বোঝা যাচ্ছে না। এ জাতীয় প্রকল্পটির কাজকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা দেওয়া হচ্ছে কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। জানা গেছে, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একই অভিযোগে গত কয়েক মাসে একাধিকবার ওই এলাকায় সড়ক নির্মাণের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক দিন অন্তর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় প্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমা নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ক্ষতিপূরণের বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে মীমাংসার উদ্যোগ না নিয়ে বারবার জাতীয় প্রকল্পের নির্মাণকাজকে বন্ধের মুখে ঠেলে দেওয়া সমীচীন কিনা তা রাজ্য সরকার, ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদকে ভেবে দেখতে হবে।

শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক বা ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের জাটিঙ্গা, হারাঙ্গাজাও অংশটি দীর্ঘদিন ধরেই পাহাড়ি এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। প্রায় ২৫ কিলোমিটার এই পথে একাধিক স্থান যথেষ্ট দুর্গম। পাহাড়ি রাস্তার পাশাপাশি যানজট ও বর্ষায় রাস্তার বেহাল দশার জন্য এতদিন এই পথে যাতায়াত করতে গিয়ে নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সম্প্রতি দলাইচুঙ্গা এলাকায় এলিভেটেড করিডরের এক দিকের দু'টি লেনের কাজ শেষ করে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তারপরেই এই পথে যানজট অনেকটাই কমে আসে। স্বস্তি নেমে আসে নিত্যযাত্রীদের মধ্যেও। সেই সাফল্যের পর এলিভেটেড করিডরের অপর দিকের আরও দু'টি লেন দ্রুত খুলে দেওয়ার লক্ষ্যে নির্মাণ সংস্থা দিন-রাত কাজ চালাচ্ছিল। লক্ষ্য ছিল আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওই দু'টি লেনও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া। কিন্তু আচমকা সেই কাজই বন্ধ হয়ে যায়। দলাইচুঙ্গার কিছু বাসিন্দা ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ তুলে নির্মাণকাজে বাধা দেন। ফলে ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক প্রকল্পের কাজ। এই সড়কপথটি ডিমা হাসাওয়ের সঙ্গে বরাক উপত্যকা এবং রাজ্যের অন্য অংশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলিভেটেড করিডরের কাজ সম্পূর্ণ হলে পাহাড়ি এই পথে যান চলাচল আরও মসৃণ হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘ দিনের যানজটের সমস্যাও অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে ক্ষতিপূরণ ইস্যুতে কাজ বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় সমস্যা জট পাকাতে শুরু করেছে। বিভিন্ন মহলের মানুষের অভিমত, স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। তাঁদের বক্তব্য, জমি বা সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া জরুরি। কারও ন্যায্য প্রাপ্য না মিটিয়ে তা নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়। ক্ষতিপূরণের দাবিকে কেন্দ্র করে বারবার একটি জাতীয় প্রকল্পের কাজ থমকে হয়ে যাওয়া কোনওভাবেই কাম্য নয়। এতে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যপূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে আশঙ্কার ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। তাই ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে তার দ্রুত সমাধান করে নির্মাণকাজ স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের কাজ যাতে আর কোনওভাবেই বারবার থমকে না যায়, সেজন্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই জাতীয় প্রকল্পে কাজ আরও অধিক বিলম্বিত হোক, এটা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চাইবেন না। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি

শ্যামলপ্রসাদ চৌধুরী

বিধ্বস্ত নেপাল। হড়পা বান নেপালকে তছনছ করেছে। চারিদিকে লাশ, স্বজন হারানোর বেদনা, নিখোঁজ মানুষগুলোর জন্য উদ্ধারকারী দলের আপ্রাণ চেষ্টা অবিরাম চলছে। ২৬ আগস্ট সকালে সেই ঝুঁকির ভয়াবহ বাস্তবতা সবার সামনে উন্মোচিত হয়। পাহাড় থেকে হিমবাহের একটি অংশ ভেঙে পড়ার ফলে শক্তিশালী ভূমিধস ও জলের প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয়, এই স্রোত ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি গ্রাম, রাস্তাঘাট, সেতু ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস করে দেয় এবং এতে প্রাণহানির সঠিক সংখ্যা এখনও অজানা। ওই দেশের নুয়াকোট জেলার ত্রিশূলীতে আকস্মিক বন্যার পর ভবন ও স্থাপনাগুলো কাদায় ঢাকা পড়ার দৃশ্য ড্রোন ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ড্রোন ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কাদায় ঢাকা ভবনগুলো। প্রশ্ন উঠেছে হিমালয়ে হিমবাহের বিশাল ধস ও মেঘভাঙা বৃষ্টি কি এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছে এবং এর পেছনে কি জলবায়ু পরিবর্তনের কোনও ভূমিকা রয়েছে? হ্যাঁ। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্বাভাবিক ছন্দ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ভূমিকম্প, হিমবাহ-গলন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভারত, চিন ও নেপালের টেকসই উন্নয়ন আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। হিমবাহের দ্রুত পরিবর্তন ও GLOF-র ঝুঁকি পরিকাঠামোর স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করছে।

চিন, ভারত ও নেপাল সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক, সেতু, জলবিদ্যুৎ, সুড়ঙ্গ ও অন্যান্য পরিকাঠামোতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। নেপালের সাম্প্রতিক বিপর্যয় বিশেষভাবে দেখিয়েছে যে পাহাড়ি অঞ্চলে অবকাঠামোর resilience কতটা গুরুত্বপূর্ণ। হিমবাহ-সম্পর্কিত দুর্যোগে নেপালের একাধিক হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্প ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ ও পারমাফ্রস্ট-এর পরিবর্তন পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে। একইসঙ্গে সক্রিয় ফল্ট লাইন ও ল্যান্ডস্লাইড ও সিসমিক রিস্ক নিয়ে ও উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। বেজিং যখন হিমালয়ে উচ্চ-উচ্চতার 'সবুজ শক্তি' বা পরিবেশবান্ধব জ্বালানির এক বিশাল কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে এই বিপর্যয়। বেজিংয়ের অংশ হিসেবে ১৬৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে, যা মানব প্রকৌশলবিদ্যার সক্ষমতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। শুধু চিনই নয়— ভারত এবং কিছুটা কম মাত্রায় নেপালও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপক পরিকাঠামো নির্মাণে নেমেছে। ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের চরম ঝুঁকিতে থাকা বিশ্বের এই অংশে তারা বিনিয়োগ করছে শত শত কোটি ডলার। বিকশিত ভারত ৪৮-র লক্ষ্যে হিমালয় পর্বতমালায় রক্ষা করতে শুরু করেছে প্রকল্প।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যা নেপাল ও হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের পাথর ও বরফের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে। বিশেষজ্ঞ ও ভূতাত্ত্বিকদের প্রাথমিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী নেপাল ও তিব্বত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই বিপর্যয়ের পেছনে হিমবাহ গলতে শুরু করায় হিমালয় অঞ্চলে দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে। হিমালয়ে নিয়মিত গবেষণা অভিযান পরিচালনা করেন পর্বত-ভূগোলবিদ অল্টন বায়ার্স। তাঁর মতে, যে হিমবাহের একটি অংশ ভেঙে পড়েছিল, সেটি নিয়ে আগে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি চরম ও খামখেয়ালি হয়ে উঠেছে। হিমবাহ ধসে পড়ছে। পৃথিবীর উচ্চতম ১৪টি পর্বত শৃঙ্গের মধ্যে আটটি নেপালেই অবস্থিত। নেপাল ও চিনে যে বন্যার ফলে কয়েক শতাধিক এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তা সম্ভবত একটি হিমবাহ ধসে সৃষ্ট ভূমিধসের ফলে নেমে এসেছিল, যা হয়তো উষ্ণ হতে থাকা বরফ গলে যাওয়ার জন্যই বিপর্যয়। এই সময়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আগাম বিপদের আরও ভয়াবহ একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছে। হিমালয়ে হিমবাহের বিশাল ধসের কারণে নেপালের এই বিপর্যয়। নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্যার পর যারা নিখোঁজ রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনই হয়তো এর মূল কারণ! জলবায়ু বিষয়ক গবেষণা সংস্থা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিশেষজ্ঞ শাশ্বত সান্যাল বলেন, 'গত ১৪ মাসের মধ্যে লেন্দে খোলা নদীতে দু'বার বন্যা হয়েছে। এবারের বন্যার কারণ ছিল নেপাল সীমান্তের একটি হিমবাহ থেকে বরফ ও পাথরের ধস (অ্যাভাল্যাঞ্চ), যা নদীটিকে সাময়িকভাবে আটকে দেয় এবং পরবর্তীতে ভাটির দিকে জলের আকস্মিক ও প্রবল স্রোত ছড়িয়ে দেয়।

২৬ আগস্ট সকালে হিমবাহ, বরফ ও পাথরের ধসের ফলে কাদা, জল ও ধ্বংসাবশেষের এক প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয়। এই স্রোত চিন ও নেপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ত্রিশূলী নদীর (যা ভোটেকোশি নামেও পরিচিত) তীর উপচে পড়ে। এর ফলে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সেতু ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভেসে যায়। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট'-র বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে ত্রিশূলী নদীর জল স্তর নয় মিটার পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা আরও জানান, ভোটেকোশির উপনদী 'লেন্দে খোলা' সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহগুলো দ্রুত গলে যাচ্ছে এবং হিমালয় পার্বত্য পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে, যা আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবহাওয়া হয়ে উঠছে আগের তুলনায় আরও চরম, অনিয়মিত ও অনিশ্চিত। তারই উদ্বেগজনক প্রতিফলন হিমালয় অঞ্চলে। নেপাল ও তিব্বতে বর্তমান আকস্মিক বন্যার মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিমালয়ের ভঙ্গুর পরিবেশব্যবস্থা তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। হিমবাহ গলন, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক জলপ্রবাহ এবং ভূমিধসের মতো একাধিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুর্যোগের মাত্রাকে আরও তীব্র করে তুলছে। ফলে পাহাড়ি জনপদ, নদী-উপত্যকা, কৃষি, পরিকাঠামো এবং জীববৈচিত্র্য ক্রমশ হুমকির মুখে পড়ছে। এই বন্যা পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেয়— জলবায়ু পরিবর্তন এর অভিঘাত যা ইতোমধ্যেই প্রকৃতি মানুষ ও জৈববৈচিত্র্য এর জীবনে দৃশ্যমান। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে খাড়া ঢালে হিমবাহ ও বরফের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, যা এধরনের বড় ধসের ঝুঁকি তৈরি করে এই অঞ্চলে আগেও এমন বিপর্যয়কর বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস দেখা গেছে। এই দুর্যোগটি 'যৌথ বা মিশ্র ঘটনা'র একটি আদর্শ উদাহরণ। নেপালে বেশি বৃষ্টিপাত এবং এর ফলে সৃষ্ট হড়পা বান বা বিপর্যয়ের পেছনে বেশ কিছু ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত কারণ রয়েছে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাব নেপালে বছরের মোট বৃষ্টির প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই হয় গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুর (Monsoon) প্রভাবে, যা সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সক্রিয় থাকে।

বঙ্গোপসাগর থেকে আসা অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ু উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে এসে বাধা পায়। এর ফলে নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। বৈশ্বিক স্তরে কার্বনের মাত্রা বাড়ছে। ফলস্বরূপ হিমবাহ গলছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও হিমালয় পর্বতমালা নেপালের ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত উঁচু-নিচু ও পাহাড়ি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ছোট ও অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তীব্র হতে পারে। কারণ, এসব দেশের অর্থনীতি ও মানুষের জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। নেপাল এধরনের দেশগুলির অন্যতম। এটি একটি স্থলবেষ্টিত দেশ— তুলনামূলকভাবে ছোট ভূখণ্ডের মধ্যেই এখানে বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং দুর্গম পার্বত্য ভূপ্রকৃতি বিদ্যমান। দেশটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দারিদ্র্য বিরাজমান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জনগণ ও রাষ্ট্র— উভয়ের সক্ষমতাই তুলনামূলকভাবে সীমিত। নেপালের জলবায়ু মূলত এশীয় মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেশের প্রধান জীবিকা কৃষি, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃষ্টিনির্ভর চাষাবাদের ওপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি, উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের দুঃসাহসিক পর্যটন ওই দেশের আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেশটিতে বিপুল জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনাও রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে বিদ্যমান জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনার মাত্র প্রায় ০.৭৫ শতাংশ বর্তমানে কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে এই প্রাকৃতিক সম্পদ নেপালের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন নেপালের জলসম্পদ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের ওপর আগামী দিনে আরও বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। দেশটির জলসম্পদের প্রধান উৎস হলো গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বৃষ্টিপাত এবং হিমালয়ের উচ্চভূমিতে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ তুষার ও হিমবাহের গলিত জল। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে নেপালে উল্লেখযোগ্য উষ্ণায়নের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। সমগ্র দেশে গড় উষ্ণায়নের প্রবণতা প্রতি বছর প্রায় ০.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলের স্থানগুলিতে এই উষ্ণায়নের হার ক্রমশ আরও বেশি। ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়নের ফলে নেপালের অধিকাংশ হিমবাহ দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে। এই গবেষণাপত্রে নেপালের শোরং, খুম্বু, লাংটাং, ধৌলাগিরি এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চলে অতীতে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণার ভিত্তিতে দেশের হিমবাহের পরিবর্তন ও গতিশীলতা সম্পর্কে বর্তমান আরও বেশি গবেষণা ও তথ্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, নদীর জলপ্রবাহের সাম্প্রতিক প্রবণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে জলবিদ্যাগত ব্যবস্থায় সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণাগুলিরও একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা তুলে ধরা প্রয়োজন। হিমবাহের পশ্চাদপসরণ ও গলনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হিমবাহ-হ্রদের সৃষ্টি, এর আয়তন বৃদ্ধি এবং পরবর্তীকালে আকস্মিকভাবে হ্রদের বাঁধ ভেঙে বিপুল জলরাশি নেমে আসার সম্ভাবনা। বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চভূমি অঞ্চলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব পড়ছে বলে জানিয়েছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়, বোল্ডারের পর্বত-ভূগোলবিদ অল্টন বায়ার্স। তাঁর কথায়, 'এধরনের বিপর্যয়কর বন্যা ক্রমশ আরও ঘন ঘন ঘটছে।'

প্রাথমিকভাবে কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, একটি ভূমিকম্পের কারণে এই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পরে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, ভূমিধসের ফলে ভূকম্পনজনিত শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে কোনও ভূমিকম্প ঘটেনি। বিপুল পরিমাণ জল দেখে প্রথমদিকে ধারণা করা হয়েছিল, সম্ভবত কোনও হিমবাহ-হ্রদ ভেঙে এই বিপর্যয় ঘটেছে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে প্রাকৃতিক বাঁধের মতো কাজ করা কোনও হিমবাহ-হ্রদের জলাধার হঠাৎ ভেঙে গেলে বিপুল জলরাশি নিম্নাঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসে। এধরনের ঘটনাকে Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে এধরনের হিমবাহ-হ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আকস্মিক বন্যার আশঙ্কাও বাড়ছে। বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ হিমবাহ-হ্রদ থেকে সৃষ্ট বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছেন।

বিজ্ঞানীদের মতে, হিমবাহ ধসে পড়া এবং ভূমিধসের মতো জটিল ঘটনাগুলোর পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে, তবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রায়শই এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দ্রুত উষ্ণ হতে থাকা হিমালয় অঞ্চলের দেশ নেপালে রয়েছে হাজার হাজার হিমবাহ, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সেগুলো গলে যাচ্ছে এবং অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, নেপাল-সহ হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহগুলো থেকে বরফ গলে যাওয়ার হার ২০০০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। এর ফলে হিমবাহগুলোর ভাটির দিকে বসবাসকারী প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আগামী বছরগুলোতে জলবায়ু-সম্পর্কিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই উদ্বেগগুলোর জন্য, নেপাল সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 'হিমালয়ে উন্নয়ন বন্ধ করা নয়— বরং উন্নয়নের পদ্ধতি ও দর্শনকে নতুনভাবে পুনর্গঠন করাই ভবিষ্যতের প্রধান চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-র লক্ষ্য অর্জনের পথে হিমালয়কে শুধুমাত্র যোগাযোগব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ উন্নয়নের পরিকাঠামোগত করিডর হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। হিমালয়কে দেখতে হবে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সম্পদ, প্রতিবেশগত নিরাপত্তার ভিত্তি এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি ও নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে।

হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতি, ভূমিকম্পপ্রবণতা, হিমবাহের পরিবর্তন, ভূমিধস, আকস্মিক বন্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে উন্নয়নের একটি দুর্যোগ-সহনশীল, পরিবেশবান্ধব, প্রকৃতিনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুতরাং, ভবিষ্যতের হিমালয় উন্নয়নের মূল দর্শন হওয়া উচিত— 'প্রকৃতিকে রক্ষা করে উন্নয়ন, ঝুঁকি বিবেচনায় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশগত নিরাপত্তাকে জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ভারতের বিকশিত ভারত ৪৮ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হিমালয়ের ecological security উন্নয়ন পরিকল্পনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই হিমালয়কে রক্ষা করা শুধু পাহাড়ি অঞ্চলের দায়িত্ব নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশগত নিরাপত্তা, বিকশিত ভারত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য এটি একটি সম্মিলিত বৈশ্বিক দায়বদ্ধতা।

সভ্যতার বিবর্তন : যান্ত্রিকতা বনাম আন্তরিকতা

আয়াজ আহমদ বাঙালি

সমাজ-সভ্যতার বিবর্তন এক চিরন্তন সত্য। সময়ের চাকা যত সামনের দিকে ঘোরে, মানুষের জীবনযাত্রায় তত নতুনত্বের ছোঁয়া লাগে, যুক্ত হয় আধুনিক সব প্রযুক্তি ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু এই চাকচিক্য ও যান্ত্রিক উন্নতির আড়ালে আমাদের অবচেতন মনেই হারিয়ে যায় জীবনের এমন কিছু অমূল্য সম্পদ, যা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বড্ড বেশি যান্ত্রিক ও প্রাণহীন মনে হয়। আজ আমরা যে তথাকথিত আধুনিক ও উন্নত সমাজে বাস করছি, সেখানে জীবন অনেক বেশি দ্রুত, সহজ এবং হাতের মুঠোয় চলে এসেছে সত্য, কিন্তু ঠিক সমান্তরালভাবেই আমাদের জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে মায়া, আন্তরিকতা এবং নিখাদ আত্মিক প্রশান্তি। আমরা যদি আজ থেকে দুই বা তিন দশক আগের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে একটু ফিরে তাকাই, তবে দেখব আজকের জমকালো ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের চেয়ে সেই সাদামাটা দিনগুলো কতটা জীবন্ত এবং মানবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমান যুগের মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার পেছনে অন্ধের মতো ছুটে চলেছে, যার ফলে আমাদের চারপাশের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে কৃত্রিম হয়ে উঠছে এবং সুকুমার বৃত্তি একটু একটু করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। শব্দ ও মননের এই সুন্দর মেলবন্ধনে যখন আমরা অতীতের সেই সোনালি দিনগুলোর কথা ভাবি, তখন এক মায়াবী হাহাকার আমাদের অন্তরকে নাড়া দিয়ে যায়।

আগের যুগের সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ছিল মানুষের মধ্যকার আন্তরিকতা এবং একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারের সুদৃঢ় বন্ধন। সেই সময়ে একটি বড় বাড়িতে দাদু, ঠাকুমা, বাবা, কাকা এবং ভাই-বোনেরা মিলে একসঙ্গে এক অখণ্ড স্বর্গ গড়ে তুলত। সুখের দিনগুলোতে যেমন আনন্দের বন্যা বয়ে যেত, ঠিক তেমনই কঠিন বিপদে একে-অপরের ঢাল হয়ে দাঁড়াত। আজকের সমাজে সেই যৌথ পরিবারের ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, প্রত্যেকেই এখন চার দেওয়ালের ছোট ফ্ল্যাটে একক পরিবারে বন্দি হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ মানুষের মধ্যেকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনই নতুন প্রজন্মের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে প্রবীণদের স্নেহ, ভালোবাসা এবং নৈতিক শিক্ষার আলো থেকে। আগের দিনে বিকেল বা সন্ধ্যায় বাড়ির খোলা উঠোনে বা প্রশস্ত বারান্দায় মাদুর পেতে পরিবারের সব সদস্য কিংবা প্রতিবেশীদের নিয়ে যে অলস আড্ডা ও গল্পের আসর বসত, আজ তা রূপ নিয়েছে ড্রয়িংরুমের যান্ত্রিক বোকা বাক্স টেলিভিশন কিংবা প্রত্যেকে নিজের নিজের স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকার একাকীত্বে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার যে সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের ছিল, আজ ফ্ল্যাট সংস্কৃতির 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' নীতির কারণে তা বিলুপ্তপ্রায়। পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকছে, কার ঘরে আজ উনুন জ্বলল না বা কে তীব্র কষ্টে ভুগছে সেই খবর নেওয়ার ন্যূনতম ফুরসত বা মানসিকতা আজ আমাদের নেই বললেই চলে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি আমাদের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতাকে বড্ড বেশি সস্তা করে ফেলেছে। আগের দিনে দূর পরবাসে থাকা প্রিয় মানুষের চিঠির জন্য রানার বা ডাকপিয়নের পথের দিকে চেয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যে ব্যাকুল অপেক্ষা ছিল, সেই অপেক্ষার মধ্যেই ছিল ভালোবাসার আসল সার্থকতা। একটি সাধারণ কাগজের টুকরোয় লেখা অক্ষরের ভাঁজে ভাঁজে লেপ্টে থাকত চোখের জল, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও পবিত্র সুবাস। আজ হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার কিংবা ই-মেলের কল্যাণে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে বার্তা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু সেই বার্তায় মানুষের হৃদয়ের ছোঁয়া বা আবেগের গভীরতা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সবকিছুই আজ বড্ড বেশি তাৎক্ষণিক ও যান্ত্রিক। মানুষ এখন আর অনুভূতিকে নিজের মনের মণিকোঠায় বা ডায়েরির পাতায় একান্ত ব্যক্তিগত ও যত্নে আগলে রাখে না; বরং খাবার টেবিল থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ছোটখাটো ঘটনা বা ভ্রমণের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'পাবলিক' বা প্রদর্শনের বস্তুতে রূপ নিয়েছে। আগে মানুষের কান্নার মধ্যে গোপনীয়তা ও অন্তর্মুখিতা ছিল, মানুষ নিজের কষ্টকে নিজের মতো করে লালন করত। আজ মন খারাপের অনুভূতিও সামাজিক মাধ্যমে 'স্যাড রিয়্যাক্ট' বা স্ট্যাটাসের মাধ্যমে লাইক-কমেন্ট পাওয়ার সস্তা প্রতিযোগিতায় রূপ নেয়, যা আমাদের মানসিক দেউলিয়াত্বকেই প্রমাণ করে। গ্রামের ঐতিহ্য এবং আমাদের চিরায়ত লোকসংস্কৃতির যে আদিম ও নিখাদ রূপ ছিল, তা-ও আজ কর্পোরেট সংস্কৃতির করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে গ্রামের পর গ্রামজুড়ে যে যাত্রাপালা, কবিগান, পুতুলনাচ বা জারি-সারির আসর বসত, যা ছিল সাধারণ মানুষের প্রধান বিনোদন এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রাণ, তা আজ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও মাল্টিপ্লেক্সে বিলুপ্তপ্রায়। গান গেয়ে গেয়ে দেশ-বিদেশের ছবি দেখানোর সেই জাদুকরি বায়োস্কোপের বাক্স আজ কেবল জাদুঘরের দেয়াল বা ইতিহাসের পাতায় বন্দি এক টুকরো স্মৃতি। আগে একটি রেডিওকে কেন্দ্র করে পুরো পাড়া বা পরিবারের মানুষ একসঙ্গে বসে নাটক, খবর কিংবা ক্রিকেট কমেন্ট্রি শোনার যে আনন্দ উপভোগ করত, আজ তা প্রত্যেকে নিজের নিজের হেডফোনের নিঃসঙ্গতায় হারিয়ে ফেলেছে। হস্তশিল্পের সেই অপূর্ব নিদর্শনগুলোও আজ হারিয়ে যাচ্ছে, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে গাঁয়ের বধূদের একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে সুই-সুতোয় মনের মাধুরী মিশিয়ে নকশিকাঁথা বোনার সেই চোখজুড়ানো দৃশ্য এখন আর কোনও গ্রামেই চোখে পড়ে না। মা-ঠাকুমাদের সেই উঠোনে রোদে গম শুকানো, মাটির বয়ামে রকমারি আচার দেওয়া কিংবা শীতের শুরুতে লেপ-কাঁথা রোদে দেওয়ার গন্ধ আজ আধুনিক ওয়াশিং মেশিন ও অ্যাপার্টমেন্টের ছোট ব্যালকনির গ্রিলের ওপাশে বন্দি হয়ে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে নিবিড় ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল নগরায়ন ও যান্ত্রিকতার কারণে তা আজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আগেকার জলবায়ুতে ছয়টি ঋতু তার নিজস্ব রূপ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে মানুষের জীবনে ধরা দিত। আজ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণের কারণে ঋতুবৈচিত্র্য হারিয়ে সমাজ দীর্ঘস্থায়ী গরম ও অনিয়মিত বর্ষার খামখেয়ালিপনায় পরিণত হয়েছে। শরতের ভোরে শিউলি তলায় ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু মাখানো শিউলি ফুল কুড়ানোর সেই শান্ত স্নিগ্ধ সকাল আজ ইট-পাথরের ধোঁয়াটে শহরে শুধুই অলীক কল্পনা। আগেকার রাতে যখন বিদ্যুৎ চলে যেত, তখন অন্ধকারকে আলোয় রাঙিয়ে তুলতে উঠোন বা বাঁশঝাড়ে হাজারো জোনাকির মেলা বসত, কানে আসত ঝিঁঝি পোকার মিষ্টি সুর। আজ নিয়ন আলো ও যান্ত্রিক শব্দের দাপটে জোনাকিরা এ সমাজ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। মানুষের তৈরি আধুনিক স্থাপত্যও আজ আমাদের খাঁচাবদ্ধ জীবনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আগেকার ঘরের বারান্দা ছিল উন্মুক্ত ও প্রশস্ত, যেখান থেকে রাতের জোছনা ও মুক্ত বাতাস সরাসরি গায়ে মাখা যেত। আজকের ফ্ল্যাটের বারান্দা গ্রিল দিয়ে এমনভাবে চারদিক থেকে বন্ধ করা থাকে, যা মানুষের মনকে আরও বেশি সংকীর্ণ করে তোলে। আগেকার মাটির দেয়াল ঘেরা ঘর কিংবা মেঝেতে পাতা শীতল পাটির যে প্রাকৃতিক ঠান্ডা ও অনন্য প্রশান্তি ছিল, আজ শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি-র কৃত্রিম বাতাসের নীচে মানুষ সেই চিরন্তন আরাম আর খুঁজে পায় না। সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটেছে আমাদের শৈশব ও কৈশোরের স্বাধীনতায়। আগেকার দিনে শিশুরা স্কুল থেকে ফিরেই ভারি বইয়ের ব্যাগ এক কোণায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত পাখির মতো ওড়ার স্বাধীনতা পেত। বিকেল হলেই পাড়ার বড় খেলার মাঠে সমবয়সিদের সঙ্গে গোল্লাছুট, কানামাছি, দাঁড়িয়াবান্দা, মার্বেল খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো কিংবা গাছে চড়ার যে ধুম পড়ত, তা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেত। আজকের সমাজের শিশুরা চার দেওয়ালের ফ্ল্যাট বন্দি জীবন, স্কুলের পর্বতসম ভারি ব্যাগ আর পরীক্ষা বেশি নম্বর পাওয়ার অন্ধ-অমানবিক প্রতিযোগিতার জাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে। বিকেল হলে তাদের মাঠের সবুজ ঘাস ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হয় না; বরং ঘরের কোণে একাকী বসে মোবাইল, ট্যাব বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভার্চুয়াল ভিডিও গেমের নীল আলোয় নিজেদের শৈশবকে বিসর্জন দিচ্ছে। পড়ালেখার মূল উদ্দেশ্য যেখানে ছিল জ্ঞান অর্জন, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা নেওয়া, আজ তা রূপ নিয়েছে বহুজাতিক সংস্থায় ভালো চাকরি বা কর্পোরেট ক্যারিয়ার গড়ার এক বাণিজ্যিক হাতিয়ারে। এর ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একাকীত্ব, অবসাদ ও সহনশীলতার অভাব দেখা দিচ্ছে, যা তাদের সমাজ থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে।

আজকের সমাজে মানুষের স্বভাব, মানসিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের যে রূপান্তর ঘটেছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। আগেকার সমাজে মানুষের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও মানসিক আস্থার ভিত্তি ছিল অত্যন্ত মজবুত। পাড়ার মুদি দোকানে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই মাসের পর মাস যে 'বাকির খাতা' চলত, তা ছিল মানুষের সততা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের এক অনন্য প্রতীক। মানুষের মুখের কথার ওপর ভিত্তি করেই তখন বড় বড় ব্যবসা বা লেনদেন হয়ে যেত, যেখানে কোনও লিখিত আইনি দলিলের প্রয়োজন হতো না। চরিত্র ও সততাই ছিল সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। আর আজ হাজারও আইনি কাগজ, স্ট্যাম্প ও ডিজিটাল সই-স্বাক্ষরের পরও সমাজে প্রতারণা, জালিয়াতি ও বিশ্বাসভঙ্গ নিত্যদিনের সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের আচরণে আগে যে একটা সহজাত শালীনতা, লজ্জা, বড়দের প্রতি নিঃশর্ত শ্রদ্ধা এবং প্রবীণদের কথা মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি কাজ করত, আজ তার জায়গা দখল করেছে এক চিলতে অহঙ্কার ও চরম ঔদ্ধত্য। রাস্তা বা সমাজে কেউ বিপদে পড়লে আগে মানুষ নিজের সব কাজ ফেলে তাকে উদ্ধার করতে বা সাহায্য করতে জানপ্রাণ দিয়ে ছুটে আসত। আর আজ মানুষ বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করার চেয়ে, নিজের পকেট থেকে মোবাইল বের করে সেই নির্মম দৃশ্যের ভিডিও বা ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত পোস্ট করে কীভাবে বেশি লাইক, ভিউ ও শেয়ার পাওয়া যায়, সেই মেকি ও বিকৃত মানসিকতার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। পরোপকারের যে গোপনীয়তা আগে ছিল, যা অপর ব্যক্তিকে ছোট বোধ করা থেকে রক্ষা করত, আজ তা লোকদেখানো দাতব্য ও প্রচারসর্বস্বতায় রূপ নিয়েছে। মানুষের জীবনের গতি আজ এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমরা 'অপেক্ষা' করার যে এক সৌন্দর্য ও মধুরতা ছিল, তা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। আগে মানুষের জীবনে চমৎকার শান্ত ভাব ছিল এবং অল্পে তুষ্ট থাকার পরম মানসিকতা ছিল। মানুষের চাহিদা ছিল সীমিত, তাই যা কিছু সামান্য থাকত, তা নিয়েই মানুষ পরম সুখ ও শান্তিতে দিনাতিপাত করত। আজ মানুষের জাগতিক প্রাচুর্য ও সুযোগ-সুবিধা বহুগুণ বাড়লেও লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এবং মানসিক অসন্তুষ্টির পারদ চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। সামান্য বিষয়েই আজ মানুষের ধৈর্যের দেয়াল ভেঙে পড়ে, যার ফলে খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিনের গভীর বন্ধুত্ব, ভেঙে যাচ্ছে তিল তিল করে গড়ে তোলা পবিত্র সংসার। আগে ছোটখাটো শারীরিক অসুস্থতায় মায়ের হাতের তুলসী পাতার রস, আদার রস কিংবা চিরতার জলের মতো ভেষজ উপাদানের ওপর মানুষের যে আস্থা ছিল, আজ সামান্য মাথাব্যথাতেও মানুষ মুঠো মুঠো রাসায়নিক ওষুধ সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাতে জলদি ঘুমানো এবং ভোরের পাখির ডাকে জেগে ওঠার যে স্বাভাবিক জীবনবোধ আমাদের পূর্বপুরুষদের সুস্থ রাখত, আজ কৃত্রিম নীল আলোর আসক্তি ও মানসিক উদ্বেগের কারণে অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়া এবং স্লিপিং পিলের ব্যবহার সমাজে ভয়াবহ মহামারি আকার ধারণ করেছে। মোট কথা—আমরা আমাদের জীবনে প্রগতির নাম করে যা কিছু অর্জন করেছি, তার বিনিময়ে যা হারিয়েছি তার মূল্য কোনও অর্থ বা প্রযুক্তি দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। স্মৃতি, একাকীত্ব এবং ফেলে আসা সময়ের দীর্ঘ খতিয়ান পরিষ্কার বোঝা যায়, মানুষের জীবন রোবটের মতো যান্ত্রিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য নয়। আধুনিকতার সব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেও যদি আমরা আমাদের হৃদয়ের সেই আন্তরিকতা, পারস্পরিক বিশ্বাস, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এবং অল্পে তুষ্ট থাকার মানসিকতাটুকু ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে আমাদের আগামী সমাজ হাহাকার ও কৃত্রিমতার এক মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাই আজ সময় এসেছে নতুন করে ভাবার, যান্ত্রিকতার অন্ধ দৌড় থেকে ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে মননশীলতাকে যত্নে আগলে রাখার। শব্দের শক্তি এবং তারুণ্যের সচেতন লেখনীর হাত ধরেই যেন আবার জেগে ওঠে সেই হারিয়ে যাওয়া নিখাদ মায়া। আমাদের বর্তমান ও আগামী সমাজ হয়ে উঠুক আরও বেশি মানবিক, সুন্দর এবং চিরন্তন প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ।

পলকে

'ছায়াযুদ্ধ' পুতিনের

মস্কো, ২ সেপ্টেম্বর : সরাসরি সংঘাত নেই। অথচ রণক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়ার হাত যে কতটা লম্বা, তা নিয়ে ক্রমেই বাড়ছে রহস্য। এই পরিস্থিতিতে একটি চাঞ্চল্য রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে রাশিয়া গোপনে ইরানের উন্নত 'সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র' তৈরির কাজে সহায়তা করে আসছে। এর প্রধান লক্ষ্য হল আমেরিকাকে জব্দ করা। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে মস্কো।

রাশিয়ার এই গোপন কর্মসূচির সাংকেতিক নাম সি৪৩০এল। জানা গিয়েছে, মস্কোর অত্যন্ত অভিজ্ঞ কয়েকজন ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল ইরানকে এমন একটি 'র‍্যামজেট প্রপালশন সিস্টেম' তৈরিতে সহায়তা করা, যা ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে শব্দের গতির চেয়েও কয়েক গুণ বেশি গতিতে চালিত করতে সক্ষম। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং অনেক কম উচ্চতায় ওড়ার কারণে এধরনের ক্ষেপণাস্ত্রকে সনাক্ত ও প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

ডিজিটাল গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে টাকা দিয়েছেন। ওই ঘটনায় আপনি জড়িত। এনআইএ (জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা) অফিসার পরিচয়ে দিল্লিতে অবসরপ্রাপ্ত এক রেলকর্মী এবং তাঁর স্ত্রীকে সাত দিন ধরে 'ডিজিটাল গ্রেফতার' করে রাখার অভিযোগ উঠল সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে। সাতদিন ধরে নানাভাবে হুমকি দিয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত বছরের ২৩ নভেম্বর সাইবার প্রতারণার শিকার হন বৃদ্ধ দম্পতি। দ্বারকায় থাকেন তাঁরা। এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁরা। ওই দিন বিকেল ৪টার সময় ফোন আসে। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে একটি কণ্ঠ শুনতে পান বৃদ্ধ। ফোনের ওপারের ব্যক্তি নিজেকে এনআইএ অফিসার হিসেবে পরিচয় দেন। তার পরই বৃদ্ধকে বলেন, 'লালকেল্লার সামনে যে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই জঙ্গি কার্যকলাপে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ব্যবহার করা হয়েছে।' একথা শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

বাস দুর্ঘটনা

কায়রো, ২ সেপ্টেম্বর : মিশরের পূর্বাঞ্চলে একটি বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ২৮ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রক। বুধবার সকালে দক্ষিণ সিনাই প্রদেশে দাহাব ও নুয়েইবা শহরের মধ্যবর্তী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর আহতদের চিকিৎসা দিতে এবং তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিতে ঘটনাস্থলে প্রায় ২০টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়। তবে কী কারণে বাসটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। দাহাব ও নুয়েইবা জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা সেখানে ভ্রমণ করেন। মিশরে সড়ক দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দেশটির কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৬ হাজার মানুষ মারা গেছে। বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং সড়কের দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণকে এসব দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয়। এর আগে গত মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ইসমাইলিয়া প্রদেশে দু'টি পণ্যবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে ১৮ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

তরুণীকে ন্যাড়া

ব্যাঙ্কক, ২ সেপ্টেম্বর : পৌনে ২ লক্ষের বিল। মেটাতে না পারায় জোর করে তরুণীর মাথা মুড়িয়ে শাস্তি দিল পানশালা কর্তৃপক্ষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাঙ্ককের একটি পানশালার ভিডিও ভাইরাল। আর এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের মুখে পানশালা কর্তৃপক্ষ।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যাঙ্ককের একটি পানশালায় গিয়ে প্রায় ৬০ হাজার ভাট (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা) বিল নিয়ে পানশালা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বচসা বাঁধে এক তরুণীর। বিরোধের জেরে ওই তরুণীর মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। গত ২৫ আগস্ট পিংকলা এলাকার একটি পানশালার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর বয়স ১৮। বিল মেটাতে না পারায় তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে পানশালাতেই তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হল! এবং সেই ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে। মুহূর্তে এ ভিডিও ভাইরাল হতেই বিতর্কের মুখে পানশালা কর্তৃপক্ষ।

কৃষক, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহার বিজয়ের

চেন্নাই, ২ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতায় আসার পর কার্যত নিত্যদিন শিরোনামে থলপতি বিজয়। এবার পূর্ববর্তী ডিএমকে সরকারের আমলে কৃষক ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে হওয়া সব মামলা প্রত্যাহার করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'এমকে স্ট্যালিনের আমলে কৃষক ও শিক্ষকদের ওপর রীতিমতো অমানবিক অত্যাচার হয়েছে।'

বুধবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় আগের সরকারের আমলে হওয়া সব মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বিজয় বলেন, এই মামলাগুলি মূলত ২০২১-২৬ সালের মধ্যে হয়েছিল। এসব মামলার জন্য বহু অন্নদাতা এবং শিক্ষককে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এখনও তাঁরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। বিজয়ের

ঘোষণা, 'আমার সরকার যে কোনও পরিস্থিতিতে কৃষক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে থাকবে।' বিজয় বলেন, 'কৃষক এবং শিক্ষক সকলেই নিজেদের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। এই মামলা প্রত্যাহারের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হল।'

বস্তুত, পূর্ববর্তী ডিএমকে সরকারের 'ভ্রান্ত' জমি অধিগ্রহণ নীতি এবং শিক্ষকদের প্রাপ্যের দাবিতে একাধিকবার বিক্ষোভ দেখান কৃষক ও শিক্ষকরা। সে-সময় একপ্রকার জোর করে ওই বিক্ষোভ দমন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়। বিজয় সেসময় ঘোষণা করেছিলেন, ক্ষমতায় এলে এসব মামলা প্রত্যাহার করা হবে। সেটাই এবার বাস্তবায়িত হল।

তবে কৃষক এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করলেও নিট বিক্ষোভের সময় যে-সব পড়ুয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল, সেগুলি এখনও প্রত্যাহার করেনি তামিলনাড়ু সরকার। সে নিয়ে এদিন বিধানসভাতেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান সিপিআই বিধায়করা। পিএমকেও বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন।

দুর্যোগে দ্রুত পাশে দাঁড়ানোয় ভারতকে ধন্যবাদ নেপালের

কাঠমান্ডু, ২ সেপ্টেম্বর : ২৬ আগস্টের ভয়ঙ্কর হড়পা বান ও বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে নেপাল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল পাঠানোর পাশাপাশি, ত্রাণের ব্যবস্থাও করছে দিল্লি। এভাবে সাহায্যের হাত বাড়ানোয় বুধবার পাল্টা ভারতকে ধন্যবাদ জানালেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ। একই কারণে চিনকেও কৃতজ্ঞবার্তা দিয়েছে কাঠমান্ডু।

জরুরি সহায়তা, বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল এবং ত্রাণসামগ্রী দ্রুত পাঠানোর জন্য ভারত ও চিনকে ধন্যবাদ জানান বলেন্দ্র শাহ। তিনি বলেন, 'আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র চিন ও ভারত বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়েছিল। প্রথম দিন থেকেই তারা বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বুঝতে, সেখানে পৌঁছানো সম্ভব কিনা, তা যাচাই করতে আকাশপথে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।' দুর্যোগের ভয়াবহতা এবং কঠিন উদ্ধারকাজের কথাও উল্লেখ করেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এটি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলে কাদা ও পলি এত বেশি যে, কেবল খননযন্ত্রই নয়, সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও দাঁড়াতে পারছেন না।' এহেন বাধা ডিঙিয়েই কাজ চলছে। নেপাল প্রশাসন বুধবার জানিয়েছে, ত্রিশূলী ও ভোটকোশি নদীর ধ্বংসযজ্ঞে প্রাণ গিয়েছে ১১২৭ জনের। নিখোঁজ ৪৮৫৮ জন। এখনও পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে ৬৫৪১ জনকে। ভয়ঙ্কর দুর্যোগে কত বাড়ি, অফিস, সেতু, দোকান-বাজার ভেঙেছে, তার স্পষ্ট হিসেব এখনও প্রশাসনের কাছে নেই। মনে করা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। ভঙ্গুর অর্থনীতি মধ্যে এত বড় বিপর্যয়ে কার্যত দিশাহারা বলেন্দ্র শাহ সরকার। এ অবস্থায় গতকাল ভারত ও চিনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিল নেপাল। নেপালের দাবি, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলির জন্যই মাসুল দিতে হচ্ছে কাঠমান্ডুকে। সেই তালিকায় চিন, ভারত এবং আমেরিকার নাম উল্লেখ করেছে বলেন্দ্র শাহের দেশ। এক সাক্ষাৎকারে নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল এই বিপর্যয়ের জন্য জলবায়ু সংকটকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'নেপালের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বিশ্বের বড় দেশগুলির তুলনায় অত্যন্ত কম। অথচ হিমালয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া, পাহাড়ের বুকে সৃষ্ট ভয়াবহ সুনামির মতো বিভিন্ন সংকটের মূল্য চোকাতে হচ্ছে আমাদের। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই এগুলি হচ্ছে।' আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নেপাল যে তাদের অবস্থান বদলাচ্ছে, সে-কথাও জানিয়েছেন শিশির। তাঁর কথায়, 'আমরা আমাদের কূটনৈতিক অবস্থানে বদল আনছি। আর সাহায্য নয়। এবার ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণের দিকে আমরা যাচ্ছি। এটি কোনও দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়। বরং আইনি ও নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়।'

বেশি আসনের শর্তে 'হাত' ছোঁলেন অখিলেশ

উত্তরপ্রদেশে এক হয়ে লড়বে সপা-কংগ্রেস

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর : অতীতের মনোমালিন্য কাটিয়ে বিধানসভায় ফের জোট বাঁধছে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি। দুই শিবিরের তরফেই জানা যাচ্ছে, উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সপা ও কংগ্রেসের জোট কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে শীঘ্রই আলোচনায় বসতে চলেছে দুই দল। জানা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের কাছে বেশি আসনের দাবি রেখেছে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের অংশ হিসেবে দুই দল একসঙ্গে লড়ে ভালো ফল করেছিল উত্তরপ্রদেশে। যদিও পরে হরিয়ানা-সহ কয়েকটি রাজ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হয় দুই পক্ষের। তথ্য বলছে, অতীতের সেই সমস্যা কাটিয়ে বিজেপিকে রুখতে উত্তরপ্রদেশে ফের জোট বেঁধে লড়াইয়ে নামতে চলেছে দুই দল। এই বিষয়ে সপা নেতৃত্বের বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় তা নিশ্চিত করতেই এই জোট। যদিও আসন ভাগাভাগি নিয়ে দুই দলের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সূত্রের দাবি, ৪০৩ আসনের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস চাইছে ১১৫ থেকে ১২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। কংগ্রেসের যুক্তি ২০১৭ সালে যখন সপা রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তখন তারা জোটে নেমে ১০৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তাছাড়া ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এই আসনসংখ্যা বাড়া উচিত কংগ্রেসের। কিন্তু সমাজবাদী পার্টি চায় ৭৫টি আসনে লড়ুক কংগ্রেস। বাকি ৩০০-র বেশি আসন তোলা থাক সপা-র জন্য। তবে অখিলেশদের এই প্রস্তাবে খুব একটা খুশি নন কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রাজেন্দ্র পাল গৌতম। তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশে অন্তত ২০০ আসন কংগ্রেসকে ছাড়া হোক।

তবে সপা-র যুক্তি, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে ১৭টি আসন ছাড়া হয়েছিল। সেখানে ৫টি আসন জেতে কংগ্রেস। সেই হিসেবে বিধানসভায় কংগ্রেসের ৮৫টি আসন পাওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে সমস্যা হল, এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে এমন কিছু জেলা পড়ে যেখানে কংগ্রেসের কোনও সংগঠন নেই। জেলাভিত্তিক হিসেবে কংগ্রেসের পাওয়া উচিত ৭৫টি আসন। পাশাপাশি সপা-র পরিকল্পনা কিছু জেলায় নিজেদের প্রার্থীকে কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড় করানো, যাতে জোটের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ২০২৭-র বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে জোট চূড়ান্ত হলেও, আপাতত আসন নিয়ে দড়ি টানাটানির খেলায় মেতে কংগ্রেস ও সপা।

তামিলনাড়ুর ৫২ মন্দিরে স্মার্টফোনে 'না'

চেন্নাই, ২ সেপ্টেম্বর : তামিলনাড়ুর ৫২ টি মন্দিরে স্মার্টফোন নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল সরকার। নতুন সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে-সব পুণ্যার্থী স্মার্টফোন নিয়ে মন্দিরে আসবেন, তাদের মন্দিরে প্রবেশের আগেই নির্দিষ্ট কাউন্টারে তা জমা দিতে হবে। প্রতিটি ফোন জমা রাখার ক্ষেত্রে ভক্তদের ৫ টাকা দিতে হবে। তবে যে-সব ফোনে ক্যামেরা নেই, সেগুলি মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়।

মন্দির চত্বরে নির্দেশিকা অমান্য করে ভক্তদের মধ্যে ছবি তোলা, 'রিল' তৈরি দিন দিন বাড়তে থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, মন্দিরের সদর দরজার বাইরের কাউন্টারে ফোন জমা রাখার বিনিময়ে ভক্তদের একটি টোকেন বা স্লিপ দেওয়া হবে, ফোন ফেরত নেওয়ার সময় সেই স্লিপ কাউন্টারে দেখালেই ফোন ফিরে পাবেন তারা।

ইরানে বিয়েবাড়িতে হামলা আমেরিকার, হত শিশু-সহ পাঁচ, জখম ৭০

তেহরান, ২ সেপ্টেম্বর : ইরানকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পরেই সে-দেশে হামলা চালাল আমেরিকা। হরমুজ প্রণালীর নিকটবর্তী উপকূলীয় এলাকায় আকাশপথে আমেরিকা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ ইরানের। তেহরানের দাবি, আমেরিকার হামলায় এক শিশু-সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৭০ জন।

ইরানের দাবি, আমেরিকা যে সময় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়, সেই সময় একটি বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল সেখানে। ইরানের তাসনিম সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন হামলার 'অবিস্মরণীয়' জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা মোজতবা খামেনেই। ইরান বাহিনীর দাবি, বিয়েবাড়িতে আমেরিকা হামলা চালিয়ে ঠিক করেনি। এর জন্য তাদের অনুশোচনা করতে হবে। তাদের আরও দাবি, 'আগ্রাসনকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে।'

ভারতের ইরানি দূতাবাসের তরফে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, 'ওরা (আমেরিকা) বিয়ের অনুষ্ঠানকে শেষকৃত্যে পরিণত করল। ভালবাসার ফুল মাটিতে ঝরে পড়ল। আমাদের বর-কনের সাদা পোশাকে রক্তের দাগ লাগল। আর আমাদের আনন্দকে ওরা শোকে পরিণত করল।'

তুরস্কের শত্রু গ্রিসকে অস্ত্রে সাজাচ্ছে ইজরায়েল

তেল আভিভ, ২ সেপ্টেম্বর : ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত হলে তুরস্কের সঙ্গে ইজরায়েল সঙ্গে বেশ তিক্ত। সম্প্রতি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান। এরই পাল্টা এবার তুরস্কের বিরুদ্ধে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল তেল আভিভ। তুরস্কের প্রধান শত্রু গ্রিসের সঙ্গে বাঁটছড়া বাঁধল ইজরায়েল। সম্পন্ন হল বিরাট প্রতিরক্ষা চুক্তি। লক্ষ্য স্পষ্ট, প্রয়োজন পড়লে গ্রিসের মাধ্যমে তুরস্ক বধ।

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, গত সোমবার ইজরায়েল ও গ্রিসের মধ্যে বড় এক প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন হয়। যে চুক্তির মাধ্যমে নেতানিয়াহুর দেশ গ্রিসের জন্য তৈরি করবে বহুস্তরীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ৩.৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩৩ হাজার ২৩১ কোটি টাকার এই চুক্তি নিয়ে মুখ খুলেছে নেতানিয়াহু সরকার। বলা হয়েছে, 'অ্যাকিলিস শিল্ড' কর্মসূচির অন্তর্গত এই পদক্ষেপ ইজরায়েলের ইতিহাসে অন্যতম বড় প্রতিরক্ষা রফতানি চুক্তি। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে ভবিষ্যতে গ্রিসকে অস্ত্রে সাজাতে ইজরায়েল যে কোনও কার্পণ্য করবে না, সে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল এরদোগান সরকার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি মানবতা-বিরোধী অপরাধ, বেআইনিভাবে স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করেছেন। এর পাশাপাশি আরও একাধিক অভিযোগ তুলে ইন্টারপোলের কাছে রেড কর্নার নোটিশ জারির আর্জি জানানো হয়। এর ঠিক পর গ্রিসের সঙ্গে ইজরায়েলের এই সামরিক চুক্তি নিছক কাকতালীয় বলে মনে করছে না ওয়াকিবহাল মহল। কূটনৈতিক মহলের মতে, শত্রু-বেষ্টিত ইজরায়েলের একেবারে প্রথম সারিতে না থাকলেও এরদোগানের তুরস্ক সেই তালিকার বাইরে নয়। সাম্প্রতিক সময়ে এই তুরস্ক, পাকিস্তান ও সৌদি আরব মিলে ন্যাটোর ধাঁচে গঠন করেছে 'মুসলিম ন্যাটো'। যার পোশাকি নাম মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি। যার লক্ষ্য কোনও একটি দেশের উপর হামলা হলে বাকিরা সেই হামলাকে নিজের উপর হামলা বলে গণ্য করবে। মুসলিম ন্যাটোর শত্রু তালিকায় আবার রয়েছে ইজরায়েলের নাম। এই অবস্থায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতেই গ্রিসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল ইজরায়েল। কারণ, গ্রিস তুরস্কের ঘোষিত শত্রু। অতীতে বহুবার যুদ্ধে জড়িয়েছে দুই দেশ। সাইপ্রাস দ্বীপের একাংশ তুরস্ক সেনা দীর্ঘ দিন ধরে বেআইনিভাবে দখলে রেখেছে বলেও গ্রিসের অভিযোগ।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ পেটে যেতেই মৃত্যু নাবালিকার, অসুস্থ ৫০

অমৃতসর, ২ সেপ্টেম্বর : ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেয়ে এক নাবালিকা মৃত্যু। ক্লোরোকুইন খেয়ে অসুস্থ অন্তত ৫২ জনের বেশি শিশু ভর্তি হাসপাতালে। অন্ধ্রপ্রদেশে পোলাভরম জেলার গোলাগুপ্পা গ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য।

সূত্রের খবর, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানার কাছে ওই গ্রামে ৭২ জনের ম্যালেরিয়া ধরা পড়েছিল। স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। সেই ওষুধ খাওয়ার পর থেকেই অসুস্থ বোধ করে অনেকেই। তাদের মধ্যে থেকে ২৯ জনকে তেলেঙ্গানার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের স্থানীয় এক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ২৪ জনকে। তাদের মধ্যেই ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়া মাধবী যমুনা।

জানা গিয়েছে, চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনার পরে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক দীনেশ কুমার জানিয়েছেন, কাকিনাড়া মেডিক্যাল কলেজ থেকে ৯ চিকিৎসকের বিশেষ দল গঠন করে ওই গ্রামে পাঠানো হয়েছে। বিজয়ওয়াড়া, রাজামহেন্দ্রভরম এবং কাকিনাড়া থেকে আরও তিনটি চিকিৎসক দল ওই গ্রামে যাবে। এছাড়াও পোলাভরম গ্রামে একটি বিশেষ মেডিক্যাল ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রয়েছে প্রশাসন।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

E-Mail: cosilcharrecovery@pnb.bank.in

সিও : এসএএম, মণ্ডল কার্যালয় শিলচর (৯০৩২০০)
মণ্ডল কার্যালয়, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১ (আসাম)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯ (১)-য়ে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০২-অধীনে ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে রাখা স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি (যা সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক/চার্জকৃত ছিল এবং যার গঠনমূলক/বাস্তব/প্রতীকী দখল ব্যাংক/সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে) সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নিকট থেকে ব্যাংক/সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে "যেমন আছে, যেখানে আছে", "যেমন আছে, যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" এই শর্তে নিচে প্রদত্ত সরণিতে উল্লিখিত তারিখে বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য এবং জামানতের অর্থ নিচে সরণিতে উল্লেখ করা—

সংরক্ষিত সম্পত্তির সূচি

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	জামানতে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	(ক) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ (খ) বকেয়া পরিমাণ (গ) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে দখল নেওয়ার (ঘ) দখল নেওয়ার ধরন প্রতীকী/শারীরিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ) (খ) ইএমডি (গ) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়সমূহের বিবরণ
১	ক) লালা (০০৪০২০) খ) তরুণ কৃষ্ণ নাথ গ) ঋণগ্রহীতা : (১) তরুণ কৃষ্ণ নাথ, পিতা মৃত তমাল কৃষ্ণ নাথ, ওয়ার্ড নং-৯, সূর্য সেন সরণি, লালা, হাইলাকান্দি, আসাম-৭৮৮১৬৩ জামিনদার : (১) নিত্যানন্দ শুক্লবৈদ্য, পিতা মৃত রাধাচরণ শুক্লবৈদ্য, সূর্য সেন সরণি, ওয়ার্ড নং-৯, লালা, হাইলাকান্দি, আসাম-৭৮৮১৬৩	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরনের জমি সহ বিল্ডিং যার দাগ নং-৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, পাট্টা নং-৩০, যার বিক্রয় দলিল নং-১১০/১১২, তারিখ-২৯-০২-২০১২, যার মৌজা-লালা টাউন, বার্নারপুর এর অন্তর্গত যার পরিমাপ ৪ কাঠা, এই অবস্থানে তরুণ কৃষ্ণ নাথের নামে রয়েছে। চতুঃসীমা- উত্তর : প্রভাস চন্দ্র ধরের সম্পত্তি, দক্ষিণ : সূর্য সেন রোড, পূর্ব : তনুজ কুমার দে এর সম্পত্তি, পশ্চিম : তরুণ কৃষ্ণ নাথের সম্পত্তি।	(ক) ২২-০১-২০১৮ (খ) ৯,৩৪,৬৮৪.৫৯ টাকা সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ২১-০১-২০১৮ ইং হইতে (গ) ৩০-০৫-২০২৬ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৩১.৮২ লক্ষ (খ) ৩.১৮২ লক্ষ (২৩-০৯-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ	২৪-০৯-২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়
২	ক) হাইলাকান্দি (০৫৯৬২০) খ) মেসার্স আই.এস.বি ফার্নিচার হাউস গ) ঋণগ্রহীতা: ইরিল সুলতানা বড়ভুইয়া, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স আই.এস.বি ফার্নিচার হাউস, স্টেশন রোড, হাইলাকান্দি-৭৮৮১৫১। জামিনদার : ১) নামর আলী বড়ভুইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভুইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম-৭৮৮১৫১, ২) গুলজার আলী বড়ভুইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভুইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম-৭৮৮১৫১ ৩) ফারজান আলী বড়ভুইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভুইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম-৭৮৮১৫১, ৪) মনজুর আলী বড়ভুইয়া, পিতা মৃত আকিব আলী বড়ভুইয়া, ওয়ার্ড নং-১০, লেন নং-এ, হাইলাকান্দি টাউন, আসাম-৭৮৮১৫১।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি যার মৌজা নারায়ণপুর ৫ম খণ্ড, পরগণা-সরসপুর, ওয়ার্ড নং-১০, হাইলাকান্দি শহর, যার পরিমাপ ০৯ কাঠা, ১ ছটাক, ১০ গণ্ডা, যা গুলজার আলী বড়ভুইয়া, নামর আলী বড়ভুইয়া, মনজুর আলী বড়ভুইয়া এবং ফারজান আলী বড়ভুইয়ার নামে ২য় আরএস দাগ নং-৬০০ (খণ্ড) এবং পাট্টা নং-১৪৬, এই অবস্থানে রয়েছে। যার চতুসীমা- উত্তর : আরজান আলী বড়ভুইয়া এবং অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ : তাজ উদ্দিন বড়ভুইয়ার জমি, পূর্ব : আব্দুল লতিফ বড়ভুইয়া এবং অন্যান্য ক্রেতাদের জমি এবং পশ্চিম : আব্দুল ওয়াহিদ বড়ভুইয়া এবং অন্যান্যদের জমি।	(ক) ২৪-০৯-২০২১ (খ) ১২,২৫,৯১২.৫০ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ২৪-০৯-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সম্বলিত (গ) ২৩-০৮-২০২২ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৮.৫ লক্ষ (খ) ৮৫.০০ হাজার (২৩-০৯-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ		
৩	ক) অরুণাচল: (০৭৪৩২০) খ) আতাবুর রহমান মজুমদার গ) ঋণগ্রহীতা : ১) আতাবুর রহমান মজুমদার, পিতা- মনির আলী মজুমদার, গ্রাম- তোপখানা ১ম খণ্ড, পোঃঅঃ- অরুণাচল, থানা-শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০২৫ ২) জাকির হোসেইন মজুমদার, পিতা মনির আলী মজুমদার, গ্রাম-তোপখানা ১ম খণ্ড, পোঃঅঃ-অরুণাচল, থানা-শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০২৫, ৩) ইকবাল হোসেইন মজুমদার, পিতা আতাবুর রহমান মজুমদার, গ্রাম-তোপখানা ১ম খণ্ড, পোঃঅঃ-অরুণাচল, থানা-শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০২৫। জামিনদার : ১) মাসুক আহমেদ লস্কর, পিতা মহিবুর রহমান লস্কর, গ্রাম-বালিঘাট, পোঃঅঃ-অরুণাচল, থানা-শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০২৫ ২) নূর আহমেদ বড়ভুইয়া, পিতা মৃত তাহির আলী বড়ভুইয়া, গ্রাম-তোপখানা ১ম খণ্ড, পোঃঅঃ-অরুণাচল, থানা-শিলচর, জেলা কাছাড়, আসাম-৭৮৮০২৫।	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি এবং বিল্ডিং যার মৌজা-তোপখানা ১ম খণ্ড, পরগণা-বরাকপার, জেলা-কাছাড়, যার পরিমাপ ৯ কাঠা, যা ২য় আরএস পাট্টা নং-২২৩, দাগ নং-৬৬৭, এই অবস্থানে (১) জাকির হোসেন মজুমদার এবং (২) আতাবুর রহমান মজুমদারের নামে রয়েছে। যার চতুসীমা- উত্তর : পূর্ত সড়ক। দক্ষিণ : বাহার উদ্দিন। পূর্ব : গিয়াস উদ্দিন। পশ্চিম : ইদ্রিশ খান এবং অন্যান্যরা।	(ক) ০১-০৮-২০২২ (খ) ৩৪,২৬,০৬৯.৭৩ টাকা সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৮-২০২২ ইং হইতে (গ) ২৯-১০-২০২২ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৮.৯৬ লক্ষ (খ) ৯০.০০ হাজার (২৩-০৯-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ		
৪	ক) শিলচর (০০৩৭২০) খ) মাহমুদ হাসান মজুমদার গ) ঋণগ্রহীতা: মাহমুদ হাসান মজুমদার, পিতা মৃত মহিবুর রহমান মজুমদার, গ্রাম এবং পোঃঅঃ বেরেঙ্গা ২য় খণ্ড, শিলচর, আসাম ৭৮৮০০৫। জামিনদার এবং বন্ধকদাতা-কাবুল হোসেন লস্কর, পিতা মৃত মজির উদ্দিন লস্কর, গ্রাম এবং পোঃ কনকপুর ২য় খণ্ড, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০৫	সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ জমি সহ উক্ত প্লটে নির্মিত একটি সেমি আরসিসি বিল্ডিং যার পরিমাপ ১৫ কাঠা, ১০ ছটাক ৩ গণ্ডা, যার দাগ নং-৫৪৯, ৫৪৭ এবং ৫০৯, ৫৩১, ৫৩০, ৫৩২, ৫৫০, ৫৪৫, ৫৭০, যা ২য় আরএস পাট্টা নং-১৯৬, ৫, যার মৌজা-কনকপুর ২য় খণ্ড, পরগণা-বরাকপার, কনকপুর, শিলচর এই অবস্থানে কাবুল হোসেন লস্কর এর নামে রয়েছে। যার চতুসীমা-উত্তর : মোঃ মঞ্জুর আহমেদ বড়ভুইয়ার জমি, দক্ষিণ : ৬ ফুট লেন, পূর্ব : মোছাঃ রুমি বেগম এর জমি, পশ্চিম : কাবুল হোসেন এর খরিদা জমি এবং তার পরবর্তীতে মোছাঃ ফখরুন নেছার জমি।	(ক) ২৫-০৬-২০২১ (খ) ২৬,৬০,৬২৪.৫১ টাকা সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৬-২০২১ ইং হইতে (গ) ০৯-০৬-২০২২ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৩৭.৬০ লক্ষ (খ) ৩.৭৬ লক্ষ (২৩-০৯-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.১০ লক্ষ		

শর্তাবলী: উক্ত নিলাম বিক্রয়টি সুরক্ষা সুদের (প্রয়োগকরণ) বিধি ২০০২-য়ে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্ত সাপেক্ষে থাকবে :

১। সম্পত্তিগুলি '**যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়**' এবং '**যেভাবে আছে সেভাবে**' এবং '**যে ভিত্তিতে রয়েছে**' হিসেবে বিক্রয় হবে।

২। উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম তথ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে, তবে অমুদিত ঘোষিত এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, বিভ্রান্তি বা বাদ পড়লে অনুমোদিত অফিসারকে জবাবদিহি করতে পারবেন না।

৩। নিলাম বিক্রয় **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে উল্লিখিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।

৪। নিলামের বিস্তারিত বিবরণ এবং শর্তাবলী **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** দেখুন।

তারিখ ঃ ০৩-০৯-২০২৬
স্থান ঃ শিলচর

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এবং বিধি ৯ (১) এর অধীনে পরিসংখ্যান বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

একের পাতার পর

অসম পুলিশে ফের ২০ হাজার

ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশের উপর যে একাধিক ক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব ও চাপ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে মাদকবিরোধী অভিযানও অন্যতম। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন, ২০২১ সাল থেকে অসমে ২৬,৫০০-র বেশি মানুষকে মাদক-সংক্রান্ত অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে ৩,২৫৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, মায়ানমার থেকে মিজোরাম ও মণিপুর হয়ে মাদক অসমে ঢুকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার রুখতেও অসম পুলিশকে বড় ভূমিকা নিতে হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২১ সালে অসমে মাদকবিরোধী অভিযান শুরুর পর থেকে প্রতি বছরই এই লড়াই অব্যাহত রয়েছে। তাঁর দাবি, এটি কোনও সাময়িক অভিযান নয়, বরং মাদক পাচার ও কারবারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক লড়াই। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের জনবল বাড়ানোর উদ্যোগ মাদকবিরোধী অভিযান-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেড়গাঁওয়ের লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমিতে অসম পুলিশকে আরও শক্তিশালী, দক্ষ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে পুলিশসুপারদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দু'দিনের বিশেষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনের মাঝেই অনুষ্ঠিত হয় ৩২ জন উপ-পুলিশসুপার এবং ৩৭১ জন কনস্টেবলের সমাবর্তন উৎসব। এদিন নবনিযুক্ত পুলিশকর্মী ও জওয়ানরা এক দৃষ্টিনন্দন 'পাসিং-আউট প্যারেড'-এ অংশ নেন। নতুন পুলিশকর্মী ও জওয়ানরা মেধার ভিত্তিতে, কোনও ধরনের দুর্নীতি ছাড়াই চাকরি পাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁদের বক্তব্যে, এক টাকাও না দিয়ে মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরি পাওয়ার বিষয়টি উঠে আসে। নতুন নিয়োগের ঘোষণার পাশাপাশি এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও মেধাকে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাঁচ বছরে ৩,২৫৩ কোটির

অসমে ঢুকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, নতুন সরকার আসার পর যে প্রথম পুলিশসুপারদের নিয়ে বৈঠক হবে, সেখানে গুরুত্ব পাবে ড্রাগসের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই হিমন্ত বলেন, ২০২১ সাল থেকে 'অসম এগেইনস্ট ড্রাগস' অভিযানের আওতায় অসম পুলিশ এবং সহযোগী সংস্থাগুলি মাদক কারবারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে আসছে। তাঁর দাবি, এটা কোনও সাময়িক অভিযান নয়। মাদক পাচার ও কারবারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ সালে মাদক-সংক্রান্ত অপরাধে ৪,১৭৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০২৫ সালে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৯০১। গত পাঁচ বছরে সব মিলিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন ২৬,৫০০-র বেশি অভিযুক্ত। অসমের ভৌগোলিক অবস্থান মাদক পাচারের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানান হিমন্ত। তিনি বলেন, মায়ানমারে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ মাদক মিজোরাম ও মণিপুরের বিভিন্ন পথ হয়ে অসমে প্রবেশ করে। এরপর অসমকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে দেশের অন্য প্রান্তে পাঠানো হয় সেই মাদক। মাদক কারবারের মূল চক্রের অনেকেই অসমের বাইরে বসে কাজ করে। তাই এই লড়াই শুধুমাত্র অসম পুলিশের পক্ষে একা চালানো সম্ভব নয়। আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান এবং কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো প্রয়োজন। কেন্দ্রের সহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সীমান্তে নজরদারি জোরদার করার পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে মাদকের চালান দেশের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই আটক করার চেষ্টা চলছে।

মাদকবিরোধী অভিযানে শুধু মাদক বাজেয়াপ্ত নয়, পাচার ও কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতারেও জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান হিমন্ত। ২০২১ সালে ৪,১৭৫ জন গ্রেফতার হওয়ার পর ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা ৪,৯০১-এ পৌঁছেছে। প্রতি বছর অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ফলে মাদক কারবারের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা আরও বেড়েছে। তাঁর দাবি, অসম পুলিশ একা নয়, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করেই এই অভিযান চালাচ্ছে।

সম্প্রতি বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্য ধ্বংসের বিষয়টিও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েক সপ্তাহ আগে নলবাড়িতে ৪৭২ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্য প্রকাশ্যে ধ্বংস করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত মাদক যেন কোনওভাবেই ফের বাজারে বা মানুষের ঘরে পৌঁছতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করাই এই ধরনের অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি মাদক বাজেয়াপ্তির অর্থ একটি পরিবারকে সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং একটি ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করা। এর আগে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রথম ১০০ দিনে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস করার কথাও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নলবাড়িতে অসমের প্রথম মাদকদ্রব্য ধ্বংসের চুল্লি ব্যবহার করে বাজেয়াপ্ত মাদক ধ্বংস করা হয় বলে জানিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ মাদকবিরোধী লড়াইয়ের প্রসঙ্গ উঠে আসার পর নিজের বার্তাতেও সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন হিমন্ত। তাঁর বক্তব্য, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই কোনও একটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্যকে একই লক্ষ্যে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। 'মাদকমুক্ত ভারত' এবং 'মাদকমুক্ত যুব' গড়ার লক্ষ্যের কথা তুলে ধরে হিমন্ত বলেন, দেশের তরুণ প্রজন্মকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর মতে, তরুণরা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং মাদকাসক্তি সেই ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করতে পারে। অসমে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করার কথাও বলেন তিনি। সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশ রোধ, চালান আটকানো এবং পাচারকারীদের গ্রেফতারের পাশাপাশি এই কারবারের পিছনে থাকা মূল চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাদকবিরোধী এই লড়াই কোনও নির্দিষ্ট সময়ের অভিযান নয়। মাদক কারবারের নেটওয়ার্ক পুরোপুরি ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত অসমে অভিযান চলবে।

মাতৃবন্দনা যোজনায় ২৩ কোটিরও

আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মহিলাদের জন্য এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য একটি মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি। গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের সময় সম্ভাব্য আয়ের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে মহিলাদের উৎসাহিত করাও এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রথম ১০০ দিনে ৭৮ হাজারের বেশি মহিলা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। মোট সহায়তার পরিমাণ ২৩ কোটি টাকার বেশি। চিকিৎসা, পুষ্টি, ওষুধ এবং নবজাতকের পরিচর্যার বাড়তি খরচের সময় এই অর্থ পরিবারগুলোকে কিছুটা আর্থিক স্বস্তি দেবে বলে মনে করছে প্রশাসন। যোগ্য মহিলাদের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে নথিভুক্তকরণ ও সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়াও জোর দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে গ্রামীণ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকার মহিলাদের মধ্যে প্রকল্পটি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আর্থিক সমস্যার কারণে কোনও সন্তানসম্ভবা নারী যাতে নিজের স্বাস্থ্য বা নবজাতকের পরিচর্যায় পিছিয়ে না পড়েন, তা নিশ্চিত করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আগামী দিনে মাতৃত্বকালীন কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতা আরও বাড়ানোর পাশাপাশি যোগ্য মহিলাদের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হবে।

শিলচর পুর নিগমের নির্বাচন

চলবে। ওই দিনই ৪২টি ওয়ার্ডের নির্বাচনী ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং শিলচর পুরনিগমে কারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছেন, তার চূড়ান্ত চিত্র পাওয়া যাবে। ৪২টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত শিলচর পুর নিগম ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাংগঠনিক তৎপরতা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। মনোনয়ন জমা দেওয়া, প্রার্থী বাছাই এবং প্রচার কৌশল নির্ধারণ নিয়ে আগামী দিনগুলিতে রাজনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, অসমের রাজ্যপালের অনুমোদনের মাধ্যমে ৪২টি ওয়ার্ড নিয়ে শিলচর পুর নিগম গঠিত হয়েছে। এর আগে পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে তফসিলি জাতি এবং মহিলা প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল। ফলে এবারের নির্বাচনে সংরক্ষণের বিষয়টিও প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। অসম রাজ্য নির্বাচন কমিশন ২০২২ সালের অসম পুর নিগম নির্বাচনী আইনের ৮ নম্বর ধারা এবং ২০২২ সালের অসম পুর নিগম নির্বাচন বিধির ৫ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে শিলচর পুর নিগমের ৪২টি ওয়ার্ডের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। গত ১৫ জুলাই ওই ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। এবার সেই ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ওই পুর নিগমের ৪২টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিলচর পুর নিগম এলাকার সর্বত্র আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি ঘোষণা ও প্রশাসনিক কার্যকলাপে আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। নির্বাচনী প্রচার, সভা-সমাবেশ, পোস্টার-ব্যানার, মিছিল এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হয়, সেদিকেও প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন নজর রাখবে। দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষিত শিলচর পুর নিগম নির্বাচন ঘোষণার ফলে এবার রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে আগামী কয়েক সপ্তাহ প্রার্থী বাছাই, মনোনয়ন, প্রচার এবং ভোটের সমীকরণকে ঘিরে শিলচরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠবে।

দেশে ফিরতে চান হাসিনা

নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে টানাপোড়েন অব্যাহত রয়েছে।

হাসিনা বলেন, দেশে ফেরা তাঁর কাছে ক্ষমতায় ফেরার বিষয় নয়, বরং জনগণের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্ন। তাঁর কথায়, অনির্দিষ্টকাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট চলতে পারে না। তিনি আরও বলেন, 'আমি আমার নিজের দেশে ফিরতে চাই। আমি ফিরবই।' একইসঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সঙ্গে তাঁর দেশে ফেরার বিষয়টি না মেলানোর আবেদন জানান তিনি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন হাসিনা। তাঁর দাবি, ব্রিটেনে নির্বাসিত থাকাকালীন তারেক রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁর সরকার কখনও ব্রিটিশ সরকারের কাছে আপত্তি জানায়নি। অথচ বর্তমানে ভারতে তাঁর কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে বাংলাদেশের সরকারের আপত্তির কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না। হাসিনা আরও দাবি করেন, ২০০৭ সালে বাংলাদেশ ছেড়ে ব্রিটেনে যাওয়ার সময় তারেক রহমান রাজনীতি না করার মুচলেকা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে লন্ডনে থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে গিয়েছেন এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জনসভায় অংশ নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গ তুলে হাসিনা প্রশ্ন করেন, তিনি যেমন তারেকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোনও দাবি জানাননি, তেমনই তাঁর নিজের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়েও বাংলাদেশের আপত্তির কারণ থাকা উচিত নয়।

উন্নয়নের স্বার্থে খুশি মনে টোল

আলোচনায় থাকা উচিত। তিনি বলেন, প্রতিদিনই রাজ্যে পথদুর্ঘটনা ঘটছে। তাই কোনও একটি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শুধু রাস্তার গর্তকে দায়ী করলে সমস্যার সামগ্রিক চিত্র সামনে আসবে না। একইসঙ্গে গাড়ির গতি ও চালকের আচরণকেও দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ক্ষেত্রীর দুর্ঘটনার প্রসঙ্গেই টোলগেট নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব দেন হিমন্ত। তিনি বলেন, অসমে টোল বাবদ বছরে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়। এই অর্থ রাজ্যের বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পে কাজে লাগানো হচ্ছে। কাজিরাঙায় সুড়ঙ্গ ও উড়ালপথ এবং বাইহাটা চারিআলি থেকে তেজপুর পর্যন্ত চার লেনের সড়কের মতো প্রকল্পের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

হিমন্ত বলেন, টোলের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের সাহায্যেই এই ধরনের বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। তাঁর কথায়, শুধু প্রধানমন্ত্রী বা রাজ্য সরকারের অর্থে এই বিপুল পরিমাণ পরিকাঠামো নির্মাণ সম্ভব নয়, উন্নয়নের কাজে সাধারণ মানুষের অবদানও প্রয়োজন। অসম দ্রুত উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে রাজ্যে আরও উন্নত সড়ক ও জাতীয় সড়কের প্রয়োজন হবে। সেই পরিকাঠামো তৈরিতে টোল সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, 'অসম দ্রুত উন্নয়ন করছে। তাই রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষের খুশি মনে টোল দেওয়া উচিত।' তাঁর দাবি, টোল নিয়ে বিতর্ক না করে এর বিনিময়ে যে পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, সেটা দেখা দরকার। কাজিরাঙার সুড়ঙ্গ ও উড়ালপথের পাশাপাশি বাইহাটা চারিআলি-তেজপুর চার লেনের সড়কের মতো প্রকল্পে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন।

গুঁড়ো করে বার্মিজ সুপারি পাচার!

ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলে ধরা পড়ে যায় তা। গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৪৫ বস্তা গুঁড়ো সুপারি। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালক ভাগাবাজার এলাকার বাসিন্দা আমিনুল হককে। এরপর তার সূত্রে গ্রেফতার করা হয় গুঁড়ো সুপারির মালিক কাবুগঞ্জের বাসিন্দা মহিম উদ্দিন লস্করকে। আদালতের অনুমতিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুলিশ হেফাজতে।

সুপারি গুঁড়ো করে পাচার নিয়ে এক বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, ভিনরাজ্যের গুটকা কারখানায় পৌঁছার পর সুপারি এমনিতেই গুঁড়ো করা হয়। তবে আস্তো সুপারি পাচার করতে গেলে ধরা পড়ে যাবার ভয় থেকে যায়। কারণ বস্তায় হাত দিলেই টের পেয়ে যায় পুলিশ। তাই এখান থেকেই গুঁড়ো করে পাচারের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যাতে করে সহজে কেউ ধরতে না পারে। জানা গেছে, পুলিশ যখন গাড়ি সহ চালক আমিনুল হককে আটক করেছিল, তখন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, বস্তার ভেতরে রয়েছে ধানের তোষ। কিন্তু একটি বস্তা খুলতেই চমকে যায় পুলিশ। মহিম উদ্দিন সম্পর্কে পুলিশের বক্তব্য, তার সঙ্গে মিজোরামের বড় মাপের বার্মিজ সুপারি কারবারিদের সম্পর্ক রয়েছে। এমনকী মায়ান্মারের সঙ্গে সংযোগ থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। দু'জনকে বর্তমানে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

২০৫৬ সাল পর্যন্ত পানীয়জলের

উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শিলচরের পানীয়জলের সমস্যার কথা উল্লেখ করে ৫০৯ কোটি টাকায় নতুন প্রকল্প তৈরির ভাবনা সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, ২০৫৬ সাল পর্যন্ত শিলচরের পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, কতটুকু পানীয়জলের প্রয়োজন হবে, এসব মাথায় রেখে করা হয়েছে এই পরিকল্পনা। মন্ত্রী বলেন, শিলচরে পানীয়জলের সমস্যা এক বড় সমস্যা। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের প্রকল্প অনেক পুরনো হয়ে গেছে। এখনও সব বাড়িতে পানীয়জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এই সমস্যা সমাধানে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে। স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরির জন্য ইতোমধ্যে প্রায় ৩২ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। ঘুঙ্গুরে চলছে অমরুথ-২ প্রকল্পের কাজ। আগামী মার্চ মাস নাগাদ এই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এরপর অমরুথ-১ ও ২ নম্বর প্রকল্প মিলিয়ে আরও প্রায় ২১ হাজার পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুরির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শহরের রাস্তাঘাটের সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ক্যাপিটাল মোড় থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার কাজ পূর্ত বিভাগ শুরু করেছে গত পরশু থেকে। অন্যান্য রাস্তাগুলোর সংস্কার যাতে পুজোর আগে করা সম্ভব হয়, এই চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এদিন উদ্বোধন করা পুর নিগম ভবনের জনসাধারণের সুবিধা কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি জানান, ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে তা। 'কিউআর'-ভিত্তিক বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে জানান, আগের পুরসভার ২৮টি ওয়ার্ডে বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬ হাজার। বর্তমানে নিগমের ৪২টি ওয়ার্ডে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ১০ থেকে ১ লক্ষ ১২ হাজার। প্রাথমিকভাবে ১টি বা ২টি ওয়ার্ডে 'পাইলট প্রজেক্ট' হিসেবে চালু করা হবে তা। পরবর্তীতে পুরো ৪২টি ওয়ার্ডের ১ লক্ষ ১০ থেকে ১ লক্ষ ১২ হাজার বাড়িকে এর আওতায় এনে পৃথক পৃথক ম্যাপ তৈরি করে সবাইকে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার' দেওয়া হবে। এমন ব্যবস্থা থাকবে যে, বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহে সাফাই কর্মীরা ওই বাড়িতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে নিরীক্ষণ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বাড়ির নম্বরে লাল চিহ্ন হয়ে উঠবে সবুজ। এভাবে নিগম ভবনে বসেই তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী-আধিকারিকরা জেনে নিতে পারবেন, সাফাই কর্মীরা কোনও বাড়ি বা এলাকা এড়িয়ে যাচ্ছেন কি না। এতে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, শিলচর পুরসভা পুর নিগমে উন্নীত হওয়ায় একদিকে যেমন এলাকা অনেক বেড়েছে, তেমনি পরিষেবা নিয়ে বেড়েছে পুরবাসীর প্রত্যাশাও। পরিষেবার মান বাড়ানো এবং এতে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যেই সংযোজন ঘটানো হচ্ছে প্রযুক্তির। কথার সূত্রে তিনি জানান, নিউ শিলচর এলাকায় 'টাউন হল' নাম দিয়ে একটি অডিটোরিয়াম তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি প্রসঙ্গে জানান, এনিয়ে ইতোমধ্যেই সাড়ে ৩ কোটি টাকার কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যসভা সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ বলেন, নাগরিক পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য এবং দায়বদ্ধ করে তুলতে প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে চালু করা 'কিউআর'-ভিত্তিক বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহ পদ্ধতি-সহ অন্যান্য পরিষেবা যাতে মানুষের কাছে সহজে উপলব্ধ হয়, মাথায় রাখতে হবে একথা। এসব ব্যবস্থা ভবিষ্যতে আরও সহজ করে তোলা যায় কি না, এনিয়েও চিন্তাভাবনা করা জরুরি। তাঁর কথায়, অনেক প্রবীণ ব্যক্তি অনলাইন ব্যবস্থায় ঠিক সড়গড় নন। নতুন ব্যবস্থায় যাতে তাঁরা বিপাকে পড়ে না যান, নজর রাখতে হবে সেদিকেও। কণাদ পুর নিগমের বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মধারা সম্পর্কে সবকিছু তুলে ধরার জন্য ডিসপ্লে বোর্ডের ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দেন।

রাজ্যসভার অন্য সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, জনগণের অভিযোগ নিয়ে পুরকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। এসব অভিযোগ থেকেই সঞ্চারিত হতে থাকে ক্ষোভ। এরপর তিনি পুরকর্মীদের উদ্দেশে আরও বলেন, অনেক কর্মীই প্রযুক্তিকে ভয় পান। তাঁদের মনে শঙ্কা থেকে যায়, হয়তো প্রযুক্তি চাকরির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে এটা মনে রাখতে হবে, 'ডিজিটালাইজেশন' মোটেই নিযুক্তির সমান নয়। তাই এনিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা বলেন, যেসব ব্যবস্থা শুরু হয়েছে, সেসব যাতে দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে, এনিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এসব সঠিকভাবে পরিচালনা করা হলেই উপকারে আসবে জনসাধারণের। পুর নিগমের কমিশনার অংকুর দাস বলেন, নিগমকে জনসাধারণের কাছে এক বন্ধুসুলভ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন তাঁরা। জিপিএস-ভিত্তিক পুর নিগমের যানবাহন অনুসরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানান, এর মাধ্যমে চালকরা কোন্ পথে যানবাহন নিয়ে যাচ্ছেন, তা জানা যাবে। এতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কতটুকু জ্বালানি ব্যবহার হতে পারে, এ সম্পর্কে খতিয়ান পাওয়া যাবে।

এদিন চালু হওয়া জনসাধারণের সুবিধা কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি জানান, এতে মায়েরা যাতে সম্ভ্রম রক্ষা করে তাঁদের শিশু সন্তানদের খাওয়াতে পারেন, এর জন্য আলাদা কক্ষেরও ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু পুর নিগমে কাজের জন্য আসা মায়েরাই নন, আশপাশের এলাকায় অন্যান্য কাজে আসা মায়েরাও ব্যবহার করতে পারবেন এই কক্ষ। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিশনার রাহুলকুমার গুপ্তাও।

'সিএসআর' ফান্ডের অর্থে 'কিউআর'-ভিত্তিক বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহ পদ্ধতি প্রস্তুত করে তোলার কাজ করেছেন অ্যাক্সিস ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকের তরফে প্রকাশ কুমার নামের এক আধিকারিক পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তুলে ধরে জানান, এই ব্যবস্থায় শুধু যে নিগমের কর্তারাই আবর্জনা সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা প্রতিটি বাড়িতে গেছেন, তা জানতে পারবেন এমন নয়, সঙ্গে জনসাধারণও বাড়িতে বসেই তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। এছাড়া কারও বাড়িতে উৎসবে অতিরিক্ত আবর্জনা জমে গেলে সেসব নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদনও জানাতে পারবেন। জিপিএস-ভিত্তিক যানবাহন ট্র্যাকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে পাওয়ার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন রমেশ রায় নামের অন্য একজন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুর নিগমের নির্বাহী আধিকারিক অভিজিৎ বে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি রূপম সাহা, এপিজিসিএল-র ডিরেক্টর নিত্যভূষণ দে, শিলচরের বিধায়ক রাজদীপ রায়ের প্রতিনিধি পুলক দাস, জেলা পরিষদের সভাপতি কঙ্কণনারায়ণ শিকদার, জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজীব রায় প্রমুখ।

নেপাল বিপর্যয়ে মৃত বেড়ে

অজ্ঞাত মরদেহের তথ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দুর্গম এলাকা থেকে ৬,৫৪১ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় ৭,৯১২ জন পুলিশ সদস্য উদ্ধারকাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তবে লাগাতার বৃষ্টি, নদীর জল বৃদ্ধি এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও সেতুর কারণে উদ্ধারকাজে নানা বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

এদিকে, ভারত থেকে বিশেষ উদ্ধার সরঞ্জাম ও ৫.৫ টন জরুরি ওষুধ সহ ১১ সদস্যের উদ্ধারকারী দল নিয়ে পঞ্চম বিমান কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বিপর্যয়ের পর এখনও পর্যন্ত ১৬৩ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি চিন থেকেও ১৫১ জনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে

মাস ধরে ওই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকরা তাদের জমা অর্থ ফেরত না পাওয়ার অভিযোগ তুলে আন্দোলন ও বিক্ষোভ করে আসছিলেন। গ্রাহকদের দাবি, তাদের সঞ্চয় প্রকল্পের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলেও জমা টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে এজেন্টদের সাহায্যে গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রায় ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। অভিযোগকারীদের দাবি, রানী ভোলাগাঁও গাঁও পঞ্চায়েত সমবায় সমিতির নামে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। তৎকালীন সভাপতি সিরাজ আলি পুরো ব্যবস্থার তদারকির পাশাপাশি টাকা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, ২০২৩ সালের জুন মাসের পর থেকে তারা তাদের সঞ্চয়ের টাকা বা প্রাপ্য মুনাফা পাচ্ছেন না। একাধিকবার টাকা ফেরতের আশ্বাস এবং নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হলেও বাস্তবে অর্থ ফেরত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের।

এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছেন সঞ্চয় সংগ্রহকারী এজেন্টরাও। গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জমা দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন এজেন্টরা। কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও গ্রাহকরা তাদের প্রাপ্য অর্থ না পাওয়ায় এখন এজেন্টদের ওপরও টাকা ফেরতের জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। খাটিয়ামারিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এজেন্টরা অভিযোগ করেন, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বকেয়া অর্থের যে পরিমাণ আগে জানানো হয়েছিল, প্রকৃত বকেয়ার অঙ্ক তার চেয়ে অনেক বেশি। তাদের দাবি, সিরাজ আলি একসময় সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রাহকদের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এজেন্টদের হিসাব অনুযায়ী, বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। অর্থ ফেরতের দাবিতে এর আগে ভোলাগাঁও কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের কার্যালয়ের সামনেও একাধিকবার বিক্ষোভ দেখান ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকরা। তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। ক্রমবর্ধমান অভিযোগের পর পলাশবাড়ি থানায় সিরাজ আলির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। বিষয়টি লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছেও জানানো হয়। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকরা সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাদের টাকা উদ্ধারের পাশাপাশি ন্যায়বিচারের দাবি জানান।

তিন সন্তান সহ স্ত্রীকে কুপিয়ে

মেয়ে পাঁচ বছরের রিজিকা বেগম। স্থানীয়রা জানান, এলাকার একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন ফিরোজ। প্রতিবেশীদের মতে, তিনি স্বভাবগতভাবে শান্ত ছিলেন এবং পরিবারের সঙ্গে কখনও অশান্তি হতেও শোনেননি তারা। তবে বুধবার সকালে ওই বাড়ি থেকে আর্তনাদের শব্দ পেয়ে ছুটে যান স্থানীয়রা। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করলেও ফিরোজ ভিতর থেকে দরজা খোলেননি, বরং কাউকে ঘরে ঢুকতে বারণ করেন। পরে প্রতিবেশীরা জোর করে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলে দেখেন, চারজনের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এবং ফিরোজের হাতে একটি রক্তমাখা কুঠার। স্থানীয়রাই প্রথমে তাকে ধরে একটি গাছে বেঁধে রাখেন এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

ঘটনার পর স্থানীয়দের প্রশ্নের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করেন ফিরোজ। তিনি জানান, মাসে মাত্র ১০ হাজার টাকা বেতন পেতেন তিনি। এই সামান্য টাকায় পরিবারের ন্যূনতম চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। এই আর্থিক কষ্ট এবং গ্লানি সহ্য করতে না পেরেই তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার এই স্বীকারোক্তির একটি ভিডিও-ও ছড়িয়ে পড়েছে, যা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিমেনচাপোরি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জিতেন্দ্র বরা জানান, আমরা বাড়ি থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধেমাজি সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছি। অভিযুক্তকে জেরা করা হচ্ছে। পুলিশের এক উর্ধ্বতন কর্তা বলেন, প্রাথমিক তদন্তে আর্থিক অনটনের কথাই উঠে এসেছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ হলেই হত্যার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ উঠেছে, শ্বাসরোধ করে খুনের পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাদের কুঠার দিয়ে কোপানো হয়। তবে পুলিশ জানিয়েছে, এই দাবি এখনও প্রমাণিত নয়। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

রামমন্দিরের প্রথম সিইও

প্রাক্তন আইএএস, একজন প্রাক্তন আইপিএস এবং চারজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা ছিলেন বলে জানা গেছে। প্রায় ৩৯ বছর ভারতীয় বায়ুসেনায় কর্মরত জিতেন্দ্র মিশ্র একজন দক্ষ ফাইটার পাইলট। ১৯৮৬ সালে বায়ুসেনায় যোগ দেওয়ার পর তিনি তিন হাজার ঘণ্টারও বেশি বিমান চালিয়েছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় কম্যান্ডের প্রধানের দায়িত্ব পান। অপারেশন সিঁদুরের সময়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। অতি বিশিষ্ট সেবা পদক ও বিশিষ্ট সেবা পদকে সম্মানিত এই প্রাক্তন সেনাকর্তা এবার রাম মন্দিরের প্রশাসন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনুদান ব্যবস্থাপনার ওপর নজর রাখবেন। নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী তাঁকে অযোধ্যায় স্থায়ীভাবে থাকতে হবে এবং হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে। একই সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও শ্রীরামের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কেও প্রার্থীদের উপযুক্ততা যাচাই করা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।

মোদি মন্ত্রিসভায় বড় রদবদলের

সব মিলিয়ে ১৬-১৭ জন নতুন মুখ মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে।

তবে কারা নতুন করে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্ভাব্য মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক বা চা-চক্রে আলোচনার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আভাস পাওয়া যায়। ফলে আগামী দিনে এ ধরনের বৈঠক হলে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ছবি আরও স্পষ্ট হতে পারে। এবার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের কর্মক্ষমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও আলোচনা রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দফতরের কাজ এবং মন্ত্রীদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি। সম্প্রতি এক মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীদের তৃণমূল স্তরে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনগুলিকেও সম্ভাব্য রদবদলের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন বিজেপির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি পঞ্জাবের রাজনৈতিক লড়াই এবং তার পরবর্তী ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনও দলের কৌশলের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভাব্য সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে বেশ কিছু নতুন মুখকে দেখা যেতে পারে। বিজেপির সহযোগী দলগুলির প্রতিনিধিদেরও মন্ত্রিসভায় আরও বেশি জায়গা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি মন্ত্রকের মধ্যেও অন্তত একটিতে দায়িত্ব পরিবর্তন হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। তবে এই পরিবর্তন শুধুমাত্র কর্মক্ষমতার মূল্যায়নের কারণে নয়, নতুন নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়ার কৌশল হিসেবেও হতে পারে।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর প্রহ্লাদ যোশীকে শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরে স্থায়ী দায়িত্ব বণ্টন নিয়েও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য বর্তমানে একাধিক মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ফলে তাঁদের হাতে থাকা অতিরিক্ত দফতরের কিছু অংশ অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতে পারে। এতে কাজের চাপ কমার পাশাপাশি নতুন মন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ৬৯ জন মন্ত্রী রয়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী, লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি মন্ত্রী রাখা যায় না। সেই হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সর্বোচ্চ ৮১ জন সদস্য থাকতে পারেন। ফলে বর্তমান কাঠামোয় আরও কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করার সাংবিধানিক সুযোগ রয়েছে। সব মিলিয়ে সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে মোদি মন্ত্রিসভায় সম্প্রসারণ ও বড় ধরনের রদবদল হতে পারে বলে জল্পনা তীব্র হয়েছে। তবে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নাম, দফতর পরিবর্তন কিংবা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। ফলে আপাতত পুরো বিষয়টিই রাজনৈতিক মহলের জল্পনা ও সম্ভাবনার পর্যায়ে রয়েছে।

এনআরসি-র দাবিতে উত্তাল

পদক্ষেপ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আস্থার ঘাটতি তৈরি হয়েছে, তা কমানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনা ও পুনর্মিলনের উদ্যোগের ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমস্ত পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপরও তিনি জোর দেন। অধিবেশনের সকালের বৈঠকে প্রবীণ বিরোধী নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ইবোবি সিং একটি মুলতবি প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কিত 'পয়েন্ট অব অর্ডার' উত্থাপন করেন। এরপর বিরোধী সদস্যরা জনগণনা শুরু হওয়ার আগে রাজ্যে এনআরসি বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এনআরসি নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় অধিবেশনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং স্পিকার অধিবেশন দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেন।

এনআরসি-র দাবিতে ২৪ ঘণ্টার

মণিপুরে জনগণনা-২০২৭ শুরু হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার থেকে। তবে এনআরসি নবায়নের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র সরকার সোমবার রাজ্যে জনগণনার কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ার কারণ দেখিয়ে সিজেএফডি তাদের ডাকা সাধারণ বনধ প্রত্যাহার করেনি। ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, থৌবাল, বিষ্ণুপুর ও কাকচিং, উপত্যকার পাঁচ জেলাতেই বনধের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। অধিকাংশ সরকারি দফতর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। বিভিন্ন এলাকায় বনধ সমর্থনকারীরা রাস্তায় কাঠের সামগ্রী ও বাঁশের খুঁটি রেখে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেন বলে জানা গেছে। বনধের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ায় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোংথৌজাম গোবিন্দ সিং পৃথকভাবে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলিকে বনধ প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর মণিপুরে জনগণনা কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই বৈঠকে মণিপুরের রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা, মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। তবে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি এখনও জারি না হওয়ায় সিজেএফডি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে। সংগঠনটির বক্তব্য, জনগণনা স্থগিতের বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবে।

শিরায় প্রপোফল ঢেলে

আত্মহত্যা বলে মনে হলেও আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি।'

প্রপোফল সাধারণত অস্ত্রোপচার এবং আইসিইউতে রোগীকে অচেতন বা গভীরভাবে নিদ্রায় রাখার জন্য শিরায় দেওয়া হয়। মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। এই একই ওষুধের নাম বিশ্বজুড়ে বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছিল পপতারকা মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুর পর। ২০০৯ সালে তাঁর মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রপোফলের অতিরিক্ত প্রয়োগের সঙ্গে অন্যান্য প্রশান্তিদায়ক ওষুধের প্রভাবও উঠে এসেছিল ময়নাতদন্তের তদন্তে। নেমকেয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রয়াস প্রায় ছয় বছর ধরে হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ তিনি হাসপাতালে আসেন এবং সেখানেই রাত কাটান। ভোর ৪টার দিকে কর্মীদের তিনি জানান, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেবেন এবং তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়।

সকাল ৮টা নাগাদ কর্তব্যরত কর্মীদের তাঁর ঘরে কিছু অস্বাভাবিকতা নজরে আসে। তাঁরা অন্য চিকিৎসকদের খবর দেন। পরে চিকিৎসকেরা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশকে খবর দেওয়ার পর দেহ পাঠানো হয় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ বাবুলকুমার বেজবরুয়া জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত প্রপোফলই মৃত্যুর কারণ কি না, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, প্রপোফল প্রচলিত আত্মহত্যার ওষুধ নয়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করলে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়ে কার্ডিও-রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট পর্যন্ত হতে পারে।

এদিকে, পুলিশ প্রয়াসের ব্যক্তিগত জীবন এবং সাম্প্রতিক মানসিক অবস্থার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে। তদন্তকারীদের দাবি, বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি কিছুদিন ধরে অবসাদের মধ্যে ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে এই তথ্য এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার সামগ্রী, হাসপাতালের কর্মীদের বক্তব্য এবং চিকিৎসকের গতিবিধি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার সম্ভাবনা সামনে এলেও মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে অধ্যক্ষ রণজিৎ দাসের বৈঠক

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : অসমের উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং দেশের সামগ্রিক বিকাশে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রণজিৎকুমার দাস। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরমাণু শক্তি, মহাকাশ, কর্মীবিষয়ক, জনঅভিযোগ ও পেনশন দফতরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময় হয়। বৈঠকে জিতেন্দ্র সিং অসমে গত এক দশকে দ্রুত গতিতে যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলেছে, তা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপে অসমের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছে। গত দশকে রাজ্যের উন্নয়নের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অসমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারণ, নতুন উদ্যোগ ও স্টার্টআপকে উৎসাহিত করা এবং ইনকিউবেশন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বিশেষ করে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এবং জৈবপ্রযুক্তি দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচি আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় হয়। জিতেন্দ্র সিং মহাকাশ দফতর ও পরমাণু শক্তি দফতরের বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রযুক্তির কথাও বিধানসভার অধ্যক্ষকে অবহিত করেন। প্রত্যন্ত ও পাহাড়ি এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজে এসব প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ভৌগোলিক তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার

ক্ষেত্রে ভূস্থানিক প্রযুক্তির ব্যবহার অসমের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অসমের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, একসময় আন্দোলন ও উগ্রপন্থাজনিত সমস্যার কারণে সংবাদ শিরোনামে থাকা অসম গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অসম তার অতীতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে দেশের বৃহত্তর উন্নয়নের ধারায় আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, অসমের মানুষ দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হয়েছেন এবং রাজ্যটি ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে জাতীয় স্তরেও অসমের গুরুত্ব বেড়েছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়ন ও অগ্রগতির যে চিত্র ফুটে উঠছে, তা এই পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেন জিতেন্দ্র সিং। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে সাত বছর কাজ করার সময় এই অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার কথা তিনি উল্লেখ করেন। বৈঠকে অসমের বর্তমান উন্নয়নের ধারাকে আরও ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও আধুনিক পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলির উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে, বৈঠকটি অসমের শান্তি, উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলধারায় রাজ্যের আরও শক্তিশালী অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনাকে তুলে ধরে।

চেছরিতে বাড়িতে ঢুকে দুঃসাহসিক হামলা, তাজা গুলি উদ্ধার পুলিশের

শিবির আহমদ বড়ভুইয়া

বড়খলা, ২ সেপ্টেম্বর : বড়খলার চেছরিতে এক দুঃসাহসিক ঘটনা সংঘটিত হল। বড়খলা থানার অন্তর্গত চেছরির বাসিন্দা জাভেদ হোসেন বড়লস্করের বাড়িতে মঙ্গলবার গভীর রাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালায় দুই দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতকারীদের ফেলে যাওয়া তাজা গুলি উদ্ধার পুলিশের। জাভেদ হোসেনকে মারধর করার পাশাপাশি দু'টি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। তারা দশ দিন পর ফের আসার হুমকি দিয়ে গেছে। এতে জাভেদ-সহ গোটা পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

সংবাদমাধ্যমের কাছে জাভেদ হোসেনের প্রদত্ত বয়ান মতে, শনিবার গভীর রাতে চেছরির বাড়িতে আচমকাই দুই দুষ্কৃতী জোরপূর্বক প্রবেশ করে। প্রথমে জাভেদকে জাগিয়ে তুলে তাকে বন্দুক দেখিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দেয় এবং দশ লক্ষ টাকা দাবি করে, দাবি মত টাকা না দেওয়ায় জাভেদকে মারধর করে, এমনকী জাভেদের এক ভাইও সেই সময় বাড়িতে এলে তাকে বেধড়ক মারপিট করে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর জাভেদ হোসেন বড়লস্কর বড়খলা থানায় জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফেলে যাওয়া গুলিটি উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা চেছরি এলাকায়। বর্তমানে পুলিশ এই ঘটনার জোর তদন্ত চালাচ্ছে। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার ও এলাকায় নৈশ প্রহরা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন।

শ্রীভূমিতে ইপিএফ পেনশনার্স সংস্থার আত্মপ্রকাশ

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : অবসরপ্রাপ্ত ইপিএফ/ইপিএস পেনশনারদের বিভিন্ন সমস্যা এবং ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হতে নতুন সংগঠন গড়ে উঠল শ্রীভূমিতে। গোলাপজি মার্কেটে এক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হল 'শ্রীভূমি ইপিএফ পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন'। সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গোপীনাথ। সম্পাদক হয়েছেন তারাকিশোর বণিক (সানি) এবং কোষাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার রায়। সভায় বক্তাদের বক্তব্য, দীর্ঘ কর্মজীবনের পর অবসর নেওয়া বহু ইপিএফ/ইপিএস পেনশনার বর্তমানে নানা সমস্যায় রয়েছেন। ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধি, পেনশন সংশোধন, ডিয়ারনেস রিলিফ, পেনশন সংক্রান্ত নথিপত্রের ত্রুটি এবং পেনশন পেতে দেরির মতো একাধিক সমস্যা রয়েছে তাঁদের। চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়েও পেনশনারদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। নবনির্বাচিত সম্পাদক তারাকিশোর বণিক বলেন, 'এককভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন করা অনেক পেনশনারের পক্ষে কঠিন। তাই সকলকে একটি সংগঠিত মঞ্চে এনে তাঁদের সমস্যাগুলি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।'

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইপিএস ১৯৯৫-এর আওতায় ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধি, পেনশন সংশোধন, ডিয়ারনেস রিলিফ-সহ বিভিন্ন বৈধ সুবিধার দাবিতে ইপিএফও এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিত্ব করা হবে। পাশাপাশি পিপিও ব্যাঙ্ক ও নথিপত্র সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানেও সদস্যদের সহযোগিতা করা হবে।

তবে সংগঠনটি কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয় বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক এই সংগঠন পেনশনারদের স্বার্থে শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত পথে কাজ করবে বলে সভায় জানানো হয়। নবগঠিত সংগঠনকে আগামী দিনে শ্রীভূমির ইপিএফ/ইপিএস পেনশনারদের একটি শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সভায় উপস্থিত সদস্যরা। জেলার সমস্ত ইপিএফ/ইপিএস পেনশনারকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শ্রীভূমিতে অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সার্ভের জন্য সহযোগিতার আহ্বান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্র সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স কার্যালয়ের নির্দেশনায় রাজ্য সরকারের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান নির্দেশালয় জেলা ও মহকুমা স্তরের কার্যালয়গুলির মাধ্যমে রাজ্যে প্রথমবারের মতো অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক সার্ভে পরিচালনা করতে যাচ্ছে। এই নমুনা সার্ভের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য মূলত রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অসংগঠিত অ-কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান মূল্যায়নে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে ব্যবহৃত হবে।

শ্রীভূমি জেলায় সার্ভে পরিচালনার জন্য মোট ৮০টি গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের ব্লক পুরসভার ওয়ার্ডের এরিয়া-সহ নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান কার্যালয়ের এনুমারেটর এবং সুপারভাইজার নির্বাচিত গ্রাম ও ব্লকগুলিতে সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। সার্ভের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বিঘ্নে এবং সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য শ্রীভূমির ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স কার্যালয় থেকে জেলার সমস্ত সার্কল অফিসার, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জেলা পরিষদের সিইও-র মাধ্যমে সব জিপি সচিবকে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের সম্পূর্ণ সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত

সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান বার্তাজীবী সংঘের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর : প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যবিমা যোজনার সুবিধা, পুজো উপলক্ষে বোনাস এবং অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য পেনশন ঘোষণা করায় এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে অসম বার্তাজীবী সংঘ। এক বিবৃতিতে অসম বার্তাজীবী সংঘের সভাপতি মধুসূদন মেধি এবং সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনকুমার শর্মা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি রাজ্যের সাংবাদিকদের প্রতি সরকারের সম্মান এবং তাঁদের কাজের স্বীকৃতি। অসমেও সাংবাদিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আহ্বান জানিয়েছে অসম বার্তাজীবী সংঘ। বিবৃতিতে সংঘের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারের কাজকর্ম ও বিভিন্ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি জনগণের সমস্যাগুলি সরকারের নজরে আনার জন্য সাংবাদিকরা দিনরাত কাজ করে চলেছেন। কিন্তু অসমের অধিকাংশ সাংবাদিক আজও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অসম সরকার ২০১৭ সাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য পেনশন চালু করলেও এর আওতায় থাকা সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং পেনশনের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইভাবে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা জরুরি। অর্থের অভাবে বহু সাংবাদিক উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে জার্নালিস্ট মেডিক্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিমের অধীনে চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা অর্থের সামান্য অংশই পরিশোধ করা হয়। এই কমিটির বৈঠকও বর্তমানে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। বৈঠক নিয়মিতভাবে আয়োজনের ক্ষেত্রেও জনসংযোগ বিভাগের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তৎপরতার অভাব রয়েছে। একইভাবে, রাজ্যের মূলধারার বহু সাংবাদিক আজও আবেদন করার পরেও জনসংযোগ বিভাগের পরিচয়পত্র পাননি। এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন স্বয়ং জনসংযোগ বিভাগ।

অন্যদিকে, সরকারি পরিচয়পত্র পেতে সক্ষম না হওয়া একাংশ সাংবাদিকদের অবসরের দিনও এগিয়ে আসছে। বিষয়টি অসম বার্তাজীবী সংঘ গত ৪ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর ব্যক্তিগত প্রধান সচিব জনসংযোগ বিভাগের সঞ্চালককে এ বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছিলেন। যদিও বাস্তবে সেই নির্দেশ দুই মাসেও কার্যকর হয়নি। রাজ্যের সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি জনসংযোগ বিভাগের আধিকারিকদের দক্ষতা ও ভূমিকার ওপর নির্ভর করে বলে উল্লেখ করে অসম বার্তাজীবী সংঘ এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জনসংযোগ বিভাগের সঞ্চালক ও আয়ুক্তের কাছেও আহ্বান জানিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে বৈঠক করতে ব্যর্থ সাংবাদিক-সংক্রান্ত জনসংযোগ বিভাগের বিভিন্ন কমিটি ভেঙে দিয়ে দ্রুত নতুন কমিটি গঠনেরও দাবি জানিয়েছে অসম বার্তাজীবী সংঘ।

বিবৃতিতে রাজ্যের সব শ্রেণির মানুষের কল্যাণে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে বলে উল্লেখ করে, গত বছরের মতো এবারও ১ জানুয়ারি সাংবাদিক পেনশন ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্যের সাংবাদিকদের অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন অসম বার্তাজীবী সংঘের সভাপতি মধুসূদন মেধি ও সাধারণ সম্পাদক অঞ্জনকুমার শর্মা।

গণেশ চতুর্থী ঘিরে মূর্তিপাড়ায় ব্যস্ততা তুঙ্গে, বাড়তি খরচে চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর : সামনে গণেশ চতুর্থী। উৎসবকে ঘিরে রাজধানী আগরতলার মূর্তিপাড়াগুলিতে এখন চরম ব্যস্ততা। দিন-রাত এক করে গণেশ মূর্তি তৈরির কাজে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। কোথাও চলছে শেষ মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজ, কোথাও আবার দেওয়া হচ্ছে প্রাথমিক রঙের প্রলেপ। তবে উৎসবের আবহের মধ্যেও স্বস্তিতে নেই শিল্পীরা। একদিকে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, অন্যদিকে মূর্তি তৈরির আনুষঙ্গিক সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে দুশ্চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা। ক্যালেন্ডারের পাতা এগিয়ে আসছে গণেশ চতুর্থীর দিন। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পালিত হবে গণেশ চতুর্থী। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণেশ আরাধনার প্রসার ক্রমেই বাড়ছে। ফলে গণেশ পুজোকে কেন্দ্র করে মূর্তির চাহিদাও বেড়েছে। সেই চাহিদা মেটাতে রাজধানীর বিভিন্ন মূর্তিপাড়ায় এখন দিন-রাত কাজ চলছে। মূর্তি তৈরির শেষ পর্যায়ে এসে ব্যস্ততা আরও বেড়েছে। মাটির কাজ শেষ করে মূর্তিতে প্রাথমিক রঙের প্রলেপ দেওয়া, শুকানো এবং পরবর্তী সময়ে সাজসজ্জার কাজ করতে হবে। কিন্তু আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা শিল্পীদের কাজকে কঠিন করে তুলেছে। কখনও রোদ, আবার কখনও বৃষ্টি; এই পরিস্থিতিতে প্রতিমা শুকানো নিয়েও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ফলে সময়মতো প্রতিমা প্রস্তুত করা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন শিল্পীরা। এর সঙ্গে নতুন করে চিন্তা বাড়িয়েছে মূর্তি তৈরির আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দাম। গণেশ মূর্তির সাজসজ্জার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মুকুট, অলঙ্কার, কাপড়-সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে মূর্তি আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। কিন্তু এবার সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় মূর্তি তৈরির খরচও অনেকটাই বেড়েছে। মৃৎশিল্পীদের দাবি, যে আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দাম আগে ১১০ টাকা ছিল, সেটির বর্তমানে বেড়ে প্রায় ২৫০ টাকা হয়েছে। ফলে মূর্তির দাম বাড়ানো ছাড়া কার্যত উপায় থাকছে না। এক মৃৎশিল্পী জানান, বাড়তি খরচের তুলনায় মূর্তি বিক্রি করে লাভ খুব বেশি হচ্ছে না। তাই বর্তমানে তিনি নতুন করে বেশি অর্ডার নিচ্ছেন না। তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই ৮০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে এক লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের মূর্তির অর্ডার রয়েছে। পাশাপাশি ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের মূর্তিরও অর্ডার রয়েছে। তাঁর তৈরি ১৮ ইঞ্চি উচ্চতার গণেশ মূর্তি প্রায় ৭ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ওই শিল্পীর কথায়, মূর্তির আনুষঙ্গিক সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি আবহাওয়ার অনিশ্চয়তাও তাঁদের কাজকে কঠিন করে তুলেছে। সময়মতো প্রতিমা তৈরি করে শুকিয়ে রং ও সাজসজ্জার কাজ শেষ করতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হয়। অথচ সব ঝুঁকি এবং অতিরিক্ত খরচের পরও মূর্তি বিক্রি করে লাভের পরিমাণ খুবই সীমিত। সব মিলিয়ে মৃৎশিল্পীদের জীবন এখন প্রবল চাপের মধ্য দিয়ে চলছে। শহরের আরেক মৃৎশিল্পী জানান, শুধু আনুষঙ্গিক সামগ্রী নয়, মূর্তি তৈরির মূল উপকরণ নিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে খড়, সুতলি এবং উপযুক্ত মাটির জোগান নিয়ে সংকট রয়েছে। যে কোনও ধরনের এঁটেল মাটি দিয়ে ভালো মানের মূর্তি তৈরি করা সম্ভব নয়। মূর্তি তৈরির জন্য উপযুক্ত মাটির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই মাটির জোগানও বর্তমানে পর্যাপ্ত নয় বলে দাবি তাঁর। গণেশ চতুর্থীর আগে একদিকে যেমন মূর্তিপাড়ায় উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে, তেমনই মৃৎশিল্পীদের মুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। চাহিদা বাড়লেও কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার প্রতিকূলতা তাঁদের আয়ের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। উৎসব যত এগিয়ে আসছে, ততই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মূর্তি তৈরির কাজ শেষ করার চাপে রয়েছেন রাজধানীর মৃৎশিল্পীরা।

নগাঁওয়ে মাধবদেবের ৪৩০তম তিরোভাব তিথি পালন

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নগাঁও জেলায়ও শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে পালিত হল মহাপুরুষ মাধবদেবের ৪৩০তম তিরোভাব তিথি। অসমিয়া জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের প্রিয় শিষ্য মাধবদেবের তিরোভাব তিথিকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন সত্র, নামঘর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিনভর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহাপুরুষ মাধবদেবের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন সত্র ও নামঘরে নাম-প্রসঙ্গ, গীত-নৃত্যসহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভক্ত ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে একাধিক নামঘর ও সত্র মুখরিত হয়ে ওঠে নাম-প্রসঙ্গের সুরে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহাপুরুষ মাধবদেবের জীবন, আদর্শ, ভক্তিবাদ এবং অসমীয়া সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। এদিন নগাঁও জেলার অন্যতম অগ্রণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নবরূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলেও বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে মহাপুরুষ মাধবদেবের ৪৩০তম তিরোভাব তিথি উদযাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের খুদে শিক্ষার্থীরা খোল-প্রসঙ্গ পরিবেশনের পাশাপাশি মহাপুরুষ মাধবদেবের অনবদ্য সৃষ্টি বরগীতের সুরে সত্রীয়া নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষাগুরুরাও দিহা নাম পরিবেশন করেন। তাঁদের সম্মিলিত পরিবেশনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক আধ্যাত্মিক ও ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। নবরূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মহাপুরুষ মাধবদেবের জীবনাদর্শ, তাঁদের অনবদ্য সৃষ্টি এবং অসমে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের অবদান তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করানোর পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও ভক্তির চেতনা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানা গেছে।

অবসরপ্রাপ্ত কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক বুদ্ধকুমার নাথকে সংবর্ধনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২ সেপ্টেম্বর : নগাঁও জেলা কৃষি বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক বুদ্ধকুমার নাথকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এ উপলক্ষে নগাঁও জেলা কৃষি বিভাগের কার্যালয়ের সভাগৃহে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা কৃষি আধিকারিক নিখিল নারায়ণ বরুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা কৃষি বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীদের পাশাপাশি সারা অসম কনিষ্ঠ কৃষি আধিকারিক সংস্থার নগাঁও জেলা সমিতির কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক বুদ্ধকুমার নাথকে গামছা, চেলেং, ধুতি ও বিভিন্ন গ্রন্থের সংকলন দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। সভায় জেলা কৃষি আধিকারিক নিখিল নারায়ণ বরুয়া বুদ্ধকুমার নাথের দীর্ঘ কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চাকরিজীবনে নাথ সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করেছেন। কৃষি বিভাগের উন্নয়নে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি অবসর-পরবর্তী জীবনের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে সহকারী পরিদর্শক কল্যাণ বরুয়া, সহকারী সঞ্চালক অসীম পাঠক, মফিদুর রহমান, পরিদর্শক ভূপেন বরা, দীপক শইকিয়া, অমল বরুয়া, মোহন বরা এবং সাংবাদিক কনক হাজরিকা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বুদ্ধকুমার নাথের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক স্মরণ করে তাঁর অবসরজীবনের সুখ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে নগাঁও জেলা কৃষি বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনার জবাবে বুদ্ধকুমার নাথ তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনের পাতার পর

মিজোরামে ভারি বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে

নদীর জল উল্টো দিকে প্রবেশ বন্ধ করা গেলে প্রতিবছরের বন্যার প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা এবং জলমগ্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বন্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পানিসাগর নালায় স্লুইচগেট নির্মাণের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা।

জিরিবামে ৮০ কোটি টাকার ব্রাউন

৮০ কোটি টাকা বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া নগদ ১,৫০০ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তি এবং উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য জিরিবাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে এই অভিযানে বিভিন্ন নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কার্যকর অভিযানের নজির উঠে এসেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে আগামী দিনেও অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

লাহরিঘাটে দালালকে আটক করে

ঘণ্টা আগেই নতুন সমজেলা কমিশনার অনুরাগ ফুকন আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নতুন কর্মকর্তা কার্যভার নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় এটি বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে লাহরিঘাট পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতোমধ্যে পুলিশ ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সচেতন মহল প্রশাসনের কাছে এধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

১৭ বছর পরও গ্র্যাচুইটি থেকে

গ্র্যাচুইটি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তদানীন্তন স্কুলসমূহের উপ-পরিদর্শক প্রফুল্লকুমার দেব-সহ তদানীন্তন বড়বাবু ও অন্যান্যরা জেল হাজতে গেলেও পরবর্তীতে জামিনে ছাড়া পেয়ে বহাল তবিয়তে জীবনযাপন করছেন। অথচ ভুক্তভোগী শিক্ষকরা তাঁদের প্রাপ্য অর্থ পাননি বলে ভুক্তভোগী শিক্ষকদের পক্ষে এম দেব সিংহ অভিযোগ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। কাটলিছড়া শিক্ষা ব্লকের বিপুলাসুন্দরী পাঠশালার প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা স্মৃতি আচার্য গ্র্যাচুইটির টাকা না পেয়ে পৃথকভাবে হাইলাকান্দি সদর থানায় ৫৫৯/২০১০ মামলা দায়ের করেছিলেন। তাঁর মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রফুল্ল দেবকে গ্রেফতার করে। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা স্মৃতি আচার্যের গ্র্যাচুইটির এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো বারো টাকা এবং জিআইএস-র সাতাশ হাজার দুইশো নয় টাকা তখন আত্মসাৎ করা হয়েছিল। স্মৃতি আচার্য বারবার শিক্ষাধিকারিকদের দরবারে দৌড়ঝাঁপ করেও কোনও ফল না পেয়ে থানায় মামলা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজের প্রাপ্য টাকা না পেয়ে মারা যান।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে স্মৃতিকণা আচার্য-সহ অবসরপ্রাপ্ত আরও আট শিক্ষকের গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটে। তখন অবসরপ্রাপ্ত আট শিক্ষকের আটত্রিশ লক্ষ টাকার গ্র্যাচুইটি কেলেঙ্কারিতে লিপ্ত থাকার অভিযোগে হাইলাকান্দি ডিআই অফিসের তদানীন্তন বড়বাবু দেবব্রত চৌধুরী ও ছোটবাবু সেলিম উদ্দিন লস্কর জেল হাজতে যান এবং চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। ডিআই অফিসের আধিকারিক, কর্মী সিন্ডিকেট মিলে তখন লালা, কাটলিছড়া ও হাইলাকান্দি শিক্ষা ব্লকের আটজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার গ্র্যাচুইটি-সহ অন্য পাওনা প্রায় আটত্রিশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। পরবর্তীতে আরও তিনজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের গ্র্যাচুইটির অর্থ আত্মসাতের তথ্য ফাঁস হয়। সবমিলিয়ে ১১ জন শিক্ষক তাদের প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির টাকা আজ অবধি পাননি বলে অভিযোগ।

এদিকে, এই কেলেঙ্কারির প্রায় ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও ওইসব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আজ পর্যন্ত তাদের প্রাপ্য টাকা পাননি। যার ফলে বর্তমানে অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে ওইসব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দিনানিপাত করছেন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেও টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। গ্র্যাচুইটি কেলেঙ্কারির শিকার হতভাগ্য অসহায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন রাজেশ্বরপুর এলপি স্কুলের এম দেব সিংহ, শিশুকল্যাণ এলপি স্কুলের ইসমাইল আলি বড়ভুইয়া, রাঙ্গাউটি এলপি স্কুলের ফুলু গুপ্তা, এআর মেমোরিয়াল এলপি স্কুলের আব্দুল ওয়াহিদ বড়ভুইয়া, একশো রংপুর এলপি স্কুলের দীপ্তিরানি নাথ, হরিচরণ মহামায়া এলপি স্কুলের জ্যোৎস্না চৌধুরী, ব্রজবাসী এমভি স্কুলের পরিতোষ পুরকায়স্থ, টাউন গার্লস এলপি স্কুলের রত্না দেব বিশ্বাস, দুর্গাচরণ এমভি স্কুলের বিনয়ভূষণ শর্মা, নগদীরগ্রাম এলপি স্কুলের আজির উদ্দিন চৌধুরী ও বিপুলাসুন্দরী পাঠশালার প্রয়াত স্মৃতি আচার্য। রাজেশ্বরপুর এলপি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এম দেব সিংহ বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারছেন না। ২০০৯ সালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ওই কেলেঙ্কারির পর অনেক আন্দোলন হলেও আজ পর্যন্ত অসহায় শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য টাকা না পেয়ে হতাশায় ভুগছেন। অসহায় শিক্ষকদের পক্ষে রাজেশ্বরপুরের এম দেব সিংহ এ নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, আজ ১৭ বছর পরও তাঁরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য টাকাগুলো পাননি। জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ এ নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড অথচ সেই জাতির মেরুদণ্ড রক্ষাকারী শিক্ষকদের প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির টাকা আজও দিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট বিভাগ। তাই সামনে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। এই দিবসের আগে গ্র্যাচুইটি বঞ্চিত শিক্ষকদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে হাইলাকান্দি জেলায় শিক্ষক দিবস পালন হোক। তখন হবে প্রকৃত শিক্ষক সম্মাননা কিংবা শিক্ষক দিবস পালন। এদিকে, কেলেঙ্কারি বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস ও কাটলিছড়া-আলাগাপুরের বিধায়ক জুবাইর আনাম মজুমদারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগীরা।

আকাশপথে জঙ্গি হামলা ঠেকাতে

আকাশপথের হুমকি মোকাবিলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল সংস্থা সিআইএসএফ বর্তমানে বিমানবন্দর, পরমাণু কেন্দ্র, মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, তেল শোধনাগার-সহ ৩৭০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার এবং তার ক্রমবর্ধমান জটিলতার ফলে অননুমোদিত বা সন্দেহজনক ড্রোন দ্রুত সনাক্ত করে নিষ্ক্রিয় করা এখন নিরাপত্তার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যেই বাহিনীর ৩ হাজারেরও বেশি কর্মীকে ড্রোন ও অ্যান্টি ড্রোন ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৮০টি সিআইএসএফ ইউনিট নিয়মিত নজরদারি, হুমকি সনাক্তকরণ এবং প্রশিক্ষণের কাজে ড্রোন ব্যবহার করছে। সমঝোতার অন্যতম লক্ষ্য হল রাজস্থানের বেহরোরে সিআইএসএফের রিক্রুট ট্রেনিং সেন্টারকে ড্রোন এবং কাউন্টার ড্রোন ব্যবস্থার একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনেই এই কেন্দ্রের পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি ড্রোন ফেডারেশন দেশের বিভিন্ন ড্রোন স্টার্টআপ ও প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে সিআইএসএফের যোগাযোগ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা প্রস্তুতি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। সমঝোতাপত্র অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা স্থাপনায় কাউন্টার ড্রোন ব্যবস্থা চালুর জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর তৈরি, পরীক্ষামূলক প্রকল্প, সন্দেহজনক ড্রোনের ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং ঘটনার পর তদন্তের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি তৈরি করা হবে। পাশাপাশি বাস্তবসম্মত পরিস্থিতিতে যৌথ মহড়া ও রেড টিমিংয়ের মাধ্যমে ড্রোন অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ, অনুসরণ, মোকাবিলা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতিও যাচাই করা হবে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পড়ুয়াদের নিয়ে হ্যাকাথন ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে। সিআইএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল প্রবীর রঞ্জন বলেন, বেহরোরকে ড্রোন ও কাউন্টার ড্রোন ব্যবস্থার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। ড্রোন ফেডারেশনের সঙ্গে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের পাশাপাশি বাস্তব ও পরিবর্তনশীল ড্রোন হুমকির বিরুদ্ধে বাহিনীর প্রস্তুতি যাচাই করা সম্ভব হবে। ড্রোন ফেডারেশনের সভাপতি স্মিত শাহ বলেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতীয় ড্রোন শিল্প সিআইএসএফকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে প্রস্তুত। দেশীয় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে নিরাপত্তার বাস্তব প্রয়োজনকে যুক্ত করাই এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য।

পুজোর আগেই পাহাড়ে শীতের

বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটায় ধুয়ে আরও সতেজ হয়ে উঠেছে পাহাড়ের সবুজ। পাহাড়ি রাস্তা, গাছপালা থেকে উপত্যকা, সব কিছুতেই এখন কুয়াশার নরম আস্তরণ।

দূরের পাহাড় অনেক সময় চোখেই পড়ছে না। কয়েক হাত দূরের দৃশ্যও কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার সাদা পর্দায়। দূর থেকে দেখলে মনে হচ্ছে, সাদা মেঘের সমুদ্রে ভেসে রয়েছে গোটা পাহাড়ি শহর। প্রকৃতির এই খেয়ালেই হাফলং সাময়িক ভাবে যেন সত্যিই পরিণত হয়েছে 'মেঘের শহরে'। আবহাওয়ার এমন হঠাৎ বদলে অবশ্য মন খারাপ নেই পর্যটকদের। বরং কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, বৃষ্টিভেজা রাস্তা, মেঘের আনাগোনা এবং শীতের হালকা আমেজ উপভোগ করতেই ব্যস্ত তাঁরা। শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানেও পর্যটকদের মোবাইল ফোন ও ক্যামেরায় বন্দি হচ্ছে হাফলংয়ের এই নতুন রূপ। কখনও মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া, কখনও বৃষ্টিতে ধুয়ে ওঠা সবুজে ঝলমল করছে পাহাড়। মুহূর্তের মধ্যে বদলে যাওয়া সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করছেন পর্যটকেরা। অনেকের কাছেই এই সময়ের হাফলং পরিচিত পাহাড়ি শহরের চেয়ে একেবারেই আলাদা। শুধু মেঘ-বৃষ্টিই নয়, ডিমা হাসাওয়ের প্রকৃতিতে শীতের আগমনের আর একটি ইঙ্গিত মিলছে পরিযায়ী পাখির আনাগোনায়। জেলার জলাশয়, জলাভূমি ও নিরিবিলি প্রাকৃতিক এলাকায় শীতের সময়ে প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে। শরতের শুরুতেই তাদের আগমনের সম্ভাবনা প্রকৃতিপ্রেমীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ তৈরি করেছে।

পাখিপ্রেমীদের আশা, আগামী কয়েক সপ্তাহে শীতের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি সংখ্যায় পরিযায়ী পাখি ডিমা হাসাওয়ের বিভিন্ন প্রাকৃতিক এলাকায় আসবে। ফলে হাফলংয়ের পাহাড়, মেঘ-কুয়াশার পাশাপাশি পরিযায়ী পাখিও পর্যটনের নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে। দুর্গাপুজোর ছুটি সামনে। সেই সময় পাহাড়ে বেড়ানোর পরিকল্পনা করছেন বহু পর্যটক। তার আগে থেকেই মেঘ-কুয়াশায় মোড়া হাফলংয়ের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় পর্যটকদের আগ্রহও বাড়ছে। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা, এমন মনোরম আবহাওয়া বজায় থাকলে পুজোর মরসুমে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে বৃষ্টিভেজা সবুজ পাহাড়, মেঘের আনাগোনা এবং সকালের কুয়াশা, এই তিনের মেলবন্ধন পুজোর সময়ে হাফলংকে অন্য রকম আকর্ষণ দিতে পারে। তার সঙ্গে যদি পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে, তা হলে প্রকৃতিপ্রেমী ও ফটোগ্রাফারদের কাছেও ডিমা হাসাও হয়ে উঠতে পারে আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য। দুর্গাপুজোর আগেই পাহাড়ে শীতের এই হালকা আমেজ তাই শুধু ঋতু বদলের বার্তা নয়। মেঘ-কুয়াশায় মোড়া পাহাড়, পর্যটকদের আনাগোনা এবং পরিযায়ী পাখির প্রত্যাশা, সব মিলিয়ে ডিমা হাসাওয়ে যেন আগেভাগেই বেজে উঠেছে পর্যটন মরসুমের ঘণ্টা। আর হাফলং? এই মুহূর্তে সে যেন সত্যিই, 'মেঘের শহর'।

কুমারপাড়া কাণ্ড : ৩ লক্ষ টাকার

মেটানো সম্ভব নয়। তবে এই কঠিন ও অন্ধকার সময়ে রাজ্য সরকারের এই সময়োপযোগী ও মানবিক উদ্যোগ শোকস্তব্ধ পরিবারগুলিকে কিছুটা হলেও আর্থিক সম্বল ও ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস জোগাবে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই অরুণাচল কুমারপাড়া এলাকায় এই ভয়াবহ ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় গৌতম পাল নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন বাড়িতে কাজ করছিলেন একদল শ্রমিক। ওই বাড়ির একটি সদ্যনির্মিত ভূগর্ভস্থ জলাধারের ভেতরে থাকা কাঠ ও বাঁশের সাটারিং খোলার প্রয়োজন ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সাটারিং খোলার জন্য প্রথমে একজন শ্রমিক জলাধারের সংকীর্ণ মুখ দিয়ে নিচে নামেন। কিন্তু দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা জলাধারের গভীরে জমে থাকা অত্যন্ত বিষাক্ত ও প্রাণঘাতী গ্যাসে মুহূর্তের মধ্যে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এবং উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে একে একে আরও তিনজন শ্রমিক নিচে নামেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভেতরে অক্সিজেনের তীব্র অভাব ও বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে চারজনই ভেতরে আটকা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। ঘটনার খবর পেয়ে পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী দল এসে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চারজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারান সুদীপ পাল, দেবাশিস পাল, নন্দন পাল ও নিলয় পাল। এই চারজন শ্রমজীবী যুবকের এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র কুমারপাড়া ও পশ্চিম শিলচর এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের হারিয়ে পরিবারগুলি এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল। রাজ্য সরকারের এই দ্রুত আর্থিক অনুদান হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিতে।

বিজেপিতে প্রার্থিত্বের জন্য দীর্ঘ

সূত্রটি আরও জানান, মঙ্গলবার পর্যন্ত আবেদন করার জন্য ফর্ম সংগ্রহ করেছিলেন ২৫৩ জন। এদিন আরও ১১ জন ফর্ম সংগ্রহ করায় সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ২৬৪। দলে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আগামীকাল বৃহস্পতিবার। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীকালের দিনটাতে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য দলীয় কার্যালয়ে আরও দীর্ঘ হবে লাইন। এসবের মাঝে প্রার্থী হতে আগ্রহীদের শিক্ষাগত শংসাপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। এর জন্য গঠন করা হয়েছে পাঁচ সদস্যের স্ক্রুটিনি কমিটি। জানা গেছে, কমিটির সদস্যরা আগামীকাল থেকেই শুরু করবেন তাদের কাজ। এদিকে, কংগ্রেসে বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে আবেদনপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়া। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রার্থী হতে বেশ কয়েকজন আবেদনপত্র সংগ্রহ করলেও তা পূরণ করে জমা দিয়েছেন ৩ জন। কংগ্রেসের এই প্রক্রিয়া চলবে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

স্বস্তির পথে নিউ হারাঙ্গাজাও!

হবে। লাইট ইঞ্জিনের চলাচলে কোনও সমস্যা না দেখা দিলে পরবর্তী ধাপে ওই লাইনে মালগাড়ি চালিয়ে পরীক্ষা করা হবে। মালগাড়ি চলাচলের পরীক্ষাতেও সবুজ সঙ্কেত মিললে তবেই যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য ২ নম্বর লাইন খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশন সংলগ্ন রেলপথের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দীর্ঘদিন ধরে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাটির স্থিতিশীলতা-সহ একাধিক বিষয় মাথায় রেখে ধাপে ধাপে পুনরুদ্ধারের কাজ এগিয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এত দিন বিকল্প লাইনের মাধ্যমে ট্রেন চলাচল সচল রাখা হয়েছিল।

এবার ২ নম্বর লাইনের ট্র্যাক লিঙ্কিং সম্পূর্ণ হওয়ায় সেই জট অনেকটাই কাটল। তবে রেলকর্মীদের কাছে এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিরাপত্তা। তাই লাইট ইঞ্জিন এবং মালগাড়ির পরীক্ষামূলক চলাচলের পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রেল মহলের বক্তব্য, প্রথমে লাইট ইঞ্জিন, তার পর মালগাড়ি প্রতিটি ধাপে পরীক্ষা সফল হলেই যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য খুলে দেওয়া হবে ২ নম্বর লাইন। অর্থাৎ বুধবারের ট্র্যাক লিঙ্কিং শেষ হওয়া নিঃসন্দেহে বড় অগ্রগতি হলেও যাত্রী ট্রেন চলাচলের আগে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পরীক্ষা বাকি রয়েছে। ২ নম্বর লাইন খুলে গেলে নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনে ট্রেন পরিচালনায় চাপ অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে ট্রেন চলাচল আরও স্বাভাবিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার পথও প্রশস্ত হবে। এখন নজর বৃহস্পতিবারের দিকে। রাতভর পর্যবেক্ষণের পর সকালের পরীক্ষায় ট্র্যাক নিরাপদ বলে ছাড়পত্র মিললে দুপুরে লাইট ইঞ্জিন চলবে। তার পর মালগাড়ি। সব পরীক্ষাই সফল হলে বহু প্রতীক্ষিত ২ নম্বর লাইন খুলে যাবে যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য। নিউ হারাঙ্গাজাওকে ঘিরে তাই পাহাড়ি রেলপথে ফিরছে নতুন আশার আলো।

ভূপেন হাজরিকার গানেই মানুষে

সাংস্কৃতিক সংগঠন খুশি স্মৃতি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শতাধিক শিল্পী গানে গানে মহান শিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় ড. ভূপেন হাজরিকার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সতু রায়, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস, অসিত দত্ত, অরূপ রায় প্রমুখ। নিজের বক্তব্যে সতু রায় বলেন, সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি অসমেও ড. ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। দক্ষিণ অসমের বিভিন্ন জেলাতেও তাঁকে স্মরণ করে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় সীমান্ত শহর শ্রীভূমিতে খুশি স্মৃতি সংস্থার এই আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভূপেন হাজরিকা বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করার এবং সারা দেশে পরিচিতি লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেয়। সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে গোটা ভারতের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে সক্ষম হন। সতু রায়ের মতে, ভূপেন হাজরিকা অসমিয়া ভাষাভাষী হলেও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর গানও বাঙালির হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। বিশেষ করে 'মানুষ মানুষের জন্যে' গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে মানুষে মানুষে হানাহানি ও বিভেদের আবহে ভূপেন হাজরিকার মানবিক বার্তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, ভূপেন হাজরিকার অসংখ্য গানের মূল সুর ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন ও সামাজিক সংহতি। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে তাঁর গানকে স্মরণ ও অনুধাবন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কলকাতায় দীর্ঘদিন অবস্থানকালে সেখানকার মানুষেরও তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে মন জয় করেছিলেন। 'ও গঙ্গা তুমি বইছো কেন' গানের প্রসঙ্গ টেনে সতু রায় বলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনাচার, অবিশ্বাস ও হানাহানির বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির বার্তা এই গানের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। ভূপেন হাজরিকা শুধু সুরকার বা গায়ক ছিলেন না, তিনি একজন লেখকও ছিলেন বলে উল্লেখ করেন সতু রায়। জাতিভেদ প্রথার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ও সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলেও তিনি জানান। সতু রায় বলেন, বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান, অসমিয়া, মারোয়াড়ি-সহ বিভিন্ন ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ছাতার তলায় আনার যে প্রয়াস ভূপেন হাজরিকা চালিয়েছিলেন, তার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। তাই তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর গান আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে শতাধিক শিল্পী ভূপেন হাজরিকার বিভিন্ন গান পরিবেশন করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পাশাপাশি এগারো জন শিল্পীকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। সম্মানিত শিল্পীরা হলেন— শাশ্বতী ভট্টাচার্য, কবিতা রায়, রণধীর রায়, রঞ্জিত চৌধুরী, নীলিমা দেব, মিনতি ভট্টাচার্য, শিবানী ব্রহ্মচারী, সুব্রত খাজাঞ্চি, শেখররঞ্জন শর্মা, অনুপম দেব এবং সুকেশ মালাকার। পরবর্তীতে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা ভিত্তিক আয়োজিত ভূপেন হাজরিকার সংগীত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুলেখা দত্ত চৌধুরী, সৌমিত্র পাল, ছন্দা রায় সিং, গৌরীশ নন্দী, অমৃতলাল বণিক, সমাজকর্মী তরুণ চৌধুরী, বিশ্বনাথ দেব প্রমুখ।

বাঁশিরগ্রামে রক্তক্ষয়ী হামলা

ছুটে আসতে দেখে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর স্থানীয়দের সহায়তায় রক্তাক্ত অবস্থায় বদরুল ইসলামকে উদ্ধার করে শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। ঘটনার পর আহতের ভাই আব্দুল আজিজ বদরপুর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত এজাহার দায়ের করেন। এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন আহতের পরিবারের স্থানীয় জনগণ।

বিধায়ক কমলাক্ষকে 'যোগ উৎসব'

তুলে ধরেন। বিশেষ করে যোগ সচেতনতা কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ শিবির, কর্মশালা এবং পেশাদার যোগ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন বিধায়ককে 'যোগ উৎসব' স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। সংস্থার এগজিকিউটিভ মেম্বার তথা বরাক ভ্যালির কো-অর্ডিনেটর নিরোজিৎ দাস বিধায়কের হাতে ওই স্মারক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার যোগ পরম্পরার লিগ্যাসি পার্সন যোগাচার্য রাহুল। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার পর বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন এবং যোগ শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁর মতে, বর্তমান সময়ে শরীর ও মনের সুস্থতা বজায় রাখতে নিয়মিত যোগচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যস্ত জীবনযাত্রায় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য যোগ একটি কার্যকর ও অনন্য সাধন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। নিরোজিৎ দাস জানান, ইতোমধ্যেই সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় যোগ সচেতনতা অনুষ্ঠান, কর্মশালা এবং পেশাদার প্রশিক্ষণমূলক কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও আর্থিক ভাবে অসচ্ছল মানুষের কাছেও যোগ শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে বিনামূল্যে যোগ শিক্ষা প্রদানের প্রকল্প রয়েছে। আগামী দিনে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে যোগ শিক্ষার সুফল পৌঁছে দিতে আরও বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি। সংস্থার প্রতিনিধিদের বক্তব্য, যোগকে শুধু শরীরচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য।

জনগণের বন্ধনেই শক্ত হোক

বাংলাদেশের জনগণ ও নির্বাচিত সরকারই দেশের জন্য কী ভাল, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। দু'দেশের স্বার্থ বিবেচনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফর করবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। এ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে বলেও জানান হাইকমিশনার। এদিন ভারতের হাইকমিশনার স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ, ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রকের উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরের সঙ্গে পৃথক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকগুলোতে সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়, ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং রোহিঙ্গা সংকট-সহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। হাইকমিশনার বলেন, জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ আরও বাড়িয়ে দু'দেশের সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ভারত আগ্রহী। ঢাকা-নয়াদিল্লির সামনে এখন তাই সম্পর্ককে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন আরও গভীর করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পারস্পরিক মর্যাদা, আস্থা ও সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে এগিয়ে চলাই হতে পারে এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের আগামী দিনের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি।

সহযোগিতার আশ্বাস বিধায়ক জাকারিয়ার

ভাষা শহিদদের স্বীকৃতি, বাংলাকে রাজ্যের সহযোগী ভাষার দাবি বরাকবঙ্গের

জাকারিয়া আহমদকে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : অসমের দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা রাজ্যের সহযোগী ভাষার সরকারি স্বীকৃতি না পাওয়ায় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বাংলাকে রাজ্যের সহযোগী ভাষার সরকারি স্বীকৃতির জোরালো দাবি জানানো হয়। দাবি জানানো হয়, বরাকের ভাষা শহিদদের সরকারি স্বীকৃতির। একইসঙ্গে ১৯৬১-র ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গঠিত মেহরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের দাবিও জানানো হয়েছে। গত রবিবার শ্রীভূমিতে সংগঠনের জেলা সমিতি জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সে অনুষ্ঠানে ওইসব দাবি তোলা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ। অন্যান্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবির সঙ্গে সে সম্পর্কে বিধায়কের কাছে স্মারকপত্র পেশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখার সময় বিধায়ক জাকারিয়া বরাকবঙ্গের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন। প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে সে-সব দাবি পেশ করবেন।

সংগঠনের শ্রীভূমি জেলার সভাপতি সুবীরবরণ রায়ের পৌরোহিত্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় পেশ করা অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে বরাকবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি। বিশেষত কর্পাস ফান্ড প্রকল্পে সরকারি অর্থসাহায্য দাবি করা হয়। ওই প্রকল্পে এর আগে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক সংগঠনকে অর্থসাহায্য দেওয়া হলেও উপেক্ষিত হয় বরাকবঙ্গ। দিসপুরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে সে দাবি পেশ করা হলেও কোনও কাজে আসেনি বলে জানিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া জানানো হয়, বিভিন্ন সংগঠনকে রাজ্য সরকারের বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রকল্পেও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বরাকবঙ্গের অনুদান। বার্ষিক সরকারি অর্থসাহায্য আগের মতো নিয়মিত করার দাবি জানানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর অর্থসাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিও জানানো হয়। সুযোগ মতো দাবি আদায়ের চেষ্টা করবেন বলে বিধায়ক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

স্থানীয় পর্যায়ের দাবিগুলি যথাসময়ে বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক আহমদ। জেলা সভাপতি সুবীরবরণ, সহসভাপতি মাশুক আহমদ ও জেলা সম্পাদক নন্দকিশোর বণিক স্বাক্ষরিত দাবিসংবলিত স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়, অসমের বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতি সত্তার সমস্যা-সংকটে পঞ্চাশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে বরাকবঙ্গ। পাশাপাশি অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর মর্যাদা রক্ষায় সমান তৎপর সংগঠন। বহুভাষিক সমন্বয় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে কাজ করে যাচ্ছে বরাকবঙ্গ। সাংগঠনিক কর্মধারার বিস্তৃতিতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বরাকবঙ্গের বিস্তারকাজ সহ কলকাতায় একটি অধ্যায় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে বলে জানানো হয়। বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সংগঠনের প্রতিধিদলের বৈঠকের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া জানানো হয়, রাজ্য সরকার অনুমোদিত একটি দূরশিক্ষা কেন্দ্র নয় বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। প্রতি বছর কয়েকশো শিক্ষিত যুবক-যুবতী বাংলা ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট নিচ্ছেন। সরকারি চাকরি লাভের ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেট সহায়ক হচ্ছে। চলতি দশম শিক্ষাবর্ষে রেকর্ড এক হাজার শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আটশোর অধিক সফল হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সন্তু রায় বিভিন্ন দাবির প্রসঙ্গে পরিপূরক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়কের তৎপরতা কামনা করেন। বাংলাভাষা রাজ্যের সহযোগী ভাষার মর্যাদা না পাওয়ায় ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ড. সব্যসাচী রায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে কর্পাস ফান্ডের সরকারি সাহায্য খাতে সংগঠনের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। নাগরিকত্ব-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সংগঠনের তৎপরতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে এর আগের দুই মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ও সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে সাংগঠনিক প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের কথা জানান তিনি। গগৈ সরকারের আমলে অসমিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ ইস্যুতে বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রণব গগৈর ডাকা সরকারি বৈঠকে অংশগ্রহণ-সহ অধ্যক্ষের সঙ্গে সংগঠনের প্রতিধিদলের এক ঘন্টার পৃথক সরকারি বৈঠকের কথাও উল্লেখ করেন প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক।

প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জোর দেন। তাতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি আদায়ের কাজ সহজ হবে বলে মত পোষণ করেন তিনি। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশিত হয় সম্মেলন সঙ্গীত। পরিবেশন করেন মঞ্জু দাস, নিলজকান্তি দাস, গোবিন্দ দত্ত প্রমুখ। উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয় বিধায়ক জাকারিয়া আহমদকে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমন্ত্রিতরা অনুষ্ঠান সফল করে তোলায় সকলকে ধন্যবাদ জানান সঞ্চালক মাশুক আহমদ।

নিলামবাজারে কৃত্রিম বন্যায় বিপর্যস্ত জনজীবন, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার, ২ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘস্থায়ী বর্ষণ ও জলসম্পদ বিভাগের গাফিলতির অভিযোগে দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র বৃহত্তর নিলামবাজার এলাকায় কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। লঙ্গাই নদীর তীরবর্তী একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ ও কৃষক এই পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগের শিকার। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ভুক্তভোগীরা। নিলামবাজার-যাত্রাপুর সড়কে ফের জল জমে যাওয়ায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। লঙ্গাই নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দীঘলবাক-সহ নদী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বন্যার জল ঢুকে পড়ছে। নিলামবাজার, ভেড়ারপাট্টা, যাত্রাপুর, রতনপুর, বনুগ্রাম, দীঘলবাক, হালঘাটি, বাহাদুরপুর, পুরাণগ্রাম-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের রাস্তাঘাট দীর্ঘ সময়

নিলামবাজারে কৃত্রিম বন্যায় প্লাবিত সড়ক।

ধরে জলের নীচে থাকায় স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বন্যার জেরে গবাদিপশুর খাদ্যসংকটও দেখা দিয়েছে। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বহু পরিবার। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কৃষকরা। কৃষিঋণ নিয়ে শাইল ধানের চাষ করলেও বন্যার জলে বহু কৃষকের ধানক্ষেত তলিয়ে গিয়ে ফসল নষ্ট হচ্ছে। ফারমপাশা, তকিপুর, আলমখানি, ঈশ্বরশ্রী, ঘোড়ামারা, থামুয়া, তালতলা, বড়াস্তর, মেঘনাবড়াস্তর ও সুপ্রাকান্দি এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিও জলের নীচে রয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, লঙ্গাই নদীর ভাঙন রোধ ও নদী সংস্কারে দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। জলসম্পদ বিভাগের গাফিলতির কারণেই নিলামবাজার-যাত্রাপুর সড়কে বারবার কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিলামবাজার শহর গঠনের কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও নাগরিক পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের পাশে নিলামবাজার সার্কল অফিস, পশু চিকিৎসালয়, অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী ও সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু জলমগ্ন অবস্থায় যাতায়াত কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এমনকী নৌকা চলাচলের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। বারবার কৃত্রিম বন্যায় জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অবিলম্বে নদী সংস্কার, ভাঙন প্রতিরোধ এবং জলনিকাশির স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে ভুক্তভোগী জনগণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিমা সপ্তাহে হাইলাকান্দি এলআইসিতে রক্তদান শিবির

৬০ বছর বয়সেও রক্তদানে নজির হীরারানি দত্তের

রক্তদান করছেন হীরারানি দত্ত। পাশে অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় জীবন বিমা নিগমের (এলআইসি) ৭০তম বিমা সপ্তাহ উপলক্ষে হাইলাকান্দি শাখার উদ্যোগে বুধবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে দুই মহিলা-সহ মোট ১১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ৬০ বছর বয়সি হীরারানি দত্তের রক্তদান বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন এদিন প্রথমবার রক্তদান করেন।

শিবিরের সূচনায় প্রদীপ প্রজ্বলন করেন এলআইসি হাইলাকান্দি শাখার শাখা প্রবন্ধক লিয়েনজামাং লৌবুম। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক তথা এনএইচএম-র মিডিয়া এক্সপার্ট মনিকা দাস। সহযোগী সংস্থা বরাক ভ্যালি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের হাইলাকান্দি জেলা শাখার সভাপতি সুশান্তমোহন চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক রঞ্জিত ঘোষ, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি সুদর্শন ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি মাধবী শর্মা, সুশীল পাল, আলতাফ হোসেন, শিপ্রা শর্মা মহন্ত ও জানকী নুনিয়া-সহ অন্যান্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শঙ্কর চৌধুরী, আব্দুল জলিল বড়ভুইয়া, নিবরিতি বর্মন-সহ ফোরামের সদস্যারা। এলআইসি-র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আলতাফ হোসেন লস্কর, কার্তিকচন্দ্র মজুমদার, অমিয়াংশু ভট্টাচার্য-সহ আধিকারিক ও কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে শাখা প্রবন্ধক লিয়েনজামাং লৌবুম বলেন, বিমা পরিষেবার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রেও এলআইসি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। রক্তদান এমন একটি মহৎ উদ্যোগ, যার মাধ্যমে একজনের রক্ত অন্য একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে।

এদিনের শিবিরটি ছিল হাইলাকান্দি এলআইসি শাখার ১৮তম রক্তদান শিবির। শিবিরে মহিলা রক্তদাতা বীণা পালের রক্তদানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর মহবত আহমদ, হাসান আহমদ, শিলাদিত্য পুরকায়স্থ, রাহাতুজ্জামান, মুসলে উদ্দিন আহমদ, অভিজিৎ রায়, আবুল খয়ের মজুমদার, হীরারানি দত্ত-সহ অন্যান্যরা রক্তদান করেন।

হাইলাকান্দি এসকে রায় সিভিল হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক ডাঃ অমিত সিনহার তত্ত্বাবধানে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সহযোগিতা করেন তীর্থপ্রসাদ মালাকার, শান্তা শর্মা, বদরুল ইসলাম, সিন্ধু দাস-সহ ব্লাড সেন্টারের কর্মীরা। বক্তারা নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিমা সপ্তাহের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এলআইসি-র সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতারও দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে।

শহিদ রাজীব নুনিয়ার নামে উধারবন্দে রাস্তার আনুষ্ঠানিক নামকরণ

সাময়িক প্রসঙ্গ, উধারবন্দ, ২ সেপ্টেম্বর : দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া শহিদ রাজীব নুনিয়ার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে দয়াপুরের একটি রাস্তার নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় দয়াপুর ব্রিজ রোড এলপি স্কুলের পাশের রাস্তাটির আনুষ্ঠানিক নামকরণ করেন উধারবন্দের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক উপস্থিত হলে স্থানীয় গ্রামবাসী তাঁকে বরণ করে নেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তাটির নাম 'শহিদ রাজীব নুনিয়া সড়ক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নামকরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা বলেন, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা শহিদ রাজীব নুনিয়ার আত্মত্যাগকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজীব নুনিয়ার ত্যাগ ও বলিদানের কথা যাতে মানুষ কখনও ভুলে না যায় এবং তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকেন, সেই লক্ষ্যেই তাঁর নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, স্থানীয় গ্রামবাসী ও জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল শহিদ রাজীব নুনিয়ার নামে রাস্তাটির নামকরণ করা। সরকারিভাবেও রাস্তাটির নামকরণের জন্য কাছাড়ের জেলা কমিশনার, সাংসদ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উধারবন্দের বিডিও সাধনা কাটারপি, সহকারী বিডিও পারভেজ চৌধুরী, দয়াপুর ও উধারবন্দ জিপির সভানেত্রী রুমন গোয়ালা ও কাকলি কর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শহিদ রাজীব নুনিয়ার বাবা-মা রাজেন্দ্রপ্রসাদ নুনিয়া ও ইন্দিরাবতী নুনিয়া, ভমভম নুনিয়া, সঞ্জয় দুবে, সুধাংশু দাস, রূপক দে-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গ্রামবাসী।

ফলক উন্মোচন করছেন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা।

আমড়াঘাট এমকে দে সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত

বিধায়ক অমিয়কান্তি দাসের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ২ সেপ্টেম্বর : আমড়াঘাট মহেন্দ্রকুমার দে জুনিয়র কলেজ তথা বর্তমান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল যদি না থাকত, তা হলে অনেককেই মাধ্যমিকের পর মাঝপথে লেখাপড়া ছাড়তে হতো। মঙ্গলবার আমড়াঘাট মহেন্দ্রকুমার দে জুনিয়র কলেজ তথা বর্তমান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা উল্লেখ করেন ধলাইর বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস।

তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে এলাকার শিক্ষানুরাগ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল। যার ফলে আমড়াঘাট, গঙ্গানগর, দর্মি, মণিয়ারখাল, মতিনগর, মোহনখাল, রামমানিকপুর প্রভৃতি গ্রামের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করে। এই স্কুলে পড়াশোনা করে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আর অনেকেই নিজের জীবনের বেশিরভাগ সময় কোনও পারিশ্রমিক ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করেছেন। বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস বলেন, কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তদানীন্তন ভুবনহিল পঞ্চায়েত কার্যালয়ে, সেই সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। বলেন, কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নের অনেকেই আজ পৃথিবীতে নেই, তাদের তিনি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানান। এদিন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বিধায়ক বলেন, শিক্ষাই হচ্ছে মূল সম্পদ। তিনি পুথিগত শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করে সুনাগরিক হয়ে সমাজ এবং রাষ্ট্রহিতে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এদিন শুরুতে স্কুলের পক্ষ থেকে বিধায়ক অমিয়কান্তি দাসকে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানান স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী প্রদীপ দাশ বাচ্চু। বিধায়কের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন শিক্ষিকা সুপর্ণা চক্রবর্তী ও একটি ফুলের চারা বিধায়কের হাতে তুলে দেন করণিক দিলীপ দাশ। সকালে পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুব্রত চৌধুরী, অধ্যাপক হিমাংশু চক্রবর্তী। শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিহাড়ায় পশু চিকিৎসা শিবিরে ব্যাপক সাড়া

সাময়িক প্রসঙ্গ, কালাইন, ২ সেপ্টেম্বর : বিজেপি কিষান মোর্চার ব্যবস্থাপনায় এবং কাছাড় জেলা পশুপালন বিভাগ ও কাছাড় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় বুধবার বিহাড়া দীননাথপুর মাঠে এক পশু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৩৫টি গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। শিবিরে বক্তব্য রাখেন বিজেপি কিষান মোর্চার কাছাড় জেলা সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কালীবাড়ি-বিক্রমপুর জেলা পরিষদ সদস্যা পম্পি দাস, কিষান মোর্চার জেলা কোষাধ্যক্ষ তাপস সাহা, কিষান মোর্চার কালাইন মণ্ডল সভাপতি জয়দীপ দেব। শিবিরে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডাঃ দীপঙ্কর পাল, ডাঃ এস এ বড়লস্কর। তাঁদের সহযোগিতা করেন ভিএফএ অমলেন্দু দাস, ভিএফএ সুমিতা নাথ, পিএ হারলবি তিমুখ। কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, আগামী দু'মাসের মধ্যে জেলার ২৩ মণ্ডলে দু'টি করে পশু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিবির সফল করে তোলার জন্য তিনি পশুপালন বিভাগ এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক এবং কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের প্রতিবাদে করিমগঞ্জে ধরনা কংগ্রেসের

শ্রীভূমিতে ধরনায় সামিল কংগ্রেস কর্মকর্তাদের একাংশ।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের প্রতিবাদে করিমগঞ্জে ধরনা কর্মসূচি পালন করল জেলা কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে ইন্দিরা ভবনের সম্মুখে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থের নেতৃত্বে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা ধর্নায় অংশ নেন। হাতে প্লে-কার্ড, ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ বলেন, আরএসএস এবং বিজেপির কয়েকজন কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলে জানান। একইসঙ্গে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জেরে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা চলছে। তাপস পুরকায়স্থ বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা বিরোধী দলের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক মত প্রকাশের সেই অধিকার খর্ব করার যে কোনও প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের জন্য উদ্বেগের। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহার না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

ধরনা কর্মসূচিতে জেলা কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী, জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, বদরুল হক, নৃপেন্দ্রচন্দ্র দাস, মহিদুল ইসলাম, অহিরঞ্জন দে, টিনা সেন, হাসিনা রহমান, ধ্রুবজ্যোতি দাস, কমর উদ্দিন, শঙ্কু পাল চৌধুরী, মনোজ দে-সহ জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন কর্মসূচিকে ঘিরে ইন্দিরা ভবন তথা জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সম্মুখস্থলে দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর-কে কেন্দ্র করে দলের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানান শাহাদত আহমদ চৌধুরী।

লালা লায়ন্স ক্লাবের কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করলেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মনোজ ভজাংক

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ২ সেপ্টেম্বর : ক্লাবের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সেবামূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি সরেজমিনে জানতে লায়ন্স ক্লাব অব লালার অফিসিয়াল ভিজিট করলেন লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২২জি-র ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মনোজ ভজাংক। মঙ্গলবার রাতে লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের সভাকক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে ক্লাবের বোর্ড অব ডিরেক্টস, কর্মকর্তা ও সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। চলতি ২০২৬-২৭ লায়ন্স বর্ষে বরাক উপত্যকায় তাঁর প্রথম অফিসিয়াল ক্লাব ভিজিট হওয়ায় কর্মসূচিটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। লালায় ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরের সফরটি শুরু হয়েছিল দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। লায়ন্স ক্লাব অব লালার স্থায়ী প্রকল্প লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। উদ্বোধনী কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর রাতে ক্লাবের নির্ধারিত অফিসিয়াল ভিজিটে যোগ দেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর। একই দিনে লায়ন্সের সেবামূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা— দু'টি পর্বেই তাঁর উপস্থিতি লালা ক্লাবের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাতের ক্লাব ভিজিটের অনুষ্ঠানে ক্লাবের পক্ষ থেকে চলতি লায়ন্স বর্ষে গ্রহণ করা বিভিন্ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। সমাজসেবা, মানবিক উদ্যোগ, সদস্যপদ বৃদ্ধি, ক্লাবের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করেন ক্লাবের কর্মকর্তারা।

ক্লাব সভাপতি নুরুল মজুমদার ক্লাবের সামগ্রিক কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাসপাতালটি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে মানসম্মত চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলেও জানান তিনি। ক্লাবের উপস্থাপিত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর মনোজ ভজাংক। লায়ন্স ক্লাব অব লালার ধারাবাহিক সমাজসেবামূলক উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বিশেষভাবে লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের মতো স্থায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি উল্লেখ করেন। মানুষের সেবায় লায়ন্সের কর্মকাণ্ডকে আরও বিস্তৃত করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি ক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মসূচিতে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ক্লাব ভিজিট উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় পর্বে ক্যাবিনেট মেম্বার দিলীপকুমার সরফ, সব্যসাচী রুদ্রগুপ্ত ও তাপস সাহা-সহ লায়ন্সের অন্যান্য কর্মকর্তারাও বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের বর্তমান কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও মতবিনিময় হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যদের উৎসাহিত করেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর। উপস্থিত ক্লাব সদস্যদের প্রত্যেককে ডিস্ট্রিক্ট পিন পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ডিস্ট্রিক্ট গভর্নরের এই ভিজিট সদস্যদের নতুন উদ্যমে সেবামূলক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে উৎসাহ জুগিয়েছে। কর্মসূচিতে ক্লাব সভাপতি নুরুল মজুমদার, সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ, কোষাধ্যক্ষ ইকবাল বাহার মজুমদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, স্বপনকুমার রায়, নচিকেতা নাথ, হিফজুর রহমান লস্কর, হিমাংশু রায়, সালেম মাহমুদ বড়লস্কর-সহ বোর্ড অব ডিরেক্টসের সদস্য ও ক্লাবের সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

ভুটানের কুরিসু বাঁধের জল ছাড়ায় বিপদসীমার ওপরে বইছে বেকি নদী

এবার নিম্ন অসমে বন্যার আশঙ্কা

নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে জনগণকে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, বরপেটা রোড, ২ সেপ্টেম্বর : ভুটানের কুরিসু বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পর হঠাৎ করে বেড়ে গেল বেকি নদীর জলস্তর। ইতোমধ্যেই বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর জল। আচমকা জলস্তর বৃদ্ধিতে বেকি নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি আরও অবনতি হলে নিম্ন অসমের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার দুপুরে ভুটানের কুরিসু জলাধার থেকে জল ছাড়ার পর তার প্রভাব পড়তে শুরু করে বেকি নদীতে। দ্রুত বাড়তে থাকে নদীর জলস্তর। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে নদীর তীরবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ও উদ্ধারকারী বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এসএসবি, এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তারাও বেকি নদীর তীরবর্তী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। যে কোনও ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে উদ্ধারকারী দল ও নৌকা। নদীতে জলস্তর আরও বাড়লে দ্রুত মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছে। বিশেষ করে কাউকে নদীতে মাছ ধরতে না যাওয়া এবং কোনও কারণেই নদীর জলে না নামার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে কেউ নদীতে নামলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও মাইকিংয়ের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ বিপদসীমার ওপরে নদীর জল প্রবাহিত হতে শুরু করায় বেকির তীরবর্তী বহু পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির আশঙ্কায় অনেকে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন। তবে কোনও বাসিন্দা যাতে বিপদের মধ্যে না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছেন। বেকি নদীর জলস্তর আরও বাড়লে নদী সংলগ্ন নিচু এলাকাগুলিতে জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে সতর্কতা জারি রাখা হয়েছে।

জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে ভুটান থেকে জল ছাড়ার জেরে বেকি নদীর জলস্তরের এই আকস্মিক বৃদ্ধি নিম্ন অসমের মানুষের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বর্ষাকালে বেকি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি ও বন্যার আশঙ্কা নতুন ঘটনা নয়। তবে এবার আচমকা জল বাড়ায় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে, বেকি নদীর জলস্তরের ওপর নিবিড় নজর রাখছে প্রশাসন। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। বর্তমানে নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক ও নিরাপদে থাকার পাশাপাশি প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইয়াদগারে আউলিয়া মহফিল বদরপুরে, মাজার পুনর্নির্মাণে আড়াই কোটি টাকার বাজেট

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক হজরত আল্লামা শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী বড় সাহেবজাদা ও খলিফা হজরত আল্লামা মাহমুদুর রহমান বদরপুরি (রহঃ)-র ওফাত দিবস উপলক্ষে 'ইয়াদগারে আউলিয়া মহফিল' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বদরপুর বুন্দাশিল মাজার শরিফ প্রাঙ্গণে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মহফিলের সূচনা করেন উপস্থিত ইসলামি পণ্ডিতরা। পরে আমন্ত্রিত অতিথিরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হজরত মওলানা বাহা উদ্দিন চৌধুরী (দাসগ্রাম, নিলামবাজার), হজরত মওলানা মহবুব আহমদ (ইমাম, বুন্দাশিল মসজিদ), কারি আব্দুল জব্বার (কালাছড়া, ত্রিপুরা), হজরত মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ (চরগোলা, করিমগঞ্জ), হজরত মওলানা আনোয়ার উদ্দিন (সভাপতি, উত্তর-পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কেন্দ্রীয় কমিটি), হজরত মাওলানা আলতাফ হোসেন (শিক্ষক, রাতাবাড়ি নিজামিয়া টাইটেল মাদ্রাসা) এবং শিক্ষক হোসেন আহমদ (মাছিমপুর) প্রমুখ। মহফিলে বুন্দাশিল মাজার শরিফের পুনর্নির্মাণ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ৪ জানুয়ারি মাজার শরিফকে বৃষ্টির জল ও জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষার পাশাপাশি পুনর্নির্মাণের জন্য মওলানা মোস্তাক আহমদ বদরপুরিকে সভাপতি এবং ইয়াকুবিয়া টাইটেল মাদ্রাসার সভাপতি মিছবাহুল ইসলাম মজুমদারকে সম্পাদক করে নির্মাণকাজ পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এদিন ওই কমিটির পক্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার অনুমোদিত মাজার শরিফ পুনর্নির্মাণের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকার বাজেট মহফিলে উপস্থাপন করা হয়। বাজেট বাস্তবায়নে বুজুর্গান ও উলামায়ে কেরামের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন সম্পাদক মিছবাহুল ইসলাম মজুমদার। মাজার পুনর্নির্মাণের জন্য সংগৃহীত অনুদান আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২৬-র মধ্যে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি আগামী ১৯ জানুয়ারি, ২০২৭ অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক ইছালে সওয়াব মহফিলে মাজার শরিফের পুনর্নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মহফিলের সমাপনী পর্বে খতমে খাজেগান, মিলাদ শরিফ, আখেরি মোনাজাত ও শিরণি বিতরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন আলহাজ হজরত মওলানা মোস্তাক আহমদ বদরপুরি।

জিরি-লংকুকের ১৫ কিলোমিটার সড়কে উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২ সেপ্টেম্বর : ডিমা হাসাওয়ে জিরি-লংকুক সড়কের ১৫ কিলোমিটার অংশের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বুধবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। অসম দুর্যোগ-সহনশীল পাহাড়ি এলাকা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় করিডর-২ এর অন্তর্ভুক্ত এই সড়কটি উন্নত করা হবে। প্রকল্পটি নির্দিষ্ট দ্বিতীয় প্যাকেজের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সড়ক উন্নয়নের ফলে ডিমা হাসাও জেলার দুর্গম এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত সহজ হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য ও অন্যান্য পরিষেবার সুযোগও আরও বিস্তৃত হবে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবোলাল গার্লোসা বলেন, একটি শক্তিশালী ও দুর্যোগ-সহনশীল সড়ক ব্যবস্থা শুধু মানুষের যাতায়াতের পথকে সুগম করে না, বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে যোগাযোগও আরও দৃঢ় করে। এর পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং পাহাড়ি এলাকার মানুষের জন্য নতুন কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সুযোগ তৈরিতেও উন্নত সড়ক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, জিরি-লংকুক সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ডিমা হাসাওয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে উন্নয়নের সুযোগ আরও সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, জেলা পরিকল্পনা পর্ষদের সহ-সভাপতি তথা পরিষদ সদস্য ধৃতী থাওসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য মনজয় লাংথাসা, মনজিৎ নাইডিং ও নোজিৎ কেম্প্রাই পরিষদ সদস্য রামগালুংবে জেমে ও জন পাইথং, হাডিংমা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রনমানন জোহরি, সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা, হাডিংমার মৌজাদার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রামপ্রধান। দেবোলাল গার্লোসা পাহাড়ি জেলাগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দুর্যোগ-সহনশীল পাহাড়ি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কাজ ডিমা হাসাওকে আরও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে আরও সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সড়কের কাজের সূচনায় সিইএম দেবোলাল গার্লোসা সহ অন্যান্যরা।

কাজিরবাজারে রেলগেট নির্মাণের দাবিতে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ প্রতিনিধি দল

রশিদ আহমেদ

রাতাবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : কাজির বাজারের উত্তর পাশে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং নির্মাণের দাবিতে বুধবার মালিগাঁওয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য কার্যালয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য তথা রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং ডিমান্ড কমিটির উপদেষ্টা হেলাল আহমেদ খান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কালিগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্যার প্রতিনিধি রিজু আহমেদ তালুকদার এবং সমাজসেবী ফয়জুর রহমান তালুকদার। রাতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশপাশের প্রায় ২০টি গ্রামের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াতের পথ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই কাজিরবাজারের উত্তর পাশে একটি স্থায়ী রেলগেট নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকাবাসী। লেভেল ক্রসিং না থাকায় প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ফলে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। গত ৩০ জুন যাত্রীরা চেন টেনে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করায় রাতাবাড়ি-আতানগর সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে রেল কর্তৃপক্ষ ওই সড়কটি বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নিলে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং ডিমান্ড কমিটি। কমিটির প্রতিনিধিরা সাংসদ কৃপানাথ মালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টির দ্রুত সমাধানের দাবি জানান। সাংসদ রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপাতত রাস্তা বন্ধ না করার উদ্যোগ নেন এবং সেখানে লেভেল ক্রসিং নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানান। এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার হেলাল আহমেদ খানের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল মালিগাঁওয়ে রেল কর্তৃপক্ষের হাতে সাংসদ কৃপানাথ মালার স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। স্মারকলিপিতে কাজিরবাজারের উত্তর পাশে দ্রুত রেলগেট নির্মাণের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি প্রায় ২০টি গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়। প্রতিনিধিরা আশা প্রকাশ করেন, দ্রুত রেলগেট নির্মাণের মাধ্যমে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘটবে এবং নিরাপদ ও স্বাভাবিক যাতায়াতের পথ সুগম হবে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাইজর দলের তীব্র আক্রমণ, অখিল গগৈকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, লংকা, ২ সেপ্টেম্বর : লঙ্কা প্রেসক্লাবে মঙ্গলবার রাইজর দলের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দলের উপ-সভাপতি বেদান্ত লস্কর কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে রাজনৈতিক লড়াই না করে কংগ্রেস বিভিন্নভাবে বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছে। একই সঙ্গে রাইজর দল ও দলের নেতা অখিল গগৈকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বেদান্ত লস্করের দাবি, আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের আশঙ্কা থেকেই দলের নেতারা অখিল গগৈকে নিয়ে সমালোচনা ও রাজনৈতিক প্রচারে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য বিজেপিকে প্রতিহত করা নয়, বরং রাইজর দলকে রাজনৈতিকভাবে চাপে রাখা। গত নির্বাচনে অসমিয়া জাতির স্বার্থে রাইজর দল কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন লস্কর। তবে তাঁর দাবি, পরবর্তীতে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে তাঁরা হতাশ হয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জনগণের স্বার্থ উপেক্ষার যে অভিযোগ রয়েছে, সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও কংগ্রেসের সমালোচনা করেন রাইজর দলের নেতা।

তাঁর বক্তব্য, যোরহাট, চড়াইদেও, শিবসাগর সহ বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বহু মানুষের মৃত্যু ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। বন্যাকবলিত মানুষের ক্ষতিপূরণের দাবিতে অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ ও আবেদন করেছেন বলে জানান তিনি। লস্করের অভিযোগ, এই সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করেই কংগ্রেস অখিল গগৈকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'আশীর্বাদ নিতে যাওয়া' বলে কটাক্ষ করছে। তাঁর দাবি, বন্যার্ত মানুষের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানোকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কংগ্রেসকে তা মোকাবিলায় আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান বেদান্ত লস্কর। একইসঙ্গে অখিল গগৈ ও রাইজর দলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আক্রমণ বন্ধ করারও দাবি জানান তিনি।

টানা বৃষ্টিতে নগাঁওয়ে ফের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, প্লাবিত ৯২টি গ্রাম

সুনীল রায়

নগাঁও, ২ সেপ্টেম্বর : কিছুটা উন্নতির পর টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ফের অবনতি হয়েছে নগাঁও জেলার বন্যা পরিস্থিতির। নগাঁও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলার ৯২টি গ্রাম বর্তমানে বন্যার কবলে পড়েছে। এর মধ্যে রূপহী রাজস্ব চক্রের ৩৮টি, সামাগুড়ি রাজস্ব চক্রের ৩৩টি এবং নগাঁও সদর রাজস্ব চক্রের ২১টি গ্রাম রয়েছে। গত কয়েক দিনের অবিরাম বৃষ্টির ফলে কার্বি পাহাড় থেকে নেমে আসা জল ডিজু নদীতে পড়ায় এবং নগাঁও শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত সোনাই নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। পাশাপাশি কলং, কপিলী, নিশারী ও ননৈ-চাপানালা নদীর জলস্তরও বেড়েছে। তবে বর্তমানে এসব নদীর জল বিপদসীমার নিচে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় জেলার ১৭,৭৯৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৫,১৫২.১ হেক্টর কৃষিজমি প্লাবিত রয়েছে। এদিকে, টানা বৃষ্টির কারণে নগাঁও জেলার দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ি নদী বরপানীর জলস্তরও দ্রুত বাড়ছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের জল বরপানী নদীতে পড়ায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে নদীটি বিপদসীমার নিচে থাকলেও বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে জলস্তর আরও বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।পরিস্থিতির অবনতি হলে লংজাপ, কচুয়া সহ দক্ষিণ নগাঁওয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

হোজাই জেলা মধ্য ইংরেজি শিক্ষক সংস্থার নতুন কমিটির শপথ

শপথ গ্রহণ শেষে এক ফ্রেমে শিক্ষক সংস্থার নতুন কমিটির কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ২ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক সমাজের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত ও অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে শপথ নিল হোজাই জেলা মধ্য ইংরেজি শিক্ষক সংস্থার নবনির্বাচিত ৩১ সদস্যের কমিটি। মঙ্গলবার ডবকা বিদ্যামন্দির মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি সঞ্জয় দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালিক লস্কর। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নবনির্বাচিত পদাধিকারীদের ফুলাম গামোছা পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর সংস্থার প্রাক্তন কর্মকর্তা মাখনচন্দ্র বিশ্বাস নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ নেন সভাপতি পরিতোষ দাস, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালিক লস্কর, সহ-সভাপতি সাবির আহমেদ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক শ্যামকিশোর সিংহ ও আব্দুল সবুর, রাজ্য সদস্য খলিলুর রহমান-সহ মোট ৩১ জন সদস্য। শপথ গ্রহণের পর অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। শিক্ষক সমাজের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান, শিক্ষার্থীদের জন্য সুস্থ ও অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, শিক্ষকদের অধিকার ও সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই সংগঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষক সমাজের স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে নবনির্বাচিত কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন। এদিন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার অঙ্গীকার করেন নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা।

হয়বরগাঁওয়ে মাদক ব্যবসার অভিযোগ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২ সেপ্টেম্বর : নগাঁও শহরের হয়বরগাঁও পুলিশ ফাঁড়ির অধীন নারামারি, ইংলিশ পট্টি, হেরাপাতি, কাতিমারী, ছোটরূপহী সহ বিভিন্ন এলাকায় মাদক, দেশি মদ ও গাঁজার অবাধ কারবার চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এমন বেআইনি কর্মকাণ্ড চললেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। কাতিমারীর টানপাড়া এলাকায় প্রায় এক মাস আগে মাদক বিক্রির অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে বিষয়টি জানান। অভিযোগ, এরপরও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ কয়েকজন বাসিন্দা এক মাদক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালান এবং বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দু'জনকে গ্রেফতার করে। এরপর কিছুদিন এলাকায় মাদক কারবারে কিছুটা লাগাম পড়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। অন্যদিকে, হয়বরগাঁওয়ের ইংলিশ পট্টি এলাকায় এক মহিলার বিরুদ্ধে ফের মাদক ব্যবসা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই মহিলার বিরুদ্ধে আগে পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পরে পুলিশ ওই মহিলার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি তাকে গ্রেফতার করে। প্রায় এক মাস জেল হেফাজতে থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি ফের মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। মাদকাসক্তির কারণে এলাকার বহু যুবকের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এমনকী মাদক কেনার অর্থ জোগাড় করতে কিছু যুবক চুরির পথ বেছে নিচ্ছে বলে স্থানীয়দের দাবি। বিভিন্ন বাড়ির পাশাপাশি এলাকার কালীমন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। তবে এসব ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। এদিকে, ওই মহিলার বিরুদ্ধে পুলিশকে তথ্য দেওয়া এক যুবককে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে ইংলিশ পট্টি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় তারা বিষয়টি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের পাশাপাশি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের নজরে আনবেন বলে জানিয়েছেন।

শিলচর পুরনিগম নির্বাচন : তফসিলি মোর্চার প্রস্তুতি বৈঠকে জনসংযোগে জোর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : আসন্ন শিলচর পুরনিগম নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক তৎপরতা ও নির্বাচনী প্রস্তুতি জোরদার করতে নিউ শিলচর মণ্ডল তফসিলি মোর্চার উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাঙ্গিরখাড়ি রাধারমণ ধামে আয়োজিত এই বৈঠকে পৌরনিগম নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হওয়া বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন নিউ শিলচর মণ্ডল তফসিলি মোর্চার সভাপতি ধনঞ্জয় মালাকার। প্রদীপ প্রজ্বলন ও 'বন্দে মাতরম্' পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। বৈঠকে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মণ্ডলের অধীনে নবনিযুক্ত ১৩ জন ওয়ার্ড প্রমুখকে নির্বাচনী কার্যক্রম ও জনসংযোগের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংগঠনের কর্মসূচি ও বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ঘরে ঘরে জনসংযোগ এবং বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশও দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভোটদানের হার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ভোটারদের বুথে গিয়ে ভোটদানে উৎসাহিত করার আহ্বান জানানো হয়।বৈঠকে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন না করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়। সভায় জেলা মোর্চার সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক স্বপন শুক্লবৈদ্য, জীবন অধিকারী, রত্না দাস, কৃষ্ণেন্দু দাস, অমিত দাস-সহ মণ্ডলের অন্যান্য পদাধিকারী ও কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল স্তরে সংগঠনের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করা এবং জনসংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। রাত ৮টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। শেষে মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় মালাকার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তফসিলি মোর্চার সভায় অংশগ্রহণকারী দলীয় কর্মকর্তারা। রাঙ্গিরখাড়িতে মঙ্গলবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর, বৃহস্পতিবার ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

শিশুর স্থূলত্বের সমস্যার নেপথ্যে থাকতে পারে রোজের কিছু অভ্যাস

শিশুর ওজন বাড়লেই অনেক সময়ে প্রথম প্রশ্ন ওঠে, 'কী খাচ্ছে?' প্যাকেটজাত খাবার, মিষ্টি, ভাজাভুজিকে দায়ী করেই বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে চান অনেকে। কিন্তু শিশুদের অতিরিক্ত ওজনের নেপথ্য কারণ আরও অনেক বেশি জটিল হতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার ধরন বদলানোর পাশাপাশি রোজের জীবনের কয়েকটি অভ্যাসও ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলতে পারে ওজনে। এর ফলে শিশুদের মধ্যে স্থূলত্বের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

কী কী কারণে স্থূলত্ব?

১. পানীয়ের মাধ্যমে ক্যালোরি : শিশু হয়তো নিয়ম করে খাবার খাচ্ছে। সে খাবার স্বাস্থ্যকরও। কিন্তু তার মাঝেই যদি প্যাকেটজাত ফলের রস, মিষ্টি পানীয় বা বিভিন্ন স্বাদের দুধ নিয়মিত পান করতে থাকে, তা হলে অজান্তেই শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি ঢুকে যেতে পারে। পানীয় বলে এগুলিকে অনেক সময়ে 'খাবার' হিসেবে ধরা হয় না। ফলে খাবারের মাধ্যমে না হলেও, পানীয়ের মাধ্যমে ক্যালোরি বাড়তে থাকে। বিশেষ করে চিনি মেশানো পানীয়ের প্রতি শিশুদের আসক্তি তাদের ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাই পিপাসা মেটাতে মিষ্টি পানীয়ে চুমুক দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

২. মন না দিয়ে খাওয়া : খাবারের থালা সামনে। আর চোখ আটকে মোবাইল বা টেলিভিশনের পর্দায়। এখন ঘরে ঘরে এই দৃশ্য বড়ই পরিচিত। কিন্তু পর্দায় মন আটকে থাকলে কখন পেট ভরছে, কখন ভরছে না, সেই স্বাভাবিক সঙ্কেতগুলির দিকে মন যায় না। তার সঙ্গে রয়েছে বিজ্ঞাপনের প্রভাব। পর্দার সামনে খেতে খেতে শিশু বার বার বিভিন্ন খাবারের বিজ্ঞাপন দেখছে, ফলে খাওয়াকে বিনোদনের অংশ হিসেবেও দেখতে শুরু করতে পারে। তবে মাঝে-মধ্যে পরিবারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে দেখতে কিছু খাওয়া আর প্রতিদিনের প্রতিটি খাবার পর্দায় চোখ রেখে খাওয়া এক বিষয় নয়। সমস্যা তৈরি হয় যখন পর্দানির্ভর খাওয়াই নিয়ম হয়ে যায়। তখন স্থূলত্বের সমস্যা বাড়ে।

৩. সক্রিয়তার অভাব : শিশুকে সক্রিয় রাখতে কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করানোই একমাত্র উপায় নয়। বরং দিনের ছোট ছোট কাজগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। কাছের দোকানে হেঁটে যাওয়া, লিফ্টের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করা, সাইকেল চালানো, বাইরে খেলতে যাওয়া কিংবা বাড়ির ছোটখাটো কাজে সাহায্য করা, সবই শিশুর দৈনন্দিন শারীরিক সক্রিয়তার অংশ হতে পারে। আগে যে পথটুকু হেঁটে যাওয়া হত, সেটিও যদি প্রতিবার গাড়িতে যাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়, অথবা বাইরে খেলাধুলার বদলে আরও এক ঘণ্টা বসে থাকা হয়, তা হলে সারাদিনে শিশুর সক্রিয়তা অনেকটাই কমে যায়। এই পরিবর্তনও দীর্ঘ মেয়াদে ওজনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

৪. ঘুমকে উপেক্ষা : শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার সময়ে ঘুমকে অনেক সময়ে পিছনের সারিতে রাখা হয়। অথচ রাত জেগে পড়াশোনা, গেম খেলা, সমাজমাধ্যম ব্যবহার কিংবা সপ্তাহান্তে যখন-তখন ঘুমানো; সব মিলিয়ে শিশুর ঘুমের ছন্দ নষ্ট হতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে খিদে, রোজের সক্রিয়তা এবং যাপনের উপর প্রভাব পড়তে পারে। আর এর ফলে স্থূলত্বের সমস্যা দেখা দিতে পারে। —সংবাদ সংস্থা

টানা উপোসের ধাক্কায় শরীরে আয়রন, জিঙ্ক কমে গেলেই সমস্যা

ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানারকম পুজো, ব্রত। সেই সব নিয়ম পালনে অনেক সময়ে টানা উপবাস করতে হয়। না খেয়ে থাকতে হয়, এমন নয়। তবে খাওয়া-দাওয়ায় অনেক বিধিনিষেধ চলে আসে। উপোস করতে গিয়ে শরীর খারাপ হলেই মুশকিল। বিশেষত খাওয়ায় পুষ্টির ফাঁক থাকলে কমতে পারে ভিটামিন ও খনিজের মাত্রা। তার মধ্যে জরুরি হল আয়রন এবং জিঙ্ক। এই দুই খনিজ কমে গেলেই দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথাঘোরা থেকে শুরু করে দোসর হতে পারে নানা শারীরিক সমস্যা। উপোসের নিয়ম মেনেও কীভাবে পুষ্টির ঘাটতি দূর করবেন?

রক্তে অক্সিজেন সংবহন সম্ভব হয় শরীরে থাকা আয়রনের দৌলতে। কলাকোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার কাজটি পরিচালনা করে আয়রন। সাধারণত থোড়, মোচা, রাজমা, কাবলিছোলার মতো খাবারে আয়রন মেলে। কিন্তু উপোসের সময়ে এধরনের সব খাবার খাওয়ার ছাড়পত্র থাকে না। বদলে বেছে নিতে পারেন রকমারি ফল। কিশমিশ, খেজুর, আঞ্জির, শুকনো এপ্রিকট, বেদানা, পেয়ারা, আতা— এধরনের ফলে আয়রন পাওয়া যায়। উপোসে সাধারণত ফল খাওয়ায় বিধিনিষেধ থাকে না। তাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এধরনের ফল খাওয়া যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে, উৎসেচকের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করাতে এবং সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ভাল রাখতে জিঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ। খনিজটি স্বল্পমাত্রায় দরকার হলেও, তা আবশ্যক। জিঙ্কের চাহিদা পূরণে খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন নানারকম বাদাম এবং বীজ। কুমড়োর বীজ, কাজু, কাঠবাদাম, আখরোটে শুধু জিঙ্ক নয়, প্রোটিন এবং ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডেরও উৎস। তাই নিয়ম করে এসব খাবার পাতে রাখলে উপোসের দিনেও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সহজ হবে। —সংবাদ সংস্থা

রাতের খাবারে অতি-স্বাস্থ্যকর পদ? অজান্তেই ডেকে আনছেন অনিদ্রা!

চা-কফি কিংবা মদ্যপান নয়, রাতের খাবারে পুষ্টিকর খাবার খেয়েও অনেকে অনিদ্রার শিকার হচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, কিছু খাবার অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর হলেও রাতে হজমের সমস্যা সৃষ্টি করে। ফলে মাঝরাতে পেটে গ্যাস বা অস্বস্তি তৈরি হয়ে ব্যাঘাত ঘটে গভীর ঘুমের।

এমনই তিনটি পুষ্টিকর খাবার রাতের তালিকায় থাকলে হতে পারে অনিদ্রা : শিম ও বিনস্ জাতীয় খাবার: বিনস্, বরবটি ও কড়াইশুঁটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ফাইবার থাকে। স্বাস্থ্যকর হলেও এগুলি পচনে দীর্ঘ সময় নেয়। রাতে ঘুমানোর ঠিক আগে এই পদগুলি খেলে হজমের গণ্ডগোল হতে পারে। তাই এগুলো রাতের বদলে দুপুরের তালিকায় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

দুগ্ধজাত খাবার : রাতে এক গ্লাস গরম দুধ খেলে ঘুম ভালো হয়— এই ধারণা সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। বিশেষ করে যাঁদের 'ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স' বা দুধে অ্যালার্জি রয়েছে, তাঁদের রাতে দুধ, দই বা পনির খেলে পেটের সমস্যা নিশ্চিত। এমনকী সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও রাতে অতিরিক্ত দই বা পনির খেলে বদহজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ক্রুসিফেরাস সবজি : বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকোলি কিংবা ব্রাসেলস স্প্রাউটস অত্যন্ত পুষ্টিকর। তবে এই জাতীয় সবজিতে থাকা জটিল শর্করা সহজে হজম হতে চায় না। রাতের খাবারে এগুলি খেলে পেটে গ্যাস তৈরি হয়, যার ফলে মাঝরাতে বারবার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। —সংবাদ সংস্থা

স্বাস্থ্যকর বিকল্প খাবার তৈরি করে ফেলুন কম সময়েই

মেপে খাওয়া বাঙালির কোনও দিনই পছন্দ নয়। পিৎজা বা বার্গার অথবা রোল-চাউমিনের লোভ সামলানো দায়। ছোটদের জন্য তো আরও। সপ্তাহে এক-আধদিন বা মাসে কয়েকটা দিন পছন্দের পিৎজা বা বার্গার কিনে খাওয়া হয়েই যায়। তাতে অবশ্য তেমন দোষ নেই। তবে রোজ নয়। দেশের খাদ্য গুণমান ও সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর কিছুদিন আগেই জানিয়েছে, প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে ক্যান্সারের আশঙ্কা বাড়ছে। তাই অনেক রাজ্যই স্কুলগুলির সামনে বা আশপাশে জাঙ্ক ফুড বা প্রক্রিয়াজাত খাবারের বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। যদি তেমন খাবার খেতে ইচ্ছেই হয়, তা হলে এর স্বাস্থ্যকর বিকল্প খুঁজে নিন। বানিয়ে নিতে পারেন বাড়িতেই।

ঘরে তৈরি পিৎজা

আটা বা ওট্সের পাতলা ক্রাস্ট তৈরি করে উপরে টম্যাটো, বেলপেপার, পনিরের টুকরো, মাশরুম ও সামান্য চিজ ছড়িয়ে বেক করে নিতে পারেন। চাইলে তার উপর সব্জি দিয়ে সাঁতলানো চিকেন বা ডিমের টুকরো টপিং হিসেবে দিতে পারেন।

আইসক্রিমের বদলে বাদাম-দই

আইসক্রিমের হাতছানি এড়ানো মুশকিল। কিন্তু ফ্রিজে রাখা টক দইয়ে তাজা ফলের কুচি বা বাদাম মিশিয়ে খেয়ে দেখেছেন কখনও? আইসক্রিমের চেয়ে স্বাদে কিছু কম যায় না। ঘরে তৈরি টক দই হলে সবচেয়ে ভাল। উপরে তাজা ফলের টুকরো, খেজুর, কিশমিশ, আখরোট, কাঠবাদাম ছড়িয়ে খেয়ে দেখতে পারেন।

কেনা টম্যাটো সস্ নয়

বোতলজাত টম্যাটো সসে হাই-ফ্রুক্টোজ কর্ন সিরাপ, মেয়োনিজ ও নিম্নমানের রিফাইন্ড সয়াবিন তেল থাকে যা থেকে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হতে পারে। তাই সস্ বানিয়ে নিন বাড়িতেই। টাটকা টম্যাটো সেদ্ধ করে রসুনকুচি ও গোলমরিচ দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই হবে। কেনা মেয়োনিজের বদলে দইয়ের সঙ্গে ধনেপাতা ও রসুন বাটা মিশিয়ে ঘরেই মেয়োনিজ বানিয়ে নিতে পারেন।

চিপ্স, কুরকুরের বিকল্প

দোকান থেকে কেনা চিপ্স বা কুরকুরেতে অ্যাক্রিলামাইড নামক রাসায়নিক থাকে, যা ক্ষতিকর। তাছাড়া, বেশি পরিমাণে নুন ও ট্রান্স ফ্যাট খারাপ কোলেস্টরালের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বদলে হালকা ঘি বা অলিভ অয়েলে মাখানা, বাদাম সামান্য চাট মশলা দিয়ে ভেজে নিন। স্ন্যাক্স হিসাবে খেতে ভাল লাগবে।

প্যাকেটজাত কুকিজ, ডোনাটের বিকল্প

প্যাকেটজাত কুকিজ, ডোনাট এবং পেস্ট্রি, যাতে প্রক্রিয়াজাত চিনি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলিও কম ক্ষতিকারক নয়। সেগুলি খেলেও রক্তে খারাপ কোলেস্টরাল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়বে যা হৃদরোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। বদলে বাড়িতে নিন কুকিজ।

ওট্স, রাগির আটা বা গুঁড়ো ওট্স, বেকিং সোডা ও নুন মিশিয়ে তাতে মাখন ও মধু মিশিয়ে পরিমাণমতো ড্রাই ফ্রুট্স দিয়ে মণ্ড বানিয়ে নিন। বেকিং শিটে একটি চামচে করে ব্যাটার ঢেলে ১৭৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ১০-১২ মিনিট মতো বেক করে নিন। নামিয়ে ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করুন। —সংবাদ সংস্থা

রোজ একটি পাকা কলাই দূর করবে গ্যাস-অ্যাসিডিটি

অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এবং অতিরিক্ত ভাজাভুজি খাওয়ার ফলে প্রায়শই হজমের গোলযোগ, গ্যাস কিংবা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দেয়। ওষুধ বা পথ্য খাওয়ার আগে ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। পুষ্টিবিদদের মতে, পেট ভালো রাখতে এবং গ্যাস্ট্রিকের কষ্ট কমাতে প্রতিদিন একটি করে পাকা কলা খাওয়া দারুণ কার্যকরী হতে পারে।

কেন নিয়মিত পাকা কলা খাবেন?

- **প্রাকৃতিক অ্যান্টাসিড :** পাকা কলা পাকস্থলির জন্য প্রাকৃতিক অ্যান্টাসিড হিসেবে কাজ করে। কলায় থাকা উপাদান পাকস্থলির ভেতরের দেওয়ালে সুরক্ষাকবচ তৈরি করে, যা অতিরিক্ত অ্যাসিডের প্রভাব দূর করে বুকজ্বালা কমায়।
- **পটাসিয়ামের গুণাবলি :** কলা পটাসিয়ামের চমৎকার উৎস। অতিরিক্ত অ্যাসিডের কারণে পেটে তৈরি হওয়া অস্বস্তি ও জ্বালাপোড়া নিয়ন্ত্রণে পটাসিয়াম বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- **পেকটিন ও দ্রবণীয় ফাইবার :** কলাতে প্রচুর পরিমাণে 'পেকটিন' নামক দ্রবণীয় ফাইবার থাকে। এটি পরিপাকতন্ত্রে খাবারের চলাচল মসৃণ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে স্বাভাবিক হজমে সাহায্য করে।
- **সহজে হজমযোগ্য ও শক্তিপ্রদায়ী :** পেটের গণ্ডগোল বা ডায়ারিয়ার পর পাকস্থলি দুর্বল হয়ে পড়লে কলা দ্রুত শক্তি জোগায়, কারণ এটি অত্যন্ত সহজে হজম হয়।
- **প্রোবায়োটিক উপাদান :** পাকা কলায় থাকা উপাদান অন্ত্রের উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার (Gut Microbiome) খাবার হিসেবে কাজ করে, যা দীর্ঘমেয়াদে পরিপাকতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

জরুরি কিছু টিপ্স

গ্যাস্ট্রিকের কষ্ট দূর করতে সব সময় উপযুক্ত পরিমাণে পাকা কলা খাওয়া উচিত। কাঁচা বা অতিরিক্ত কচি কলা কিছু ক্ষেত্রে গ্যাসের কারণ হতে পারে। তাই প্রতিদিন পরিমিত মাত্রায় (১টি করে) পাকা কলা খেলে পরিপাকতন্ত্র সুস্থ ও সবল থাকবে। —সংবাদ সংস্থা।

ভয়াবহ হয়ে উঠছে ইনফ্লুয়েঞ্জা-সোয়াইন ফ্লু, রোগ প্রতিরোধে নাকের ড্রপ আনছেন বিজ্ঞানীরা

করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের পরে যে ভাইরাস নিয়ে এখন চিন্তা সবচেয়ে বেশি তা হল ইনফ্লুয়েঞ্জা। একটা সময়ে শীতকাল এলে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভয় বাড়ত। এখন বছরের যে কোনও সময়েই এই ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে। খামখেয়ালি আবহাওয়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা, সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত আতঙ্কের কারণই হয়ে উঠেছে। দেশের নানা রাজ্যে সোয়াইন ফ্লু ছড়াচ্ছে। সেসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইনফ্লুয়েঞ্জার আরও এক উপরূপ 'সাবক্ল্যাড কে'। এসব ফ্লু ভাইরাস থেকে বাঁচতে প্রতি বছর ফ্লুয়ের টিকা নিয়ে রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তবে সমস্যা হল, ভাইরাস তার রূপ বদলালে সে টিকা কার্যকর হবে না। তখন নতুন টিকা তৈরি করার প্রয়োজন হবে। তাই সে ঝক্কি কমাতে এমন একটি ন্যাজাল ড্রপ তৈরি করেছেন গবেষকেরা, যা ইনফ্লুয়েঞ্জার যে কোনও উপরূপকে প্রতিরোধ করতে পারে। ব্রিটেনের সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল হেল্থ সার্ভিস (এনএইচএস) ড্রপটি তৈরি করেছে। ছোট থেকে বড়; সকলেই নিতে পারেন এই ড্রপ। গবেষকরা জানিয়েছেন, সর্দি-কাশির ধাত থাকলে বা অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে ইনফ্লুয়েঞ্জা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া হাঁপানি, সিওপিডির রোগী বা যাদের আগে থেকেই ফুসফুসের রোগ রয়েছে, তাদের জন্য এই ড্রপটি মহৌষধের মতো কাজ করবে। এটি নির্দিষ্ট ডোজে নিলে বছর বছর টিকা নেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

কতটা ভয়াবহ 'সাবক্ল্যাড কে'?

ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৩এন২) ভাইরাসেরই পরিবর্তিত রূপ। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস মাঝে-মধ্যেই তার ভোল বদলায়। এই ভাইরাসের জিনে রাসায়নিক পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটে নতুন এক উপরূপ তৈরি হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সাবক্ল্যাড কে'। 'অ্যাকিউট নিউমোনিয়া' হচ্ছে অনেকের এই ভাইরাসের সংক্রমণে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফুসফুস। প্রবল শ্বাসকষ্ট দেখা দিচ্ছে। সেসঙ্গে বুকে ব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, এমনকী হার্টের সমস্যা হতেও দেখা যাচ্ছে।

শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে, আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো লক্ষণও দেখা দিচ্ছে অনেকের। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, এই ভাইরাসের সঙ্গে যদি সোয়াইন ফ্লু (এইচ১এন১) ভাইরাসের সংক্রমণও ঘটে, তবে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। এর থেকে বাঁচতেই নাকের ড্রপটি তৈরি করা হয়েছে। এই ড্রপ নিয়ে রাখলে ভাইরাস সংক্রমণের ভয় কমবে। তবে যে শিশুদের হাঁপানির চিকিৎসা চলছে অথবা যারা অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খায়, তাদের ড্রপটি নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। —সংবাদ সংস্থা

টিভির সামনে বেশি সময়? মস্তিষ্কের কথাও ভাবুন

স্কুল বা কলেজ থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় গা এলিয়ে টিভি চালু করেন অনেকেই। প্রিয় সিরিজের একটা পর্ব শেষ হতেই পরেরটা শুরু। তারপর খেলা, সিনেমা,'আর পাঁচ মিনিট' করতে করতে কখন যে রাত কাবার, খেয়ালই থাকে না। ছুটির দিনেও একই ছবি। বাইরে বেরোনোর বদলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভির পর্দায় চোখ। বিনোদনের এই অভ্যাসটাই কি অজান্তে প্রভাব ফেলছে মস্তিষ্কে?

সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা সেই প্রশ্নই তুলেছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাঝবয়সে দীর্ঘ সময় টেলিভিশন দেখার অভ্যাসের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে মস্তিষ্কের কিছু অংশের আয়তন কমে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে স্মৃতি, চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের অংশে এমন পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। গবেষণাটি আমেরিকার 'অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস রিস্ক ইন কমিউনিটিজ' (এআরআইসি)-র তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ১,৭১২ জনের ওপর সমীক্ষাটি চালানো হয়। গবেষণার শুরুতে তাদের গড় বয়স ছিল প্রায় ৫৩ বছর। সেই সময়ে তাদের টেলিভিশন দেখার অভ্যাস এবং কতটা সময় তারা বসে কাটান, তার তথ্য নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে মস্তিষ্কের এমআরআই করে বিভিন্ন পরিবর্তন খতিয়ে দেখা হয়। গবেষকদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, বেশি সময় টিভি দেখার সঙ্গে মস্তিষ্কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের (গ্রে ম্যাটার) আয়তন কমে যাওয়ার স্পষ্ট যোগ রয়েছে। পাশাপাশি মস্তিষ্কের সাদা অংশেও (হোয়াইট ম্যাটার) কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছে, যা মস্তিষ্কের সার্বিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তবে এর অর্থ টিভি দেখলেই ডিমেনশিয়া হবে, এমন নয়। গবেষণাটি পর্যবেক্ষণমূলক। তাই টিভি দেখাই যে সরাসরি মস্তিষ্কের এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ, তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি। তাই প্রিয় সিরিজ বা সিনেমা দেখা পুরোপুরি বন্ধ করার দরকার নেই। তবে টানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভির সামনে বসে না থেকে মাঝে-মধ্যে উঠে হাঁটাচলা, শরীরচর্চা করা কিংবা অন্য কোনও সক্রিয় কাজে সময় দেওয়া ভালো। বিনোদনের পাশাপাশি মস্তিষ্ক ও শরীর, দু'টিরই যত্ন নেওয়া জরুরি। —সংবাদ সংস্থা

ত্বকের সাধারণ বাহ্যিক ছত্রাক সংক্রমণ, অবহেলার নয়

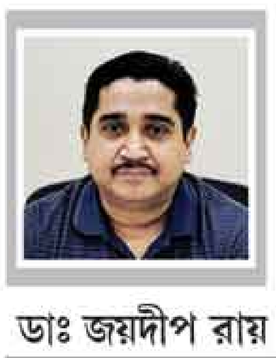

ডাঃ জয়দীপ রায়

মানবদেহ অসংখ্য অণুজীবের একটি প্রাকৃতিক বাসস্থান। এর মধ্যে ছত্রাক বা ফাঙ্গাস অন্যতম। যখন ত্বকের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়, তখন এই ছত্রাকগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে সংক্রমণের সৃষ্টি করে। ত্বকের একেবারে ওপরের স্তর (Epidermis), চুল এবং নখ যখন ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাকে বাহ্যিক ছত্রাক সংক্রমণ বা 'সুপারফিসিয়াল ফাঙ্গাল ইনফেকশন' বলা হয়। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে আমাদের দেশে এধরনের চর্মরোগ অত্যন্ত সাধারণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা।

ত্বকে আক্রমণকারী ছত্রাকের ধরন এবং আক্রান্ত স্থানের ওপর ভিত্তি করে এই সংক্রমণকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

১. ডার্মাটোফাইটোসিস

এটি 'দাদ' বা 'রিংওয়ার্ম' নামে বেশি পরিচিত। ডার্মাটোফাইট নামক একদল ছত্রাক ত্বকের কেরাটিন (Keratin) খেয়েবেঁচে থাকে। আক্রান্ত স্থান অনুযায়ী এর বিভিন্ন নাম রয়েছে—

* **টিনিয়া কর্পোরিস (Tinea Corporis) :** বুক, পিঠ, হাত বা পায়ের ত্বকে গোল চাকার মতো লালচে ক্ষত তৈরি হয়। এর চারপাশটা কিছুটা উঁচু এবং খসখসে হয়।
* **টিনিয়া ক্রুরিস (Tinea Cruris) :** কুঁচকি, উরু এবং নিতম্বের মধ্যবর্তী অংশে এই সংক্রমণ হয়। একে চলতি ভাষায় 'জক ইচ' (Jock Itch) বলা হয়।
* **টিনিয়া পেডিস (Tinea Pedis) :** পায়ের আঙুলের ফাঁকে এই সংক্রমণ ঘটে। এটি 'অ্যাথলিট্স ফুট' (Athlete's Foot) নামে পরিচিত। দীর্ঘ সময় জুতো-মোজা পরে থাকার ফলে ঘাম জমে এই রোগ হয়।
* **টিনিয়া ক্যাপিটিস (Tinea Capitis) :** মাথার ত্বকের সংক্রমণ। এর ফলে মাথার চুল উঠে যেতে পারে এবং আক্রান্ত স্থানে খুশকির মতো চামড়া ওঠে।
* **টিনিয়া আঙ্গুইয়াম (Tinea Unguium) :** এটি নখের ছত্রাক সংক্রমণ, যা 'অনিকোমাইকোসিস' নামেও পরিচিত। এর ফলে নখ মোটা, ভঙ্গুর এবং বিবর্ণ হয়ে যায়।

২. পিটিরিয়াসিস ভার্সিকলার

এটি সাধারণ মানুষের কাছে 'ছুলি' নামে পরিচিত। 'ম্যালাসেসিয়া' (Malassezia) নামক এক ধরনের ইস্টের কারণে এই রোগ হয়।

এর ফলে বুক, পিঠ, ঘাড় এবং হাতের ত্বকে সাদা, হালকা বাদামি বা গোলাপি রঙের ছোট ছোট ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়। গরম ও ঘামের কারণে এই ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে।

৩. ক্যান্ডিডিয়াসিস

'ক্যান্ডিডা অ্যালবিকানস' (Candida albicans) নামক ইস্টের কারণে এই সংক্রমণ ঘটে। শরীরের যে-সব ভাঁজে চামড়া একে-অপরের সঙ্গে ঘষা খায় এবং স্যাঁতসেঁতে থাকে (যেমন বগল, স্তনের নিচে বা স্থূল ব্যক্তিদের পেটের ভাঁজে) সেখানে এই রোগ বেশি হয়। আক্রান্ত স্থানটি লাল হয়ে যায় এবং তীব্র চুলকানি বা জ্বালাপোড়া হয়। শিশুদের ডায়াপার পরার স্থানেও এটি হতে পারে (Diaper Rash)।

ছত্রাক সাধারণত উষ্ণ, অন্ধকার এবং আর্দ্র পরিবেশে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ত্বকের ছত্রাক সংক্রমণের প্রধান কারণগুলো :

* **আর্দ্র ও গরম আবহাওয়া :** অতিরিক্ত গরম এবং বাতাসে উচ্চ মাত্রার আর্দ্রতার কারণে শরীর বেশি ঘামে, যা ছত্রাকের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে।
* **ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব :** নিয়মিত স্নান না করা, অপরিষ্কার কাপড় পরা এবং শরীর ভালোভাবে না শুকানো।
* **আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ :** দাদ বা ডার্মাটোফাইটোসিস অত্যন্ত ছোঁয়াচে। আক্রান্ত ব্যক্তির তোয়ালে, চিরুনি, বিছানা বা পোশাক ব্যবহার করলে এই রোগ ছড়ায়।
* **দীর্ঘক্ষণ ভেজা থাকা :** দীর্ঘ সময় ধরে টাইট বা সিন্থেটিক পোশাক এবং ভেজা জুতো-মোজা পরে থাকা।
* **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া :** ডায়াবেটিস, এইচআইভি বা ক্যান্সারের রোগীদের এই সংক্রমণ বেশি হয়। এছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে স্টেরয়েড বা অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ সেবন করলে ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক সংক্রমণের সাধারণ কিছু লক্ষণ হলো :

১. আক্রান্ত স্থানে তীব্র চুলকানি এবং জ্বালাপোড়া হওয়া।
২. ত্বক লাল হয়ে যাওয়া এবং আঁশের মতো চামড়া ওঠা।
৩. দাদের ক্ষেত্রে গোলাকার বা রিংয়ের মতো ক্ষত তৈরি হওয়া, যার সীমানা স্পষ্ট থাকে।
৪. নখের স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে হলুদ বা বাদামি হওয়া এবং নখ ভেঙে যাওয়া।
৫. ছুলির ক্ষেত্রে ত্বকে হালকা বা গাঢ় রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখা দেওয়া, যা রোদে গেলে চুলকাতে পারে।

ত্বকের ছত্রাক সংক্রমণ থেকে দূরে থাকতে এবং এর বিস্তার রোধ করতে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা জরুরি :

* **ত্বক শুষ্ক রাখা :** স্নানের পর বা শরীর ঘেমে গেলে নরম তোয়ালে দিয়ে শরীর ভালোভাবে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে। শরীরের ভাঁজযুক্ত অংশগুলো যেন ভেজা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
* **পোশাক নির্বাচন :** সুতির এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরা উচিত, যা বাতাস চলাচল করতে সাহায্য করে এবং ঘাম জমতে দেয় না।
* **ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আলাদা রাখা :** অন্যের তোয়ালে, গামছা, চিরুনি, জুতো বা অন্তর্বাস ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* **পরিচ্ছন্নতা :** নিয়মিত পোশাক এবং বিছানার চাদর গরম জল ও সাবান দিয়ে ধুয়ে কড়া রোদে শুকাতে হবে।

জুতো-মোজা পরিবর্তন : প্রতিদিন পরিষ্কার মোজা পরা উচিত। জুতো পরার আগে পা ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

বাহ্যিক ছত্রাক সংক্রমণের চিকিৎসা সাধারণত ছত্রাকনাশক বা অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধের মাধ্যমে করা হয়। সংক্রমণের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা পদ্ধতি দুই রকম হতে পারে :

১. সংক্রমণ প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম, লোশন, পাউডার বা শ্যাম্পু (যেমন, ক্লোট্রিমাজোল, কিটোকোনাজোল, টারবিনাফিন, লুলিকোনাজোল ইত্যাদি) আক্রান্ত স্থানে সরাসরি ব্যবহার করা হয়।
২. সংক্রমণ যদি শরীরের বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে বা নখ ও মাথার ত্বকে হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শে মুখে খাওয়ার অ্যান্টিফাঙ্গাল ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল (যেমন, ফ্লুকোনাজোল, ইট্রাকোনাজোল, টারবিনাফিন) সেবন করতে হয়।

বিশেষ সতর্কবার্তা : চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজে থেকে বা ওষুধের দোকানদারের কথায় কোনও স্টেরয়েডযুক্ত ক্রিম ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। স্টেরয়েড সাময়িকভাবে চুলকানি কমালেও ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেয় এবং রোগটিকে আরও জটিল করে তোলে।

ত্বকের বাহ্যিক ছত্রাক সংক্রমণ মারাত্মক বা জীবনঘাতী কোনও রোগ না হলেও, এটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না নিলে এই সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে পারে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সচেতনতা এবং সঠিক নিয়মানুবর্তিতাই এই রোগ থেকে মুক্তির প্রধান চাবিকাঠি।

(লেখক : সহযোগী অধ্যাপক
চর্মরোগ বিভাগ
শিলচর মেডিক্যাল কলেজ)

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল হাইলাকান্দি-শ্রীভূমি অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ক্রিকেটের জোনাল ফাইনাল

খেলা শেষে ক্যামেরাবন্দি হাইলাকান্দি অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা দল।

রাহুল চক্রবর্তী

হাইলাকান্দি, ২ সেপ্টেম্বর : হাইলাকান্দি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্টেডিয়ামে বুধবার বৃষ্টির কারণে এক বলও মাঠে গড়াল না বহু প্রতীক্ষিত হাইলাকান্দি বনাম শ্রীভূমি জোনাল ফাইনাল। সকাল থেকে অনবরত বৃষ্টির জেরে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে বাতিল ঘোষণা করেন ম্যাচ আধিকারিকরা। ফলে মাঠের লড়াইয়ে জোনাল চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ সম্ভব হল না। এখন এই জোনের বিজয়ী দল ঘোষণা করার দায়িত্ব অসম ক্রিকেট সংস্থার হাতে।

ম্যাচটি ঘিরে সকাল থেকেই ছিল ব্যাপক আগ্রহ। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল আটটা থেকে একাধিকবার মাঠ পরিদর্শন করেন ম্যাচ আধিকারিকরা। মাঠ খেলার উপযোগী করে তুলতে মাঠকর্মীরাও শুকনো করার কাজে নামেন। কিন্তু একদিকে টানা বৃষ্টি, অন্যদিকে ভেজা আউটফিল্ডের কারণে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। বারবার মাঠ পরিদর্শন এবং মাঠ শুকনো করার চেষ্টা চললেও খেলা শুরু করার মতো অবস্থায় মাঠকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বিকেল তিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় ম্যাচটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে হাইলাকান্দির মাঠে দুই গ্রুপের সেরা দুই দলের বহুল প্রত্যাশিত লড়াই দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে মাঠে ফাইনাল না হলেও গ্রুপ পর্বের পারফরম্যান্সের হিসাব এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট তালিকা এবং রান গড়, দুই ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে হাইলাকান্দি। গ্রুপ একে নিজেদের তিনটি ম্যাচেই জয় তুলে নিয়ে অপরাজিত থেকে হাইলাকান্দির সংগ্রহ ছয় পয়েন্ট।

অন্যদিকে গ্রুপ দুইয়ের চ্যাম্পিয়ন হয়ে জোনাল ফাইনালে ওঠে শ্রীভূমি। শ্রীভূমি নিজেদের দু'টি ম্যাচে জয় পেয়েছিল। কিন্তু গত ৩১ আগস্ট শ্রীভূমি ও হোজাইর মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি ভেজা মাঠের কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ম্যাচটি বাতিল হওয়ায় দুই দলকে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে শ্রীভূমির মোট পয়েন্ট দাঁড়ায় পাঁচ। এই পরিস্থিতিতে পয়েন্টের হিসাবেও হাইলাকান্দি এক ধাপ এগিয়ে। শুধু পয়েন্ট নয়, গ্রুপ পর্বের রান গড়েও স্বাগতিক দল এগিয়ে রয়েছে। ফলে জোনাল ফাইনাল মাঠে না গড়ানোর পর হাইলাকান্দির পক্ষে পরিসংখ্যানগতভাবে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়েছে।

তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে, তা এখনই নিশ্চিত নয়। বৃষ্টিতে ফাইনাল বাতিল হওয়ার পর জোনের বিজয়ী দল হিসেবে কাকে ঘোষণা করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে অসম ক্রিকেট সংস্থা। পয়েন্ট, রান গড় এবং প্রতিযোগিতার প্রযোজ্য নিয়ম পর্যালোচনা করেই অসম ক্রিকেট সংস্থা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে।

এদিকে পুরো প্রতিযোগিতাতেই বৃষ্টি যেন একপ্রকার অঘোষিত প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাইলাকান্দি ভেন্যুতে গ্রুপ পর্বের একাধিক ম্যাচ ভেজা মাঠের কারণে কম ওভারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি ম্যাচ বাতিলও হয়েছে। গ্রুপ দুইয়ের শ্রীভূমি-হোজাই ম্যাচও একই কারণে মাঠে গড়ায়নি।

আর শেষ পর্যন্ত সেই বৃষ্টির কারণেই জোনাল ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচও বাতিল হল। ফলে মাঠে না নেমেই এখন চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার অপেক্ষায় হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমি। গ্রুপ পর্বের পরিসংখ্যানের বিচারে হাইলাকান্দি এগিয়ে থাকলেও শেষ কথা বলবে অসম ক্রিকেট সংস্থা। তাদের সিদ্ধান্তের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে দুই দলের খেলোয়াড়, কর্মকর্তা এবং হাইলাকান্দির ক্রীড়াপ্রেমীরা।

গোটা বিশ্বের কাছে আমরা হাসির পাত্র হয়ে গিয়েছি : আকিব জাভেদ

করাচি, ২ সেপ্টেম্বর : ইমাম উল-হকের ভুয়ো চোট এবং ইংল্যান্ডে খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে সাত ক্রিকেটারকে বাড়ি পাঠানোর জেরে প্রবল গন্ডগোল পাকিস্তানের ক্রিকেটে। দলের এই অবস্থা দেখে ব্যথিত নির্বাচক কমিটির প্রধান আকিব জাভেদই। তাঁর আক্ষেপ, এই ঘটনায় গোটা বিশ্বের কাছে হাসির পাত্র হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। তিনি তোপ দেগেছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের দিকে।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, 'দলের প্রথম সাত ব্যাটারের কেউ বল করে না। আমাদের একজন অলরাউন্ডার থাকা উচিত। তার চেয়ে দরকারি উবেদ শাহ, যে ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারে বল করতে পারে। একজন জোরে বোলার আপনার বোলিং আক্রমণ বদলে দিতে পারে। ফর্মে না থাকা সলমন আঘাকে বসানোর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মহম্মদ রিজওয়ানের জায়গায় ঘাজি ঘোরিকে নেওয়া উচিত ছিল। দল পরিচালন সমিতি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে ব্যবস্থা তো নেওয়া হবেই। আমরা সিরিজ হেরে গিয়েছি। গোটা বিশ্ব আমাদের দেখে হাসছে। কারণ আমরা লড়াইটাই করতে পারছি না।'

বার বার দলের বিষয়ে নাক গলানোর অভিযোগ উঠেছে পাকিস্তান বোর্ডের বিরুদ্ধে। জাভেদের সাফ কথা, মাঝে মাঝে দলের কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁদের হস্তক্ষেপ করতেই হবে। তবে প্রথম একাদশ নির্বাচনে কোনও ভূমিকা রাখতে চান না তাঁরা। জাভেদের কথায়, 'যখন পরিকল্পনার সঙ্গে সিদ্ধান্ত মেলে না, তখন প্রথম একাদশ ঠিক করতে কিছু বার্তা পাঠানো হয়। বাকি আর কিছু দেখি না আমরা।'

কেন সাত নতুন ক্রিকেটারকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হচ্ছে, সেই যুক্তিও শোনা গিয়েছে জাভেদের গলায়। বলেছেন, 'সিরিজ হেরে গিয়েছি। আর কিছু হারার বাকি নেই। তাই তরুণ ক্রিকেটারদের ইংল্যান্ডে পাঠানোয় কোনও ক্ষতি নেই। অন্তত বিশ্ব জানতে পারবে পাকিস্তানে কী ধরনের প্রতিভা রয়েছে। যাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে দেশের তাদের আমরা এই বার্তাই দিতে চাই, নিজেদের খেলাকে উন্নতি করো এবং ফিরে এসো দলে।'

আইনজীবী নিয়ে তদন্ত কমিটির সামনে যাবেন ইমাম

লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে চোটের নাটক করে কাঠগড়ায় ইমাম উল-হক। পাকিস্তানের ওপেনারের কাজকে মোটেই হালকা ভাবে নিচ্ছে না বোর্ড। জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হবে। পাল্টা ইমাম জানিয়েছেন তিনি আইনজীবী নিয়ে তদন্ত কমিটির সামনে যাবেন। এদিকে, পাকিস্তান সুপার লিগের একটি দলের কর্তা প্রশ্ন তুলেছেন দেশের ক্রিকেটারদের পেশাদারিত্ব নিয়ে।

মঙ্গলবার রাতে একটি সাক্ষাৎকারে নির্বাচক কমিটির কর্তা আকিব জাভেদ বলেন, 'এই বিষয়টা নিয়ে তদন্ত হবে। পেশিতে চোটের কারণে দুটো ইনিংসেই ব্যাট করতে পারল না। এমনটা কী করে হতে পারে। চোট লাগতেই পারে। কিন্তু চোট নিয়ে ব্যাটারেরা ক্রিজে নেমে একটা চেষ্টা অন্তত করে। এই পরিস্থিতি অন্য রকম। খুব চিন্তার বিষয়। আশা করি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ইমামও এত সহজে হাল ছাড়ছেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠ এক সূত্র বলেছেন, 'ইমাম নিজেও জানে ও কত বড় বিপদের মধ্যে রয়েছে। ও জানে পেশির চোট নিয়ে বোর্ডের তদন্ত কমিটির সামনে ওকে যেতেই হবে। তাই নিজেও আইনি রাস্তার পথ খোলা রাখছে।' এদিকে, পিএসএলের মুলতান সুলতান্স দলের মুখ্যকর্তা গোহর শাহ প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিকেটারদের মানসিকতা নিয়ে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি জানি বিপদে পড়তে পারি। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেটের সৎ পর্যালোচনা করতে চাই। দলের অংশীদার হওয়ার আগে সমর্থক ছিলাম। নিজে খেলার সময়ে এবং পিএসএলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে, সাজঘরের পরিবেশ দেখে একটা জিনিস বুঝেছি। এখানে মাঝখান পর্যন্ত উৎসব এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাস খুবই স্বাভাবিক। আমি জানি টানা ছ'সপ্তাহ হোটেলের একই খাবার খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু 'পেশাদারিত্ব' শব্দটার একটা অর্থ তো আছে নাকি।'

মার্শাল আর্টে ৪৮টি পদক কুশু কুং ফু অ্যাকাডেমির

ক্যামেরার সামনে বিজয়ীরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : শিলচরের কুশু কুংফু মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমি সপ্তম আন্তঃস্কুল কুশু কুংফু চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতায় আয়োজক অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রা মোট ৪৮টি পদক জয় করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ১৯টি সোনা, ১৫টি রুপো এবং ১৪টি ব্রোঞ্জ। রবিবার চেংকুড়ি রোডের প্রেরণা বিদ্যামন্দির স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। অ্যাকাডেমির সচিব তথা চিফ কোচ রামজয় দাস এই সাফল্যের কথা জানান।

পদকজয়ীরা হলেন : সোনা পদক : দিয়া সিং, স্বপ্নজিৎ দাস, মানস দেব, আরাত্রিকা ভট্টাচার্য, আরুশ নাথ, সহস্র রায়, উত্তম দাস, সুরজ সিন্‌হা, মাসিহা আহমেদ খান, সারিয়া সিন্‌হা, ইশানী দাস, সমৃদ্ধি পাল, রিয়া দাস, স্বর্ণা দাস, অভয় দে, ঋতিকা দাস, রিয়াংশী দাস, দীক্ষিতা বসু ও মাসিফা আহমেদ খান।

রুপো পদক : পিংকু নাথ, দিশিরাজ সিং, অমিত ঘোষ, নিরুপম দাস, সানাতম্বা সিং, নওশাদ মজুমদার, রিয়াংশ সিং, রাজস্মিতা বিশ্বাস, দেবরাজ সিন্‌হা, দীক্ষা সিন্‌হা, সানভি সিন্‌হা, শিবাংশী দে, অভিজিৎ দে, গায়িত্রী রায় ও রাগবি সাহা।

ব্রোঞ্জ পদক : ঋষিকা দাস, প্রতিমা সিং, ঋষিতা গুহ, আয়ুষ সিং, আনম কাশ্যপ, অপ্রতিম পাল, রিদওয়ান লস্কর, নোমান লস্কর, আরহাম মজুমদার, আগ্নিভ নাথ, শৌরিক দাস, তৃষা দেব, সৌরভ সিন্‌হা, ক্রিশা দাস ও সমৃদ্ধি পাল।

প্রতিযোগিতায় চিফ জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রামজয় দাস। রেফারি ছিলেন দীপিকা নন্দী, অমরজিৎ মোদক, আমির আহমেদ লস্কর, মনতোষ দেব, সুব্রত সিন্‌হা ও আব্দুল হুসেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গ্র্যান্ড মাস্টার এসকে সিন্‌হা এবং অ্যাকাডেমির সভাপতি সুদীপ পাল। অ্যাকাডেমির এই সাফল্যে প্রশিক্ষক, অভিভাবক ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

শ্রীভূমিতে বি ডিভিশন ফুটবল লিগে জয় ইউনাইটেড ইলেভেনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২ সেপ্টেম্বর : শ্রীভূমি জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আশুতোষ দাস পুরকায়স্থ ও তৃপ্তি দাস পুরকায়স্থ মেমোরিয়াল আন্তঃ ক্লাব বি ডিভিশন ফুটবল লিগে দুরন্ত জয় তুলে নিল ইউনাইটেড ইলেভেন। বুধবার সরকারি স্কুলের মাঠে মাইজডিহি স্পোর্টস ক্লাবকে ৪-১ গোলে হারিয়ে লিগে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিল তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও প্রথম সাফল্য আসে মহিজডিহি স্পোর্টস ক্লাবের। ৩৩ মিনিটের মাথায় সনাতন দাসের গোলে এগিয়ে যায় মাইজডিহি। গোল হজমের পর ম্যাচে ফেরার জন্য একাধিক আক্রমণ গড়ে তোলে ইউনাইটেড ইলেভেন। তবে প্রথমার্ধে তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ফলে ১-০ গোলের ব্যবধান নিয়েই বিরতিতে যায় মাইজডিহি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় দেখা যায় ইউনাইটেড ইলেভেনকে। শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ বাড়াতে থাকে তারা। সেই চাপের ফলও আসে দ্রুত। ৬৪ মিনিটে লামগচিয়াং দাঙ্গলৈর গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ইউনাইটেড ইলেভেন। এর মাত্র দু'মিনিট পর ৬৬ মিনিটে শহিদুল্লাহর গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় দলটি।

এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি মাইজডিহি স্পোর্টস ক্লাব। ৭২ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ইউনাইটেড ইলেভেনের ব্যবধান আরও বাড়ান লামগচিয়াং দাঙ্গলৈ। তার পরের মিনিটেই ৭৩ মিনিটে শহিদুল্লাহও ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। শেষ পর্যন্ত ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানেই ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে ইউনাইটেড ইলেভেন। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বিজয়ী দলের লামগচিয়াং দাঙ্গলৈ। তাঁর হাতে সেরার পুরস্কার তুলে দেন শ্রীভূমি ডিএসএর প্রাক্তন রেফারি শাখা সচিব কিশোর দাস। ম্যাচ পরিচালনা করেন রেফারি মহম্মদ ইউনুস। তাঁর সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যীশু দাস, মহবুবুল হামিদ চৌধুরী এবং মহম্মদ আবদুল্লাহ। বি ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে পানিঘাট ভাই ভাই ক্লাব ও ভাইকিং স্পোর্টস ক্লাব।

জাতীয় স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় অষ্টম জুলফা

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটাখাল, ২ সেপ্টেম্বর : জাতীয় স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় অষ্টম স্থান অর্জন করে হাইলাকান্দি জেলার নাম উজ্জ্বল করল পাঁচগ্রাম-কালীনগরের কৃতী প্রতিযোগী জুলফা মেহতাব লস্কর। গত ২৯ আগস্ট ওড়িশার পুরস্তম মঠে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের স্বামী যোগ কিউর কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সহযোগিতা করে বরাক উপত্যকা সম্মিলিত যোগ মঞ্চ। প্রতিযোগিতায় হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রাম-কালীনগরের জুলফা মেহতাব লস্কর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীদের সঙ্গে অংশ নিয়ে নিজের যোগাসন দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং অষ্টম স্থান অর্জন করে।

পুরস্কার হাতে জুলফা।

জুলফা বদরপুর মোশন অ্যাকাডেমির ছাত্রী। একই প্রতিযোগিতায় তার সহপাঠী আপসারা সিংহও অংশগ্রহণ করে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। দুই প্রতিযোগীর যোগাসন প্রশিক্ষক বদরপুরের ভোলা সেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই তাঁরা নিয়মিত যোগাসনের অনুশীলন করে আসছে।

জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যের পর জুলফা মেহতাব ও আপসারা সিংহের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর সোমবার পুরস্কার ও শংসাপত্র নিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরে আসে। জানা গেছে, জুলফার বাবা শহিদুল আলম লস্কর পেশায় শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই যোগাসনের প্রতি জুলফা মেহতাবের বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিয়মিত অনুশীলন ও কঠোর পরিশ্রমের ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে জানান তাঁর বাবা।

অপ্রতিরোধ্য জামালপুর এফসি মাতৃভূমি কাপের সেমিফাইনালে

রাজীব মজুমদার

ভাগা, ২ সেপ্টেম্বর : হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, টানটান উত্তেজনা আর শেষ বাঁশি পর্যন্ত স্নায়ুর চাপ, সবকিছুকে ছাপিয়ে মাতৃভূমি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল অন্যতম খেতাবি দাবিদার জামালপুর এফসি। বুধবার হাইভোল্টেজ কোয়ার্টার ফাইনালে আয়ান এফসি লোকনাথপুরকে ১-০ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টের প্রথম দল হিসেবে শেষ চারে জায়গা করে নেয় তারা। ধলাইয়ের বাম নিত্যানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের মাঠে এদিন ম্যাচ ঘিরে ছিল উৎসবের আবহ। দুই শক্তিশালী দলের লড়াই দেখতে সকাল থেকেই মাঠে ভিড় জমাতে শুরু করেন ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই গ্যালারি ও মাঠের চারপাশ দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আয়োজকদের মতে, এদিন প্রায় ২০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে জমে ওঠে মাতৃভূমি কাপের অন্যতম আকর্ষণীয় ম্যাচ।

ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অতিথিরা।

শুরু থেকেই আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে জমে ওঠে লড়াই। বল দখলের লড়াইয়ে দু'দলই একে অপরকে টেক্কা দিতে মরিয়া ছিল। ম্যাচের ২৩ মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত গোল। আয়ান এফসির গোলরক্ষক গোল-কিক নিতে বিলম্ব করায় নতুন নিয়ম অনুযায়ী রেফারি জামালপুর এফসিকে কর্নার কিক দেন। সেই কর্নার থেকেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করে জামালপুর। গোলদাতা ডেভিডের নিখুঁত ফিনিশিংয়ে এগিয়ে যায় জামালপুর এফসি।

গোল হজমের পর সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে আয়ান এফসি। পাল্টা আক্রমণে বেশ কয়েকবার জামালপুরের রক্ষণভাগে চাপ সৃষ্টি করলেও প্রথমার্ধে গোলের মুখ খুলতে পারেনি লোকনাথপুরের দল। ফলে ১-০ গোলের ব্যবধানেই বিরতিতে যায় জামালপুর।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের উত্তাপ আরও বাড়ে। ম্যাচের পাঁচ মিনিটের মাথায় মাঝমাঠে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে দূর থেকে দৌড়ে এসে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়কে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন জামালপুরের ১০ নম্বর জার্সিধারী স্যামসন। ঘটনাটি রেফারি শামিম আহমেদ বড়ভুইয়ার সামনেই ঘটায় তিনি কোনো সময় নষ্ট না করে স্যামসনকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান। ফলে ম্যাচের বাকি সময় দশজনের দল নিয়ে খেলতে বাধ্য হয় জামালপুর। সংখ্যায় পিছিয়ে পড়ে কৌশল বদলে রক্ষণাত্মক ফুটবলে মনোযোগ দেয় তারা। অন্যদিকে একজন বেশি খেলোয়াড়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সমতায় ফেরার জন্য আক্রমণের ঝড় তোলে আয়ান এফসি। একের পর এক আক্রমণে জামালপুরের রক্ষণে চাপ তৈরি করে আয়ান। কয়েকটি ভালো গোলের সুযোগও তৈরি হয়। কিন্তু ফিনিশিংয়ের অভাবে কাঙ্ক্ষিত সমতা ফেরাতে পারেনি তারা। বিপরীতে সুযোগ পেলেই দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে উঠে আসে জামালপুর। ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুই দলের লড়াইয়ে ছিল তীব্র গতি ও উত্তেজনা। এক মুহূর্তে বল মাঠের এক প্রান্তে, পরের মুহূর্তেই তা পৌঁছে যাচ্ছিল অন্য প্রান্তে।

শেষ পর্যন্ত জামালপুরের জমাট রক্ষণভাগ ভেদ করতে ব্যর্থ হয় আয়ান এফসি। ডেভিডের প্রথমার্ধের একমাত্র গোলই হয়ে দাঁড়ায় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারক। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ১-০ গোলের জয় নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় জামালপুর এফসি।

ম্যাচে জয়সূচক গোল সহ অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন জামালপুর এফসির ডেভিড। তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথি সাদ্দাম হোসেন লস্কর, সাংসদ প্রতিনিধি শশাঙ্কচন্দ্র পাল, ভূষণ পাল, অনিমেষ দে, নিবুল বড়ভূইয়া ও। ম্যাচটি পরিচালনা করেন শামিম আহমেদ বড়ভূইয়া, ইজাজ আহমেদ লস্কর, জাফর বড়ভূইয়া ও হোসেন আহমেদ লস্কর। এদিকে, মাতৃভূমি কাপের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হবে এফসি সপ্তগ্রাম ও ডাইবর্লাং এফসি জামিরখাল। খেলা শেষে বিপুল দর্শক সমাগমের জেরে মাঠ থেকে বেরোনোর সব ক'টি সড়কেই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজটের প্রভাব পড়ে শিলচর-আইজল জাতীয় সড়ক ৩০৬ নম্বরেও। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে যানজটে আটকে থাকতে হয় বহু মানুষকে। এরই মধ্যে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। বৃষ্টি ও যানজটের জোড়া ভোগান্তি পেরিয়ে অনেক রাতেই বাড়ি ফিরতে হয় খেলা দেখতে আসা দর্শকদের।

লুধিয়ানায় জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলিট মিটে সপ্তম সুপর্ণা দাস

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ২ সেপ্টেম্বর : পঞ্জাবের লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল জুনিয়র অ্যাথলেট মিট ২০২৬-র অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা ৩০০০ মিটার রেস ওয়াক ইভেন্টে অসাধারণ লড়াই করে সপ্তম স্থান অধিকার করল কাটলিছড়ার কৃতি অ্যাথলিট সুপর্ণা দাস। দেশের সেরা প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই সাফল্যে আনন্দের জোয়ার বইছে কাটলিছড়া তথা হাইলাকান্দির ক্রীড়ামহলে। কাটলিছড়ার প্রত্যন্ত অরণ্যপুর গ্রাম থেকে উঠে এসে সুপর্ণা শুধু নিজের নয়, গোটা আসামের প্রতিনিধিত্ব করছে জাতীয় মঞ্চে। ফলে লুধিয়ানার মাটিতে সপ্তম স্থান অর্জনকে আগামী দিনের বড় সাফল্যের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

পঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে খেলো ইন্ডিয়া কাটলিছড়া সেন্টারের কোচ রাজা দাস জানান, প্রায় এক মাস আগে আন্তঃরাজ্য ওয়াকিং রেসে স্বর্ণপদক জিতে নজর কেড়েছিল সুপর্ণা। পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতাতেও প্রথমবারের মতো অসমের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে সে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সুপর্ণার সামনে ইতোমধ্যেই রয়েছে জাতীয় স্তরের একাধিক প্রতিযোগিতার সূচি। চলতি মাসেই বিহারের পাটনায় ফের অসমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সে। কোচ রাজা দাসের মতে, সুপর্ণার পারফরম্যান্স আরও ভালো হওয়ার পথে অন্যতম বাধা হল উন্নত মানের রেস ওয়াকিং জুতা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিকর ডায়েটের অভাব। তিনি বলেন, এই দুই ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা পেলে পাটনার প্রতিযোগিতায় সুপর্ণা আরও ভালো পজিশন অর্জন করতে পারবে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি আরও জানান, গত বছর বিধায়ক মিলন দাস এবং মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় সুপর্ণা ভালো মানের জুতা পেয়েছিল এবং সেই জুতা পরে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক অর্জন করে। বর্তমানে উন্নতমানের জুতার অভাব তার রেসে কিছুটা প্রভাব ফেলছে। তাই সুপর্ণার পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান। ইতোমধ্যেই কাটলিছড়া এসকে রায় কলেজের অধ্যাপক ড. দেবজিৎ দে সুপর্ণার জুতা ও ডায়েটের জন্য ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সুপর্ণার কোচ ও ক্রীড়ামহল।

সুপর্ণার সাফল্যে কাটলিছড়া মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি তাপস পাল ও সচিব উজ্জ্বল নাগ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, বিধায়ক মিলন দাসও সুপর্ণার পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রত্যন্ত এলাকার এই প্রতিভাবান অ্যাথলিটের সাফল্য আগামী দিনে আরও অনেক তরুণ-তরুণীকে অনুপ্রাণিত করবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, লুধিয়ানার এই প্রতিযোগিতায় সুপর্ণার আগে স্থান অর্জনকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছেন হরিয়ানার প্রাচী বিষ্ণোই, মধ্যপ্রদেশের রঞ্জনা যাদব, পঞ্জাবের খুশবীর কুমার কাউর, রাজস্থানের পূজা লোহার ও রিয়া রাঠোর এবং মধ্যপ্রদেশের কীর্তিপ্রেম লতা প্যাটেল।

আরবিটার সেমিনারে শিলচরের চার দাবা সংগঠক

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : বুধবার গুয়াহাটিতে শুরু হয়েছে দাবার সিনিয়র ন্যাশনাল আরবিটার সেমিনার। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০ জন প্রতিযোগী ও দাবা সংগঠক এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। শিলচর থেকে সেমিনারে অংশ নিয়েছেন কৌশিক রায়, দীপ দাস, বিনায়ক ভট্টাচার্য এবং আহ্বান সরকার। দু'দিনব্যাপী এই সেমিনার আগামীকালও চলবে। সেমিনারের মুখ্য বক্তা হিসেবে রয়েছেন তামিলনাড়ুর বিশিষ্ট দাবা আরবিটার অনন্ত রাম। দাবা প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও আরবিটারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করা হয়।

দাম ৯৯৯ থেকে ৯০০০ টাকা

কলকাতায় ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : ৩ অক্টোবর যুবভারতীতে মেগা ম্যাচ। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ভারত। এখন থেকেই সেই ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনার পারদ চড়ছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা থেকে শুরু হয়ে গেল ভারত-ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট বিক্রি। জানা গিয়েছে, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০টি টিকিট কিনতে পারবেন।

কোথায় পাওয়া যাচ্ছে টিকিট? কীভাবে কিনবেন? ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো-র অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে টিকিট। এই অ্যাপে টিকিটের জন্য আলাদা উইন্ডো রয়েছে। সেখানে গেলেই সহজেই কাটা যাবে টিকিট। তবে সেদিন স্টেডিয়ামে ঢুকতে পকেট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা খসাতে হবে সমর্থকদের। দাম শুরু হচ্ছে ৯৯৯ টাকা থেকে। আর সর্বোচ্চ টিকিটের দাম ১৫ হাজার টাকা। রয়েছে ১৫০০, ২০০০, ২৫০০, ৩৫০০, ৪৫০০, ৬০০০, ৭০০০, ৯০০০ টাকার টিকিটও।

তালিকা অনুযায়ী, A১ ব্লকের বাম ও ডান দিকে গোল্ড আসনের দাম ৪,৫০০ টাকা। A২-র দুই পাশের আসন ৯,০০০ এবং A৩-র দুই পাশের আসন ৭,০০০ টাকা। B১ গোল্ড আসনের দাম ২,৫০০, B২ ৬,০০০ এবং B৩ ৪,৫০০ টাকা। C১-র বাম ও ডান দিকে গোল্ড আসন ৩,৫০০ করে। C২-র দুই পাশে ৭,০০০ এবং C৩-র দুই পাশে ৬,০০০ টাকা। D১ গোল্ড ২,৫০০, D২ ৬,০০০ টাকা এবং D৩ ৪,৫০০ টাকা। সবচেয়ে বেশি দাম ভিআইপি আসনের। বাম ও ডান, দুই ক্ষেত্রেই ১৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে, সিলভার আসনের মধ্যে A১-র দুই পাশের দাম ৩,৫০০ করে। B১-এ ৯৯৯ থেকে ১,৫০০ টাকা। C১-র দুই পাশের মূল্য ২,০০০ টাকা। D১-র দাম ৯৯৯ টাকা থেকে ১, ৫০০ টাকা। ইতোমধ্যেই ব্রাজিল, উরুগুয়ে, পানামা ফিফা ফ্রেন্ডলির জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ফেডারেশন। ডাক পাওয়া ফুটবলারদের নিয়ে বেঙ্গালুরুতে শিবির শুরু হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। পানামার বিরুদ্ধে ২৬ সেপ্টেম্বর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলে ২৮ তারিখ জাতীয় দল নিয়ে কলকাতায় আসবেন খালিদ জামিল। যুবভারতীতে অক্টোবর ৩ তারিখ ব্রাজিল ও ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তারা।

টানা ব্যর্থতার পর তড়িঘড়ি গম্ভীর-আগরকর-লক্ষ্মণকে তলব বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ডে সিরিজ হার। চোট-আঘাতে জর্জরিত টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আশাও কার্যত শেষ। প্রশ্ন অনেক, টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে মতপার্থক্য আরও বেশি। সামনে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তার আগে কোচ গৌতম গম্ভীর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর ও সেন্টার অব এক্সিলেন্স-এর প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণকে বিশেষ বৈঠকে ডেকেছে বিসিসিআই। সেই আলোচনা যে শান্তিপূর্ণ হবে, তার নিশ্চয়তা কেউ দিচ্ছে না।

৩ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে এই মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়াও থাকবেন। আয়ারল্যান্ডে গিয়ে লজ্জার সিরিজ হেরে এসেছে ভারত। এরপর ইংল্যান্ডে গিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চুনকাম। দল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ঠিকই তবে বিশ্বজয়ের পর সিরিজ হার নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে। শুধু টি-টোয়েন্টি নয়, টেস্টের অবস্থাও বেশ খারাপ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের মুখ থেকে ড্র হয়েছে। ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের সম্ভাবনা প্রায় শেষের পথে।

তাছাড়া সামনে কঠিন লড়াই আছে। বছর শেষে নিউজিল্যান্ড সফর। যেখানে ভারতের পারফরম্যান্স একেবারেই ভালো নয়। পরের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার জন্য পরিকল্পনা দরকার। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল চোট-আঘাত। প্রায়ই চোট পাচ্ছেন হার্দিক পাণ্ডিয়ার মতো প্রয়োজনীয় ক্রিকেটার।

আগের সিরিজের পর্যবেক্ষণে গম্ভীরকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। অন্যদিকে, যশপ্রীত বুমরা, হর্ষিত রানারা পুরোপুরি ফিট না হলেও তাঁদের দলে রাখা রয়েছে। যদি কোনও খেলোয়াড় একশোভাগ ফিট না হন, তা হলে কখন এবং কীসের ভিত্তিতে তাঁকে নির্বাচন করা হল? সেই জায়গায় তো নতুন কাউকে সুযোগ দেওয়া যেত। আবার, প্লেয়াররা কেন এত চোট পাচ্ছেন? তার উত্তর একমাত্র আছে লক্ষ্মণের কাছে। এ নিয়ে আগেও মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসছে। ৩ সেপ্টেম্বরের মিটিংও কি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে? প্রশ্ন থাকছেই।

মেসিকে ধন্যবাদ জানালেন ইনফান্তিনো

জুরিখ, ২ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন পোস্টে জাতীয় দলকে বিদায় বলেছেন তিনি। মেসির বিদায়ের ঘোষণার পর ইনস্টাগ্রামে তাঁকে অভিনন্দন জানান ইনফান্তিনো। ফিফা সভাপতি লিখেছেন, 'একটি অসাধারণ আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের জন্য (লিওনেল মেসিকে) অভিনন্দন, যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সুন্দর এই খেলাটিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে।'

মেসির রেকর্ড ও অর্জনের কথাও তুলে ধরেছেন ইনফান্তিনো। তিনি লিখেছেন, '২০২২ ফিফা বিশ্বকাপজয়ী, আর্জেন্টিনার হয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা ও সর্বোচ্চ গোল করার পাশাপাশি ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডের অধিকারী। তোমার এই জাদুকরী প্রতিভা ও বিনয় চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

তবে ইনফান্তিনোর বার্তার সবচেয়ে আবেগঘন অংশটি ছিল মেসির প্রভাব নিয়ে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিফা সভাপতি লিখেছেন, 'আর্জেন্টিনার জার্সিতে অবিস্মরণীয় সব স্মৃতি উপহার দেওয়ার জন্য এবং বিশ্বের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে থাকা সমর্থকদের এক সুতোয় বাঁধার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।'

নিউজিল্যান্ড সফরের আগে লাল বলের ম্যাচ খেলবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : বছরের শেষলগ্নে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট সিরিজ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের অঙ্ক কার্যত শেষ শুভমন গিলদের জন্য। তবু সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে দুই টেস্টের সিরিজ জিততেই হবে। এছাড়া ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজও আছে। তার আগে নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে ভারত 'এ' দল। কিউয়িদের 'এ' দলের বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চে তিনটি চারদিনের ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। নিউজিল্যান্ডে তিন ফরম্যাটের সিরিজই খেলবে। ৫টি টি-টোয়েন্টি, ৫টি ওয়ানডে ও দু'টি টেস্ট আছে। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২২ অক্টোবর থেকে। চলবে ১ নভেম্বর পর্যন্ত। এরপর ৪ থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে পাঁচটি ওয়ানডে। ১৯ নভেম্বর থেকে ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্ট। তারপর ২৭ নভেম্বর থেকে ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্ট।

তার আগে ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের তিনটি চারদিনের ম্যাচের সিরিজ। অর্থাৎ, টি-টোয়েন্টি সিরিজ চলাকালীনই এই সিরিজ চলবে। টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবেই ম্যাচগুলো হবে। পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে নিউজিল্যান্ড বোর্ড জানিয়েছে, ঐতিহ্যবাহী প্ল্যাঙ্কেট শিল্ডের অংশ হিসেবে এই সিরিজ থাকবে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত এ মুহূর্তে রয়েছে পঞ্চম স্থানে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ড্র হয়ে যাওয়ায় চাপ আরও বেড়েছে। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ড রয়েছে তৃতীয় স্থানে। শুভমন গিলদের জন্য আরও খারাপ খবর রয়েছে। ২০২৪ সালে টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যান্ড ভারত সফরে ঐতিহাসিক ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছিল। আর নিউজিল্যান্ডে গিয়ে ভারত ২৫টি টেস্ট খেলেছে। জিতেছে মাত্র ৫টি। হার ১০টি। সেই অঙ্ক বদলানোর লক্ষ্য থাকবে গৌতম গম্ভীরের বাহিনীর।

তিলকের ব্যাটে দলীপের ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল

বেঙ্গালুরু , ২ সেপ্টেম্বর : দেওয়াল লিখন স্পষ্টই ছিল। খেলা যত গড়াল তা আরও স্পষ্ট হল। উত্তরাঞ্চলকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দলীপ ট্রফির ফাইনালে উঠল দক্ষিণাঞ্চল। সেখানে তাদের মুখোমুখি পূর্বাঞ্চল। মধ্যাঞ্চলকে আগেই হারিয়েছেন ঈশান কিশনেরা।

দুই ইনিংসেই দক্ষিণাঞ্চলের নায়ক অধিনায়ক তিলক বর্মা। প্রথম ইনিংসে শতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত অর্ধশতরানের ইনিংসে দলকে ফাইনালে তুললেন তিনি।

প্রথম ইনিংসে উত্তরাঞ্চল মাত্র ১৯৫ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। জবাবে তিলকের ১১৬ ও শ্রেয়স গোপালের ৮৭ রানের ইনিংসে ভর করে ৩১২ রান করেছিল দক্ষিণাঞ্চল। প্রথম ইনিংসে ১১৭ রানের লিড নিয়েছিল তারা। সেই লিডই হার-জিতের ফয়সালা করে দিল।

দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯৭ রান করে উত্তরাঞ্চল। প্রথম ইনিংসের থেকে ভাল খেললেও দক্ষিণাঞ্চলের সামনে ১৮১ রানের লক্ষ্য খুব একটা বেশি ছিল না। রিকি ভুঁই (৪২) ও নারায়ণ জগদীশনের (৪৩) দৌলতে ভাল শুরু হয় দক্ষিণাঞ্চলের। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ইনিংস টেনে নিয়ে যান। তাঁকে সঙ্গ দেন রবিচন্দ্রন স্মরণ। তিলক ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন। স্মরণ অপরাজিত থাকেন ৩২ রানে। ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় দক্ষিণাঞ্চল।

অর্থাৎ, দলীপের ফাইনালে লড়াই তিলক বনাম ঈশানের। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত দুই ব্যাটারের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই হবে। একদিকে বৈভব সূর্যবংশী, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুকেশ কুমার, মহম্মদ সামি। অন্যদিকে তিলক, গোপালেরা। ফাইনালে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

জার্মানিকে রুডিগারের বিদায়

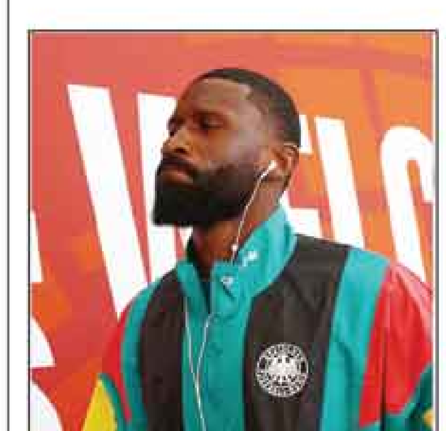

মিউনিখ, ২ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দলের অধ্যায় চুকিয়ে ফেললেন আন্টোনিও রুডিগার। নতুন প্রজন্মের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে এবং ক্লাব ফুটবলে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন এই জার্মান ডিফেন্ডার। ইনস্টাগ্রামে মঙ্গলবার দেওয়া এক বার্তায় এই সিদ্ধান্ত জানান ৩৩ বছর বয়সি সেন্টার-ব্যাক।

'কিছুদিন চিন্তা-ভাবনার পর, (বুঝতে পারলাম) জাতীয় দলের ক্যারিয়ার শেষ করার সময় হয়ে গেছে আমার এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য জায়গা করে দেওয়াও প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালের টুর্নামেন্টগুলোয় যদিও আমরা কোনও শিরোপা জিততে পারিনি এবং কিছু খুব কষ্টের হার সইতে হয়েছে, তবুও (জাতীয় দলের হয়ে) এই সময়টা আমার জীবনের খুবই স্পেশাল এক অধ্যায়।'

২০১৪ সালের মে মাসে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় রুডিগারের। সময়ের সঙ্গে দলে নিজের জায়গা পাকা করেন তিনি, হয়ে ওঠেন জার্মান রক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও তার অভিষেকের বছরে বিশ্বকাপ জয়ী জার্মান দলের সদস্য ছিলেন না তিনি।

দেশের হয়ে পরের তিনটি বিশ্বকাপ ও একাধিক ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছেন জাতীয় দলের হয়ে মোট ৮৬টি ম্যাচ খেলা রুডিগার।

ইউএস ওপেনে তারকাদের দাপট, জেরেভের কঠিন জয়

ইউএস ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর শীর্ষ বাছাই জেরেভ।

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেনে প্রথম রাউন্ডে নাটকীয় জয় পেয়েছেন শীর্ষ বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ। ইতালির কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলে জার্মান তারকা ৬-৪, ৩-৬, ৬-৭(৭), ৭-৫, ৬-৪ গেমে জয় তুলে নেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার লড়াই গড়ায় বুধবার ভোর পর্যন্ত।

৪০তম জন্মদিনে দারুণ জয় পেয়েছেন ফরাসি তারকা গেল মোনফিলস। ধীরগতির শুরু কাটিয়ে আলোলো দানিয়েল ভায়েখোকে ২-৬, ৬-১, ৬-২, ৬-০ সেটে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নেন তিনি। বিদায়ী গ্র্যান্ড স্ল্যাম অভিযান চালিয়ে যেতে মরিয়া মোনফিলসকে লুই আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামের দর্শকরা করতালিতে অভিনন্দিত করেন।

এদিকে, ফিলিপাইনের টেনিস ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম, ১৭তম বাছাই হিসেবে প্রথম রাউন্ডে দারুণ শুরু করেছেন আলেকজান্ড্রা এলা। মার্কিন কোয়ালিফায়ার মেরি স্টোয়ানিয়াকে ৬-১, ৬-২ গেমে হারিয়ে সহজেই দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তিনি।

নিজের দ্বিতীয় ইউএস ওপেন শিরোপার লক্ষ্যে অভিযান শুরু করেছেন ঘরের মেয়ে কোকো গফ। তুরস্কের জেইনেপ সোনমেজকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছেন ২২ বছর বয়সি এই মার্কিন তারকা। সদ্য সিনসিনাটি ওপেন জিতে আত্মবিশ্বাসী গফ নিউইয়র্কে ২০২৩ সালের শিরোপার পর নিজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যেও এগোচ্ছেন।

অন্যদিকে, রাশিয়ার তরুণ প্রতিভা মীরা আন্দ্রিভাও স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন। ইন্দোনেশিয়ার আনসিডেড খেলোয়াড় জানিস তিয়েনকে ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়ে নিজের অভিযান শুরু করেন আন্দ্রিভা। তাঁর লক্ষ্য দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা।

ডিএসএ-র দলবদল প্রক্রিয়া শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর: শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাই 'লো' মতে অনুমোদিত ডিভিশন ক্লাবগুলোর ক্রিকেটাররা দলবদলের জন্য ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বিকাল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। দলবদলে ইচ্ছুক খেলোয়াড়রা সংস্থার নির্ধারিত ফরম্যাটে দলবদলের আবেদন করতে পারবেন। তিন কপি করে পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। তাছাড়া তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং ফি হিসেবে ২০ টাকা প্রদান করতে হবে। তাদের ডিএসএ শিলচরের অনুমোদিত কর্মকর্তাদের সামনে স্বাক্ষর করে দলবদলের আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। যে-সব খেলোয়াড় দলবদলের আবেদনপত্র প্রত্যাহার করতে ইচ্ছুক, তাদের ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে ডিএসএ শিলচরে অনুমোদিত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তা করতে হবে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়েছেন ডিএসএ শিলচরের ক্রিকেট শাখার সচিব নিরঞ্জন দাস।

কনকলতা বরুয়া মহিলা ক্রিকেট শুরু হচ্ছে ১২ সেপ্টেম্বর

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : অসম ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত কনকলতা বরুয়া আন্তঃজেলা মহিলা টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । ১২ তারিখ গ্রুপ ডি-তে অন্তর্ভুক্ত শিলচর টুর্নামেন্টে তাদের অভিযান শুরু করবে। ১২ সেপ্টেম্বর শিলচর খেলবে গুয়াহাটির বিরুদ্ধে। পরদিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ শিলচর খেলবে ধুবড়ির বিরুদ্ধে এবং ১৪ তারিখ শিলচর খেলবে বিলাসীপাড়ার বিরুদ্ধে। গ্রুপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৯ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল হবে ২৩ সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, গ্রুপ ডি-তে শিলচর ছাড়াও রয়েছে গুয়াহাটি, ধুবড়ি এবং বিলাসীপাড়া। শিলচরের গ্রুপ পর্বের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে বরপেটা ডিএসএ গ্রাউন্ডে।

এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে খেলোয়াড়দের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

ফেডেরার এবং হেউইটের সন্তানদের প্রেমের গুঞ্জন

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর : টেনিস জগতের নক্ষত্র রজার ফেডেরার ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন খেলোয়াড় লেটন হিউইটের লড়াই ছিল একসময় কোর্টের অন্যতম আকর্ষণ। এবার তাদের সন্তানদের ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন আলোচনা।

রজার ফেডেরারের মেয়ে মাইলা ফেডেরার ও লেইটন হিউইটের ছেলে ক্রুজ হিউইটকে একসঙ্গে দেখে তাদের নিয়ে শুরু হয়েছে প্রেমের গুঞ্জন।

সম্প্রতি ইউএস ওপেনের ম্যাচ চলাকালে গ্যালারিতে ক্রুজ ও মাইলাকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটাতে দেখা যায়। দু'জনকে হাসতে, গল্প করতে এবং মুঠোফোনে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকতেও দেখা যায়। মাইলার যমজ বোন শার্লেন ফেডেরারও সেখানে ছিলেন। তবে ক্রুজ ও মাইলার মধ্যকার ঘনিষ্ঠতাই নজর কেড়েছে বেশি।

টাইগার উডসের ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর : অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চালানো এবং মাদক পরীক্ষার অস্বীকৃতি সংক্রান্ত মামলায় ৫ বছরের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে। আপস চুক্তির অধীনে জেল এড়াতে সক্ষম হয়েছেন এই তারকা গলফার। বুধবার ফ্লোরিডার মার্টিন কাউন্টি সার্কিট আদালতে এই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। ৫০ বছর বয়সি উডস আদালতে বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং মাদক পরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতির দায় স্বীকার করেন। এতে আদালত তার ড্রাইভিং লাইসেন্স ৫ বছরের জন্য স্থগিত করার পাশাপাশি ১ হাজার ডলার জরিমানা করেছেন। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে ফ্লোরিডার জুপিটার আইল্যান্ডে উডসের দ্রুতগামী ল্যান্ড রোভার গাড়িটি একটি ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে উল্টে যায়।

ডিএসএ-র মিটিং হলে বসল এসি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর : অত্যধিক গরম। মাত্র একটা এসি। তাই জেলা ক্রীড়া সংস্থার মিটিং হলে সভা অনুষ্ঠিত হলে গরমে নাজেহাল অবস্থা সদস্যদের। ফলে শেষ জিবিতে হলে আরও কয়েকটি এসি লাগানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুজন দত্ত। আর সেই প্রস্তাব মেনে হলে আরও চারটি এসি লাগানো হল।

মেসির পর আরেক আর্জেন্টাইনের অবসর-ভাবনা

বুয়েন্স আয়ার্স, ২ সেপ্টেম্বর : আর্জেন্টিনার আকাশি-নীল তুলে রেখেছেন লিওনেল মেসি। এবার আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মতোই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার চিন্তা করছেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস।

নিজের ক্যারিয়ারের ভবিষ্যত নিয়ে টিওয়াইসি স্পোর্টসকে এমনটাই জানান পারেদেস। মেসির বিদায়ের সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে ১০ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাও। ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল হারার পর স্পেনের দুই খেলোয়াড়কে ধাক্কা দেওয়ায় ফিফা থেকে এই শাস্তি পান আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার। এই নিষেধাজ্ঞা শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগবে পারেদেসের। কেননা বছরে হাতে গোনা কিছু ম্যাচ হয়। সবকিছু মিলিয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলাটা কঠিন বলে মনে করছেন পারেদেস। ৩২ বছর বয়সি মিডফিল্ডার বলেছেন, 'আমার জন্য খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। আগেও বলেছি, নিষেধাজ্ঞা আর লিওর সিদ্ধান্ত, সবকিছু মিলিয়ে আমার পরিস্থিতি আগের মতো নেই।'

রেকর্ড ট্রান্সফার ফি-তে সিটিতে যাচ্ছেন ফার্নান্দেস

লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর : নতুন ঠিকানায় যাচ্ছেন এঞ্জো ফার্নান্দেস। সংবাদমাধ্যমের খবর, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডারকে দলে নিতে চেলসির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

এজন্য সিটির খরচ হচ্ছে সাড়ে ১২ কোটি পাউন্ড, যা ব্রিটিশ ট্রান্সফার ফির যৌথ রেকর্ড। গত গ্রীষ্মের দলবদলে নিউক্যাসল ইউনাইটেড থেকে সুইডিশ স্ট্রাইকার আলেকসান্দার ইসাককে নিতে লিভারপুলেরও খরচ হয়েছিল সমান অর্থ।

২০২৩ সালে বেনফিকা থেকে তৎকালীন ব্রিটিশ রেকর্ড ট্রান্সফার ফি ১০ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে চেলসিতে যোগ দেন ফার্নান্দেস। ক্যারিয়ারে দুইবার ১০ কোটি পাউন্ডের বেশি মূল্যে বিক্রি হওয়া প্রথম খেলোয়াড় হবেন ২৫ বছর বয়সি এই তারকা।

সংবাদমাধ্যম লিখেছে, সিটির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ফার্নান্দেস এখন মেডিক্যাল পরীক্ষা করাবেন এবং চুক্তির ব্যক্তিগত শর্তাবলি নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।

সিটির বর্তমান কোচ এন্টসো মারেস্কা চেলসির দায়িত্বে থাকাকালীন ফার্নান্দেসের সঙ্গে কাজ করেছেন। এই গ্রীষ্মে সিটি বেশ কয়েকজন মিডফিল্ডারকে হারানোর পর, মারেস্কা এখন আবার তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।

গত রবিবার প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটনের বিপক্ষে চেলসির ৪-৩ গোলে জয় ও এর তিন দিন আগে লিগ কাপে লুটনের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের ম্যাচে ফার্নান্দেস ছিলেন না। আর্জেন্টিনার গণমাধ্যমে তখন বলা হয়, তিনি স্কোয়াড থেকে তাকে বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

ফার্নান্দেসকে দলে নিয়ে সিটি তাদের নিজেদের সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফির রেকর্ডও ভাঙবে। গত জুলাইয়ে নটিংহ্যাম ফরেস্ট থেকে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ডে তারা দলে নেয় ইংলিশ মিডফিল্ডার এলিয়ট অ্যান্ডারসনকে।

চেলসির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৭০ ম্যাচ খেলে ৩১টি গোল করেছেন ফার্নান্দেস। ২০২৫-২৬ মরসুমে দারুণ খেলেছেন তিনি, যেখানে ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৫টি গোল ও সাতটি অ্যাসিস্ট করে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে মরসুম শেষ করেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনার গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিলেন তিনি, শেষ ষোলো ও সেমিফাইনালে গোল করে দলের জয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এই ফুটবলার। ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরে রানার্স-আপ হয় আর্জেন্টিনা।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80